কোরআন সুন্নাহর আলোকে

ইসলামের মূলধারা ও বাতিল-ফিরকা

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী

কোরআন সুন্নাহর আলোকে

ইসলামের মূলধারা ও বাতিল ফিরকা

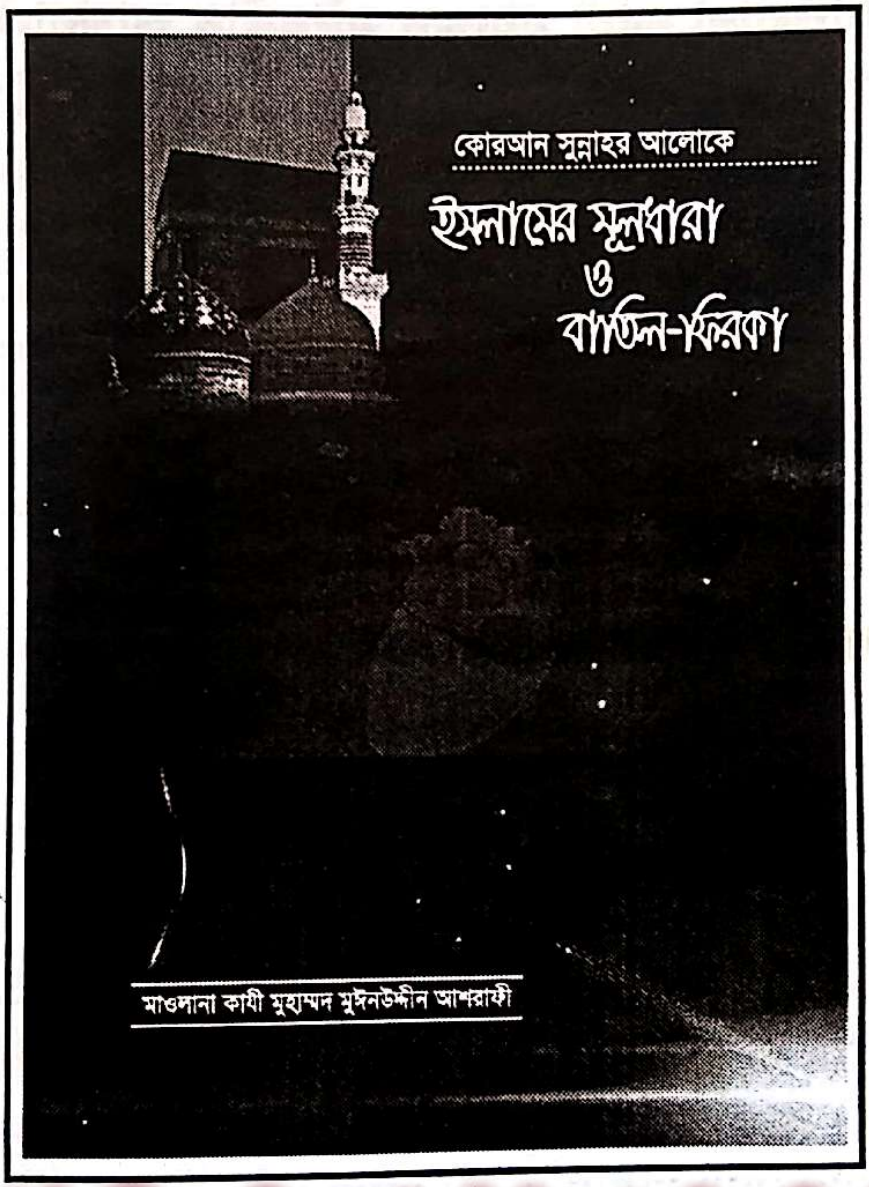

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী

খলিফা, আস্তানা-এ-আলীয়া আশরাফিয়া, কাছওয়াছা শরীফ

ফয়েযাবাদ, ইউ.পি, ভারত।

কোরআন সুন্নাহ আলোকে

ইসলামের মূলধারা ও বাতিল ফিরকা

মাওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন আশরাফী

খলিফা, আস্তানা-এ-আলীয়া আশরাফিয়া, কাছওয়াছা শরীফ
ফয়েযাবাদ, ইউ.পি, ভারত।

সর্বস্বত্ব

বা.ই.ছা.সে.

প্রকাশনায়

জাগরণ প্রকাশনী চট্টগ্রাম

১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মুঠোফোন : ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬

১ম প্রকাশ ঃ ১২ রবিউল আউয়াল, ১৪১৯ হিজরী
২য় প্রকাশ ঃ ১ মহররম, ১৪২৩ হিজরী
৩য় প্রকাশ ঃ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩১ হিজরী
৪র্থ প্রকাশ ঃ ২৭ রজব, ১৪৩৩ হিজরী

মূল্য

১৩০/= (একশত ত্রিশ টাকা মাত্র)

Quran Sunnaher Alokhe Islamer Moldhara & Bathil Firka

Written by : Kazi Moinoddun Asrafi

Published by : Jagoron Prokasani Chittagong

Price : Tk 130/=

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা কেন্দ্রীয় পরিষদের জোর প্রচেষ্টা ও আনজুমানে খোদ্দামূল মুসলেমীন ইউ,এ,ই শাখার আর্থিক সহযোগীতায় ১৯৯৮ সালে 'কোরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের মূলধারা ও বাতিল ফিরকা' বইটি সর্বপ্রথম প্রকাশ করা হয়। শত ব্যস্ততার মাঝেও ছোবহানীয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দিস, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফি সুন্নী ছাত্র জনতার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই বইটি রচনা করেন। অত্যন্ত সহজ সরল ভাষা, তথ্যবহুল লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের মূলধারা সুন্নীয়ত এবং বাতিল ফিরকা গুলোর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য বইটিতে সুবিন্যস্ত হওয়ায় তা পাঠক সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে, অল্পদিনেই ফুরিয়ে যায়। বইটি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার অনুগামী সিলেবাস ভুক্ত হওয়ায় তা সেনাকর্মীদের নিকট ও সমাদৃত হয়ে উঠে। বইটির স্বত্ব ও ছাত্রসেনাকে দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু শুরু থেকে অদ্যাবধি বইটির প্রকাশনা, বাজারজাতকরণ ও বিতরণে তেমন জোরালো পদক্ষেপ দেখা যায়নি। যার ফলে দীর্ঘদিন এটি পাঠক সমাজের চাহিদা সত্ত্বেও বাজারে আসেনি। অবশেষে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন এবং লেখকের সম্মতিক্রমে জাগরণ প্রকাশনী চট্টগ্রাম বইটি পূনঃপ্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। আশা করি আগামীতে বইটি সুন্নী অঙ্গনে ব্যাপক সাড়া জাগাবে এবং যেকোন সময় পাঠকদের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা
২০০৯-২০১০ সেশন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথম প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا وَّ مُسَلِّمًا

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের। দরুদ ও সালাম রাহমাতুন্নীল আলামীন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী কর্তৃক লিখিত "কোরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের মূলধারা ও বাতিল ফিরকা" নামক মহা মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে নিজেদের দায়িত্বের চাপ অনেকটা হালকা বোধ করছি। বর্তমানে বাতিল ফিরকাগুলো ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বেশে ঈমান-আক্বীদা বিধ্বংসী জঘন্য আক্বীদার প্রচার-প্রসার করে যাচ্ছে এবং সময় বিশেষ হিংস্রভাবে তা করে যাচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এদের নগ্ন থাবায় ও কৌশলী কর্মসূচীতে বিশেষতঃ প্রকাশনার মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস করে চলেছে। সরলপ্রাণ মুসলমানই আজ বাতিলদের নগ্ন শিকারে পরিণত।

আমাদের দেশে একাধিক ইসলাম বিদ্বেষী চক্রান্ত, পাশ্চাত্য উলঙ্গ সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ যেমন মুসলমানদের ধর্মীয় ও নৈতিক বোধকে ঢাকা দেয়ার অপপ্রয়াস; তেমনি ধর্মের ছদ্মাবরণে বাতিলদের জঘন্য আক্বীদা সমূহ মানুষের ঈমান হননের আরেক জঘন্য অপচেষ্টা। অহিংস ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস সৃষ্টিকারী, ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একক ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার বন্ধুরা এ জাতীয় ঈমান-আক্বীদা ও নৈতিকতা বিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকাশনার পাশাপাশি বিষয় ভিত্তিক বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ইতোমধ্যে তারা বেশ কিছু পুস্তকও প্রকাশ করেছেন। এই বইটিও তাদের উদ্যোগ ও কর্ম প্রচেষ্টারই ফসল। এ জন্য লেখকের পাশা-পাশি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার নেতা কর্মীদেরও জানাই অভিনন্দন। গ্রন্থটিতে বাতিল ফিরকাগুলো সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনার পাশা-পাশি কোরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাও আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি, ঈমান-আক্বীদার হেফাজতে সাধারণ মুসলমানরাও এ গ্রন্থটি পাঠে উপকৃত হবেন। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করুন। আমিন। বেহুরমাতি রাহমাতুল্লিল আলামিন।

বিনীত-
আঞ্জুমানে খোদ্দামুল মুসলেমিন
সংযুক্ত আরব আমিরাত শাখা

লেখকের আরজ

হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইসলামের ছদ্মবেশে অগণিত দল-উপদলের আবির্ভাব ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কিন্তু হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মর্মেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, উম্মতের একটি দল সব-সময় ইসলামের মূল আক্বীদা-বিশ্বাস তথা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা কেরামের আক্বীদা ও আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর ঐ দল হলো 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বা সুন্নী জামা'আত। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ধারাবাহিকতায় বর্তমানেও সুন্নী জামা'আতের পাশাপাশি ইসলামী মুখোশধারী একাধিক দল-উপদল নিজেদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও বিশ্বাসকে ইসলামের নামে বাজারজাত করার ঘৃণ্য অপচেষ্টায় লিপ্ত। সরল প্রাণ মুসলমানগণ শুধুমাত্র এদের বাহ্যিক চাল-চলন ও ইসলামের বুলিতে মুগ্ধ হয়ে এদের ভ্রান্তির জালে একদিকে আটকা পড়ছে। অপর দিকে ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমল- আখলাককে মুসলমানদের মধ্যে নিছক দলাদলী হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এমতাবস্থায় সাধারণ মুসলমান হক্ব বাতিল নির্ণয়ে হিমশিম খাচ্ছে। অনুধাবন করতে পারছেনা মুসলমানদের মাঝে বিরাজমান দলাদলীর কারণ কি? এর জন্য আসলে দায়ী কারা? যে সব দলকে সুন্নী ওলামা কেরাম কোরআন-সুন্নাহর আলোকে বাতিল ও জাহান্নামী বলে অভিহিত করছেন, ঐ সব দল তাদের এহেন ইসলামী চাল-চলন বেশ-ভূষণ সত্ত্বেও কি তারা বিভ্রান্ত? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর ও সমাধান কল্পে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের নিকট আমার নিবেদন, সত্যান্বেষণের মনোভাব নিয়ে প্রদত্ত তথ্যগুলো যাচাই ও বিবেচনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করুন। তথ্যাবলী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করেছি। এতদসত্ত্বেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারো নিকট কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে বিনা দ্বিধায় অবহিত করবেন। আপনাদের মতামত সাদরে বিবেচনা করা হবে। আমার উপস্থাপিত তথ্যাবলী যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পুস্তকের শেষে উল্লেখিত তথ্যপুঞ্জী অনুসরণ করবেন। বাতিল ফিরকাগুলো সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পেশ করা হলে তখন তারা বলে বেড়ায়, আমাদের মুরুব্বীদের কিতাবে এ ধরণের কথা নেই, এ গুলো অপবাদ মাত্র। কিংবা বলে বেড়ায়, আমাদের মুরুব্বীগণ ঠিকই লিখেছেন, তার মর্ম বুঝতে পারেননি। অথবা এও বলতে পারে, এত বড় আলেম এমন কথা কোন মতে বলতেই পারেন না। এ ধরণের নানা কথা বলে বিষয়টিকে হালকা করার অপচেষ্টা চালাবে। তখন বিজ্ঞ পাঠকদের কেউ যদি অটল থেকে বলতে পারেন যে, জনাব! আপনাদের সম্পর্কে সুন্নী আলেমগণ এ ধরণের কথা বলবে আর আপনারা চুপ করে থাকবেন। তাহলে তো আপনাদের সম্পর্কে আমাদের সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং চলুন, সুন্নী আলেমদের সাথে মুখোমুখী আলোচনা করি। উদ্বৃতি সমূহের সত্য মিথ্যা যাচাই করি। তখন যদি সম্মত হয় খুবই উত্তম। অন্যথায় ধরে নিন, তাদের মধ্যে মৌলিক দুর্বলতা বিদ্যমান। সুতরাং, তখন তাদের ভ্রান্তি সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণের যৌক্তিকতা নেই। অথবা এ বলে পাশ কেটে যেতে চাইবে যে, আমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করিনা। উল্লেখ্য যে, সত্য উদঘাটনের লক্ষ্যে মাঝে মধ্যে তর্ক বিতর্ক অপরিহার্য।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আলোচ্য পুস্তকে একাধিক বাতিল ফিরকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করেছি। হক বাতিলের পার্থক্য নির্ণয়ে এতটুকুকেই সহায়ক বলে মনে করি।

পুস্তক খানা সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে হক বাতিলের পরিচয় করিয়ে দিতে যদি সামান্যও অবদান রাখে তবে আমার এ প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করবো। আর এটাকে পরকালের নাজাতের উসিলা মনে করবো। আল্লাহ্ তা'আলা সকল মুসলমান ভাই-বোনকে সঠিক পরিচয় জেনে যথাযথ অনুসরণ ও তার উপর অটল থাকতে সাহায্য করুন। আমিন! বেহুরমাতি সাইয়্যেদিল মুরসালিন।

মাওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী

সূচী

ভূমিকা ৯
পবিত্র কোরআনুল করীমের আলোকে সুন্নী জামা'আত ১১
পবিত্র হাদিস শরীফের আলোকে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ১৬
আলোচ্য হাদিস শরীফগুলোর ব্যাখ্যা ১৯
উম্মত ২০
পবিত্র হাদিসের আলোকে বাতিল ফিরকা ২৩
খারেজীদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ২৯
সালিশ নির্ধারণ ৩০
খারেজীদের সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত উক্তিসমূহ ৩১
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ্ তা'আলা আনহুর প্রশংসিত উদ্যোগ ৩১
খারেজীদের কুফা ত্যাগ ৩২
খারেজীদের প্রথম ভ্রান্ত আক্বীদা ৩২
তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ৩৩
খারেজীদের বিরুদ্ধে নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধ ৩৩
খারেজীদের ভ্রান্ত আক্বীদার সম্প্রসারণ ৩৪
খারেজীদের প্রকারভেদ ৩৪
খারেজীদের কুফরী সম্পর্কে ইমামদের অভিমত ৩৫
খারেজী ৩৫
খারেজী, ওহাবী, তাবলিগী ও মওদুদী মতাবলম্বী ৩৬
জটিলতার নিরসন ৩৯
শিয়া ফিরকা ৪০
জাহ্মীয়া ফিরকা ৪০
ক্বদরিয়া ফিরকা ৪১
মুরজিয়া ফিরকা ৪৪
ফিরকা-এ- আহলে কোরআন ৪৪
যুগে যুগে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ৪৮
সাংগঠনিক পদ্ধতিতে সুন্নী আন্দোলন ৫৫
বাতিল দল-উপদল সমূহের তালিকা ৫৬
ইখ্তেলাফ (মতানৈক্য) ও তার প্রকারভেদ ৫৯
চার মাযহাব ৬১
চার তরীকা ৬৪
মাযহাব ও মাশরাব (তরীকা) এর পারস্পরিক সেতুবন্ধন ৬৬
সুন্নাত ও সুন্নী জামা'আত ৬৬
বাতিলপন্থীদের এক ঘৃণ্য ধোকাবাজি ৬৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত -এর নামকরণ ৬৮
মওদুদী মতবাদ ৭৩
মওদুদীর সাথে নো'মানীর সম্মুখ আলোচনা ৭৫
জমাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা ৭৬
যেসব বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাথে মৌং মওদুদীর মতবিরোধ ৭৭
মওদুদী ও জামাতে ইসলামীর ভ্রান্তমতবাদ খণ্ডনে লিখিত গ্রন্থের তালিকা ৭৮
মওদুদী আক্বীদা ও আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তুলনামূলক আলোচনা ৮১
শিয়া সম্প্রদায় ও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা ৯৪
শিয়া আক্বাঈদ ও আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তুলনামূলক আলোচনা ৯৬
হযরত ওসমান যিন্‌নুরাইন সম্পর্কে খামেনীর জঘন্য মন্তব্য ১০৫
শিয়াদের ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পর্কে ইমামদের অভিমত ১০৭
শিয়াদের দ্বাদশ ইমামের তালিকা ১১২
মওদুদী-খামেনী গভীর সম্পর্ক ১১৩
ওহাবী সম্প্রদায় ১১৪
শেখ নজদীর সর্বপ্রথম কর্মকাণ্ড ১১৭
শেখ নজদীর রচনাবলী ১১৯
নজ্‌দী ওহাবী আক্বীদা ও আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তুলনামূলক আলোচনা ১২০
দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা ও আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তুলনামূলক আলোচনা ১২৭
ওহাবী মতবাদ প্রচারে রচিত গ্রন্থ সমূহ ১৩৫
ওহাবী চিহ্নিত করার সহজ উপায় ১৩৯
নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান শানে ইতিহাসের জঘন্যতম বেয়াদবী ১৪১
ইবনে তাইমীয়ার আক্বাঈদ ১৪১
তাবলিগী জামাত ১৪২
প্রচলিত তাবলিগের তরীকা স্বপ্নে প্রাপ্ত ১৪৬
আম্বিয়া কেরামের শানে জঘন্য আক্রমণ ১৪৭
হাক্কানী ওলামা কেরামের নিকট তাবলিগের দাওয়াত দেবে না ১৪৭
তাবলিগ জামাতের দিকে ওলামা কেরামের আগ্রহ নেই ১৪৮
মৌং ইলিয়াস-এর কাম্য একটি নতুন দল সৃষ্টি করা ১৪৮
ওহাবীদের নিকট মৌং ইলিয়াসের মর্যাদা ১৪৯
মৌং ইলিয়াসের প্রতি বৃটিশ সরকারের আর্থিক সাহায্য ১৪৯
তাবলিগ জামাতে কোন ধরণের লোকদের আধিক্য ১৫০
তাবলিগী আক্বীদা ও আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তুলনামূলক আলোচনা ১৫০
তাবলিগী জামাত সম্পর্কে মওদুদী ১৫২
দাওয়াতে ইসলামী ১৫২
বাতিল ফিরকাসমূহ সম্পর্কে শরীয়তের ফয়সালা ১৫২
উপসংহার ১৫৩
তথ্যপুঞ্জী ১৫৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের বিধান হিসেবে দ্বীন-এ-ইসলামকে মনোনীত করেছেন। দরুদ-সালাম জানাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের মূর্তপ্রতীক সাইয়্যেদুল মুরসালীন হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, যিনি ইসলামের সঠিক রূপরেখা অনুসরণের প্রতি উম্মতকে আদেশ প্রদান করেছেন এবং ভ্রান্তদলসমূহ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক সত্যের মাপকাঠি হিদায়াতের উজ্জ্বল নক্ষত্র সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমের উপর, যাঁরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথ ও মত অনুসরণ করে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির সনদ লাভ করেছেন। তাবেইন, তবই-তাবেইন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, মুফাসসেরীন, মুহাদ্দেসীন, ফোকাহা, তরীকতের ইমাম, আউলিয়া কেরাম, সুন্নী ওলামা, পীর-মাশায়েখদের উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত বর্ষিত হোক, যাঁরা অদ্যাবধি 'দ্বীন ইসলাম'-এর সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের উপর অটল থেকে যুগে যুগে ইসলামের মুখোশধারী বাতিল দল-উপদলের ভ্রান্তিকে চিহ্নিত করে মুসলিম উম্মাকে গোমরাহীর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

নবীকুল শিরোমনি হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেসালের পর মুসলমানদের মধ্যে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তন্মধ্যে ভণ্ড-নবীদের অপঃতৎপরতা ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। খলীফাতুর রাসুল হযরত সৈয়্যদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কঠোর পদক্ষেপ এগুলোর মূলোৎপাটন করতে সফলভাবে সক্ষম হয়েছে। অতঃপর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অপরিসীম ব্যক্তিত্ব ও খোদাপ্রদত্ত প্রভাবের সামনে কোন বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিতে সাহস পায়নি। তৃতীয় খলীফা হযরত সৈয়্যদুনা ওসমান গণি যিন্‌নুরাঈন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দীর্ঘ খেলাফত কালে ইসলামের চিরশত্রু ইয়াহুদী-নাসারা ও কাফির চক্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক জনৈক ইয়াহুদী মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও দলাদলি সৃষ্টির লক্ষ্যে নামমাত্র ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর সে তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যে সে বিভিন্ন স্থানে তার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে সক্ষম হয় এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলমানদেরকে তার খপ্পরে ফেলতে সক্ষম হয়। তার অনুসারীগণ প্রথমদিকে 'সাবায়ী' নামে চিহ্নিত হয়। তারই ষড়যন্ত্রে তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান গণি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের চতুর্থ খলীফা সৈয়্যদুনা মাওলা আলী মুরতাযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফত কালে হযরত ওসমান গণি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিরতার সূচনা হয়। একদিকে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা চরম আকার ধারণ করে, অন্যদিকে গোপনে তৃতীয় অপশক্তি আবদুল্লাহ ইবনে সাবার দল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। অবশেষে হযরত আলী ও হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার মধ্যে সমঝোতার চূড়ান্ত পর্যায়ে এ অপশক্তি উভয়ের অজ্ঞাতসারে পরিকল্পিত পন্থায় সমঝোতার পথ রুদ্ধ করে দেয়। তখনও ষড়যন্ত্রকারী শক্তি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র অজ্ঞাতসারে তার দলেই আত্মগোপন করে অবস্থান করছিল। অতঃপর হযরত আলী ও হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বিরোধ মীমাংসার পদক্ষেপ হিসেবে দু'জন সাহাবী, হযরত আবু মুসা আশআরী ও হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে সালিশ মনোনীত করা হলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দলে আত্মগোপনকারী ইবনে সাবার অনুসারীগণ আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে বিচারক মানার অভিযোগে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কাফির ফতোয়া দিয়ে প্রকাশ্যে তাঁর দল ত্যাগ করে। ইসলামের ইতিহাসে এরা 'খারেজী' (দল ত্যাগকারী) হিসেবে পরিচিত। এরাই ইসলামে আবির্ভূত প্রথম ভ্রান্তদল। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শনকারী একটি দলের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে এরা 'শিয়া' নামে পরিচিত। খারেজী ও শিয়া উভয়ের আত্মপ্রকাশ প্রথম দিকে রাজনৈতিক কারণে হলেও পরবর্তীতে এরা কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী জঘন্য কুফরী আক্বীদা পোষণ করতে আরম্ভ করে। কালক্রমে এ দু'দল আরো অনেক উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে ।

এমনি করে মুসলমানদের মধ্যে যুগে যুগে অনেক ভ্রান্ত দল-উপদলের আবির্ভাব ঘটে। এ সম্পর্কে পবিত্র হাদিসে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে, "আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে, তন্মধ্যে বাহাত্তর দলই জাহান্নামী হবে। শুধু একটি দল নাজাত প্রাপ্ত হবে।" ঐ নাজাত প্রাপ্ত দলের নাম হলো- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা সুন্নী জামা'আত। এ নাজাত প্রাপ্ত দলটি অলৌকিকভাবে অদ্যাবধি নিজের অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে। এ যাবৎ আবির্ভূত সকল বাতিল দল-উপদলের মোকাবিলায় হকের ঝাণ্ডা বহন করে আসছে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।

বাস্তবতার নিরিখে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলামের স্বচ্ছ ভূমিতে আফছা স্বরূপ তিয়াত্তর নয়, বরং অসংখ্য ভ্রান্ত দল-উপদলের আবির্ভাব ঘটেছে। এ কারণে হাদিস বিশারদগণ আরবী পরিভাষার আলোকে তিয়াত্তর সংখ্যাটিকে 'সংখ্যাধিক্য' অর্থে ব্যবহৃত বলে মন্তব্য করেছেন। অন্যথায় উক্ত সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যাবার পর

আবির্ভূত ভ্রান্ত দল-উপদলকে ভ্রান্ত বা জাহান্নামী বলা যাবে না, তাদের ধ্যান-ধারণা কুফরী পর্যায় পৌঁছলেও। সুতরাং হাদিস বিশারদগণের উক্ত মতামত অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও আরবী পরিভাষার আলোকে বিশুদ্ধ। এ যাবৎ আবির্ভূত বাতিল ফিরকা বা দল-উপদলের বিরাট তালিকাও এই মতামতকে সমর্থন করছে। উক্ত বাতিল ও ভ্রান্ত দল-উপদলগুলোর ভ্রান্তির একটি অকাট্য প্রমাণ এই যে, ঐ সব দলের স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতি অত্যন্ত সীমিত। অদ্যাবধি সৃষ্ট ভ্রান্ত দলগুলোর অধিকাংশই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতায় তাদের পরিচিতি ও ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহের হদিস পাওয়া যায়। বাস্তবক্ষেত্রে অনেক দল-উপদলের অস্তিত্ব থাকবে এবং সর্বশেষ ভ্রান্তদলটি দাজ্জালের সাথে হাত মিলিয়ে সত্যের বিরুদ্ধে লড়বে। এরই আলোকে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যেসব ভ্রান্ত দলের অবস্থান দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে শিয়া, কাদিয়ানী, ওহাবী, তাবলীগি ও মওদুদী বা জামাতে ইসলামী।

এ সব ভ্রান্তদলের ভ্রান্তির স্বরূপ সাধারণ মানুষের জানা না থাকায় সরলপ্রাণ মুসলমান বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষিত সমাজ হক-বাতিল পার্থক্য নির্ণয় করতে না পেরে অজ্ঞতাবশতঃ বাতিলের বাহ্যিক আচার-আচরণে মুগ্ধ হয়ে ভ্রান্তির জালে আটকে পড়ে নিজের ঈমান-আক্বীদা হারাতে চলেছে। এমতাবস্থায় নাজাত প্রাপ্ত দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান ভ্রান্ত দলগুলোর সঠিক ধ্যান-ধারণা ও আক্বীদাসমূহ নির্ভরযোগ্য পন্থায় জনসমক্ষে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন।

এখানে প্রত্যেক ভ্রান্ত দলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, চিহ্নসমূহ ও ভ্রান্তআক্বীদা ঐসব দলের ধারক-বাহক আলেমগণের লিখিত কিতাবাদী থেকে উদ্বৃত করা হলো। আশা করি সত্যান্বেষী পাঠকবৃন্দ অন্ধভক্তির মনোভাব পরিত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে সত্য গ্রহণে সচেষ্ট হবেন এবং হিদায়াতের সঠিক পথ বেছে নেবেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত ও সাহাবা কেরাম অনুসৃত পথ ও মত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের উপর চলার তৌফিক দান করুন, আমিন। বেহুরমাতি সাইয়্যেদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াস্হাবিহি আজমাঈন।

পবিত্র কোরআনুল করীমের আলোকে সুন্নী জামা'আত

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ (হে আল্লাহ) "আমাদেরকে সোজা পথে চালাও; তাঁদেরই পথে, যাঁদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপর তুমি ইহ্সান করেছ।" আলোচ্য আয়াতে "সিরাতুল মুস্তাকীম" বা সোজা পথ দ্বারা ইসলাম, কোরআন, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম চরিত্র, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর ও তাঁর সাহাবা কেরামকে বুঝানো হয়েছে। অতএব, বুঝা যায়, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতই সিরাতে মুস্তাকীম।' কারণ, এ দল ইসলামের যাবতীয় বিধান, পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ, আহলে বাইত, সাহাবা কেরাম সবাইকে যথাযথভাবে মানে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা অপর আয়াতে অতি স্পষ্টভাবে করা হয়েছে–

مَنْ يُطِيْعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا-

অর্থাৎ "যারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করবে তারা ঐসব ব্যক্তির সাথে থাকবেন যাঁদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। (তাঁরা হলেন) নবীগণ, সিদ্দিকীন, শহীদান ও সালেহীন। তাঁরা অতিউত্তম সঙ্গী।"(আল-কোরআন)।

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ 'সিরাতে মুস্তাকীম'-এর সুস্পষ্টভাষায় ব্যাখ্যা দান করেছেন যে, এ চার শ্রেণীর প্রিয় বান্দাদের পথের নাম 'সিরাতে মুস্তাকীম।' কারণ, তাঁরাই হলেন আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত। সুতরাং যে দলের আক্বীদা ও আমল উল্লেখিত চার শ্রেণীর মতো হবে তারাই হবে 'সিরাতে মুস্তাকীম'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব, নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতই 'সিরাতে মুস্তাকীম।' এ দলই উল্লেখিত চার শ্রেণীর প্রকৃত অনুসারী। আর যতো 'বাতিল ফিরকা' বা ভ্রান্ত দল-উপদল রয়েছে তারা উল্লেখিত চার শ্রেণীর কোন না কোনটার মহান মর্যাদায় আঘাত হেনেছে অত্যন্ত সুকৌশলে। সুতারাং তারা বাহ্যিক চাল চলনে বা মৌখিকভাবে তাঁদের অনুসারী দাবী করলেও নিঃসন্দেহে তারা বন্ধুরূপী শত্রু।

উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি অনুগত ও অনুসরণীয় হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবার জন্য তার খোদা প্রদত্ত মর্যাদা অটুট থাকতে হবে এবং অনুসারীদের নিকট অতীব সম্মানিত বলে বিবেচিত হতে হবে। অন্যথায় অনুগত হবে ও অনুসরণীয় বলে বিবেচিত হবে না।(১)

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا

অর্থাৎ (হে ঈমানদারগণ!)'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত ভাবে আকড়ে ধরো এবং পরস্পর দলে দলে বিভক্ত হয়োনা'। (সুরা আল ইমরান -১৩)। আলোচ্য

(১) 'সিরাতে মুস্তাকীম' বলতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে বুঝায়। কারণ এটা চরম ও নরমের মধ্যবর্তী পথ।

আয়াতে উল্লেখিত حَبْلُ اللّٰه বা 'আল্লাহর রজ্জু' এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন, আল্লাহর রজ্জু দ্বারা পবিত্র কোরআনকে বুঝানো হয়েছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোরআন আল্লাহর রজ্জু, যে তার অনুসরণ করেছে সে হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যে কোরআন-এর অনুসরণ ছেড়েছে সে ভ্রষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত।' প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'আল্লাহর রজ্জু' বলতে আল-জামা'আতকে বুঝানো হয়েছে। তিনি আবার বলেন, "ঐ জামা'আতকে অবশ্যই অবলম্বন করো, এটা 'আল্লাহর রজ্জু' যাকে শক্তভাবে আকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে"। (খাযাইনুল ইরফান)। কেউ বলেন, 'আল্লাহর রজ্জু' বলতে দ্বীন ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। (জালালাইন শরীফ ও তাফসীরে হোসাইনী)। وَلَا تَفَرَّقُوْا বলে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে ইয়াহুদী, নাসারার মত বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। এতদসত্ত্বেও মুসলমানগণ অসংখ্য দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় 'আল্লাহর রজ্জু' হিসেবে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'ই হবে যথার্থ। এটাই হলো ইসলামের মূলধারা একমাত্র সঠিক রূপরেখা। পবিত্র হাদিসের আলোকে যারা এ দলের বাইরে থাকবে তারা নিঃসন্দেহে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' ব্যতীত প্রত্যেক ভ্রান্ত দলই কোরআনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং তারা কোরআনুল করিমের সঠিক অনুসারী হতে পারে না। অনুরূপভাবে প্রত্যেক বাতিল ফিরকা 'দ্বীন ইসলামের' নামে নিজেদের ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। অতএব, তারা দ্বীন-ইসলামের সঠিক অনুসারীও নয়। একমাত্র আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতই আল্লাহ্, তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা কেরামের নির্দেশিত পন্থায় পবিত্র কোরআন ও দ্বীন ইসলামের দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছে।

ইমাম বুসিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে 'আল্লাহর রজ্জু' বলতে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্ত্বাকে বুঝানো হয়েছে। তিনি "কাসীদা -এ-বোরদায়" বলেন-دَعَا اِلَى اللّٰهِ فَالْمُسْتَمْسِكُوْنَ بِهٖ– مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمِ– অর্থাৎ তিনি (হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ'র দিকে আহবান করেছেন। অতঃপর তাঁর মহান আদর্শকে মজবুতভাবে ধারণকারীগণ এমন এক রজ্জুকে শক্তভাবে আকড়ে ধরেছে যা ছিন্ন হবার নয়। এখানে ইমাম বুসিরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ইংগিত করেছেন যে, 'আল্লাহর রজ্জু' বলতে হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মহান সত্ত্বাকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা তাঁর মহান মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁর অনুপম আদর্শকে আকড়ে ধরবে তারা কখনো সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। তাদের সম্পর্ক প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে অটুট থাকবে।

একমাত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতই মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার প্রতি অকৃত্রিমভাবে যত্নবান ও তাঁর আদর্শের যথার্থ অনুসারী। পক্ষান্তরে-বাতিল ফিরকা বাহ্যিক চাল-চলনে নিজেদেরকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী বলে তাদের লিখনী ও বক্তৃতা বিবৃতিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুউচ্চ মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করছে চরমভাবে। সুতরাং তারা রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অকৃত্রিম অনুসারী নয়, বরং তাদের বাহ্যিক চাল-চলন সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধোকায় ফেলার কুট-কৌশল মাত্র।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধীতা করবে তার নিকট সত্য পথ উদ্ভাসিত হবার পর এবং মুসলমানদের পথ ছেড়ে অন্যপথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর তা কতই নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।" (সুরা নিসা-১৫৫)।

আলোচ্য আয়াতে 'সাবিলুল মো'মেনীন' বলতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে বুঝানো হয়েছে। কারণ সাহাবা কেরাম, তাবেয়ী, তবই তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, মুজাদ্দেদীন, মুফাস্সেরীন, মুহাদ্দেসীন, ফোকাহা, আউলিয়া কেরাম এবং বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতেরই অনুসারী। যারা এদলের বাইরে অন্য পথ ও মতে চলবে তারা জাহান্নামী। (খাযাঈনুল ইরফান ও তাফসীরে হোসাইনী)।

اِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ- ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই এটা আমার সরল-সোজা পথ, তোমরা এ পথে চলো, অন্য পথসমূহে চলো না। কেননা, তোমাদেরকে তাঁর (আল্লাহ) পথ থেকে পৃথক করে ফেলবে। এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ যাতে তোমরা খোদাভীরু হতে পার।" (সুরা আনআম-১৫৪)।

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ ঈমানদারগণকে 'সিরাতে মুস্তাকীম'-এর অনুসরণ করার নির্দেশদানের পাশাপাশি ভ্রান্ত ধর্ম ও দলগুলোর অনুসরণ করতে নিষেধও করেছেন। কারণ, ঐ সব পথে চললে 'সিরাতে মুস্তাকীম' হতে দূরে সরে পড়বে। আলোচ্য আয়াতে 'অন্য পথসমূহ অনুসরণ করো না' বলতে কোন্ পথগুলোকে বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বলেন, 'সুবুল' (পথসমূহ) দ্বারা ইয়াহুদীয়াত, নাসরানীয়াত (খৃষ্টবাদ) ও কুপ্রবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পথ-মত সমূহকে বুঝানো হয়েছে। (বায়যাভী শরীফ)। শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে মুসলিম মিল্লাতকে খণ্ড-বিখণ্ড করার মানসে যে সব ফিরকার আবির্ভাব ঘটেছে তা কু-প্রবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে 'সিরাতুল মুস্তাকীম'-এর যথার্থ ব্যাখ্যা হবে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' এবং 'সুবুল' (পথসমূহ) বলতে ইয়াহুদীয়াত ও নাসরানীয়াতের এবং মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট বাতিল ফিরকাসমূহ। কারণ অদ্যাবধি আবির্ভূত সকল বাতিল ফিরকার পেছনে হয়তো ইয়াহুদীয়াতের হাত রয়েছে অথবা নাসরানীয়াতের। ইসলামের প্রাথমিক যুগগুলোতে যাদের মাধ্যমে দলাদলি সূচনা হলো তাদের মধ্যে ইবনে সাবা অন্যতম। সে মূলতঃ ইয়াহুদী ছিল। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অশুভ উদ্দেশ্যে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল একথা ঐতিহাসিক সত্য।

আলোচ্য আয়াতসমূহে 'সিরাতে মুস্তাকীম', 'হাবলুল্লাহ্' ও 'সাবীলুল মো'মেনীন' দ্বারা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যায় কেউ কেউ আপত্তি উত্থাপন করার সুযোগ খুঁজে বলে 'আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' নামটাতো তাবেয়ীনের যুগে প্রকাশ পেয়েছে। আর কোরআনুল করীমতো আরো অনেক আগে নাযিল হয়েছে। সুতরাং এটা অপব্যাখ্যা বা মনগড়া।

এর উত্তর দু'ভাবে দেয়া যায়। প্রথমতঃ পবিত্র কোরআন মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহর বাণী। এতে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, ইহকাল, পরকাল সবকিছুর প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী বিদ্যমান। দ্বীন-ইসলামের মুখোশ পরে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে 'সিরাতে মুস্তাকীম' থেকে পদচ্যুত করার লক্ষ্যে বাতিল দল-উপদলের আবির্ভাব হয়েছে; এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পবিত্র কোরআন কোন বক্তব্য রাখবে না, তা হতে পারে না। এসব আয়াতে মহান আল্লাহ্ মূলতঃ প্রকৃত মুসলমানদেরকে ইসলামের মূল ধারায় প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিই দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আর সে মূলধারাকে পবিত্র কোরআনে 'সিরাতে মুস্তাকীম', 'হাবলুল্লাহ্' আবার কোন আয়াতে 'সাবিলুল মো'মেনীন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তা'আলার একমাত্র মনোনীত দ্বীন 'আল-ইসলাম'। সর্বশেষ নবী হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে এর পরিপূর্ণতা ঘটে। অতঃপর ইসলাম বিরোধী অপশক্তি ইসলামের মূলধারা থেকে মুসলমানদেরকে বিচ্যুত করার মানসে ইসলামের নামেই যখন

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুসলমানদের মধ্যে কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী আক্বীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটায়, তখন সরলপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা রক্ষার প্রয়োজনে ইসলামের মূলধারার পৃথক নাম করণের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে দেখা দেয়। আর তা 'আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' নামে অদ্যাবধি পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করে আসছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতসমূহে 'সিরাতে মুস্তাকীম', 'হাবলুল্লাহ্' ও 'সাবীলুল মো'মেনীন'এর মর্মার্থ 'আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' গ্রহণ করা মনগড়া নয়, বরং আল্লাহ্ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট মহান বাণীরই প্রকৃত ব্যাখ্যা।

তাবেয়ীনের সোনালী যুগ থেকে বাতিল দলসমূহের মোকাবেলায় ইসলামের মূলধারার নাম 'আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' ধারাবাহিকভাবে পরিচিতি ও ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে দেখে বর্তমানে বাতিল ফিরকা ওহাবী-মওদুদীপন্থীগণ নিজেদেরকে মুখে ও কলমে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী বলে দাবী করছে। তাদের এ দাবী যে ধোকাবাজী, প্রহসন ও ভিত্তিহীন তা ক্রমান্বয়ে প্রমাণ সহকারে উপস্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা।

পবিত্র হাদিস শরীফের আলোকে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

এক ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে হুবহু ঐ পরিস্থিতির আগমন ঘটবে যেভাবে বনী ইসরাঈলের উপর ঘটেছিল; দুই জুতোর সমতার মতোই। এমনকি যদি তাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে আপন মায়ের সাথে যিনা করে থাকে, তাহলে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন ব্যক্তির সৃষ্টি হবে, যে তা করবে। নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এর একটি দল ছাড়া অন্যান্য সবই জাহান্নামী। সাহাবা কেরাম আরয করলেন, ঐ একটি দল কারা? হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, যার উপর আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছে। (তিরমীযী শরীফ ও মিশকাত শরীফ)।

দুই ঃ হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, সাবধান হয়ে যাও! তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাব (ইহুদী ও নাসারা) বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আর এ উম্মত অবিলম্বে তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তন্মধ্যে বাহাত্তর দল জাহান্নামী আর এক দল জান্নাতী। এটা হলো আ'লা জামা'আত। (আবুদাউদ শরীফ, মিশকাত শরীফ ও তালবীস-এ- ইবলিস)।

তিন ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,

তিনি বলেন, রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে একটি রেখা অংকন করলেন। অতঃপর বললেন এটা আল্লাহর রাস্তা। অতঃপর ঐ সরল রেখার ডানে-বামে আরো অনেক রেখা অংকন করলেন এবং বললেন, এ হলো কতগুলো রাস্তা এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান রয়েছে, সে ঐ পথে আহবান করছে। অতঃপর হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত করলেন- اِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ "এটা আমার সহজ-সরল পথ। তোমরা এ পথে চলো"। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, নাসায়ী শরীফ, দারমী শরীফ ও মিশকাত শরীফ)।

চার ঃ হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর একমত হতে দেবেন না। আল্লাহর রহমতের হাত 'জামা'আতের' উপর। যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে পৃথক হবে সে পৃথকভাবে জাহান্নামে যাবে।" (তিরমিযী শরীফ ও মিশকাত শরীফ)।

পাঁচ ঃ হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "বড় দলের অনুসরণ কর। কারণ, যে (বড়দল থেকে) পৃথক থাকবে, সে পৃথকভাবে জাহান্নামে যাবে।" (ইবনে মাজা শরীফ ও মিশকাত শরীফ)।

ছয় ঃ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "হে আমার প্রিয় বৎস! যদি তুমি এ অবস্থায় সকাল-সন্ধ্যা যাপন করতে পার যে, তোমার অন্তরে কারো প্রতি কোন বিদ্বেষ থাকবে না তবে তাই করো। অতঃপর বললেন,"হে প্রিয় সন্তান! এটা আমার তরীকা। আর যে আমার তরীকাকে ভালবাসে সে আমাকেই ভালবাসে। আর যে আমাকে ভালবাসবে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (তিরমীযী শরীফ ও মিশকাত শরীফ)।

সাত ঃ হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি ফিতনা-ফাসাদের যুগে আমার তরীকাকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরবে, তার জন্য একশত শহীদের সওয়াব রয়েছে।" (মিশকাত শরীফ)।

আট ঃ হযরত মু'আয ইবনে জবল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় শয়তান মানুষের জন্য বাঘ। ছাগলের বেলায় বাঘের ন্যায়। সে পৃথক অবস্থানকারী দূরবর্তী ও পাশে অবস্থানকারী ছাগলকে ছিনিয়ে নেয়। তোমরা ঘাঁটিসমূহ থেকে দূরে থাকো এবং মুসলমানদের দল অবলম্বন করো।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ ও মিশকাত শরীফ)।

নয় ঃ হযরত আবুযর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলেন, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি 'জামা'আত' থেকে এক বিঘাত পরিমাণ দূরে সরল, সে তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, আবু দাউদ শরীফ ও মিশকাত শরীফ)।

দশ ঃ হযরত এরবায ইবনে সারীরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে আমার পরে জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ দেখবে। তখন তোমরা আমার এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকাকে শক্তভাবে ধারণ করে ওটাকে দাঁত দিয়ে মজবুতভাবে আকড়ে ধরো।" (আবু দাউদ শরীফ, ইবনে মাজা শরীফ, তিরমীযি শরীফ, মুসনাদে ইমাম আহমদ ও মিশকাত শরীফ)।

এগার ঃ হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জাবিয়া নামক স্থানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন, যেভাবে আমি তোমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান, তেমনিভাবে রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায় ভাষণ দিয়েছেন যে, "তোমাদের যে ব্যক্তি জান্নাতে মধ্যবর্তীস্থান পছন্দ করে সে যেন সুন্নাত ও জামা'আতকে অবলম্বন করে। কারণ, শয়তান একব্যক্তির সাথে। আর সে দু'জন থেকে অনেক দূরে।" (তাহাবী শরীফ, তাবরানী ও তালবিসে ইবলিস)।

আলোচ্য হাদিসটি ইমাম তিরমিযী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সনদে বর্ণনা করেছেন, তাতে এ অংশটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত আছে, 'হে উপস্থিত লোকজন জামা'আতের সাথে থাকা তোমাদের উপর ফরয'। হুশিয়ার! বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা কর। ইমাম তিরমীযী এ হাদিসটি "হাসান" বলে মন্তব্য করেছেন। (তালবিস-এ- ইবলিস)।

বার ঃ হযরত আরফাজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "জামা'আতের উপর আল্লাহর (রহমতের) হাত। যে জামা'আতের বিরোধী হবে, শয়তান তার সাথে থাকবে।" (তালবিস-এ-ইবলিস)।

তের ঃ হযরত মুগীরা ইবনে শোবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "সর্বদা আমার উম্মতের একটি দল বিজয়ী থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।" (বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড)।

আলোচ্য হাদিস শরীফগুলোর ব্যাখ্যা

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান বাতিল ফিরকা তথা- ওহাবী, তাবলিগী, শিয়া, কাদিয়ানী ও মওদুদী মতাবলম্বীগণ সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়ার লক্ষ্যে বলে বেড়ায় যে, হাদিসে বর্ণিত বাহাত্তর জাহান্নামী দল অনেক আগেই অতীত হয়ে গেছে। কারণ, ব্যাখ্যা গ্রন্থে তার একটা তালিকা পেশ করা হয়েছে। 'মিরকাত শরহে মিশকাত' কৃতঃ মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী ও 'তালবিস-এ-ইবলিস' কৃতঃ ইমাম ইবনে যৌযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গ্রন্থ দু'টিতে বাহাত্তর বাতিল ফিরকার ফিরিস্তি প্রদান করেছেন। সুতরাং ওহাবী, তাবলিগী ও মওদুদী ইত্যাদি জাহান্নামী দলের আওতাভূক্ত নয়।

এর জবাব

প্রথমতঃ হাদিসে খারেজীদের বেলায় হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এদের শেষাংশ দাজ্জালের সাথে মিলিত হবে। (মিশকাত শরীফ)। সুতরাং প্রমাণিত হলো, ভ্রান্ত দল প্রত্যেক যুগেই থাকবে।

দ্বিতীয়ত ঃ হাদিস বিশারদগণ আরবী পরিভাষার আলোকে বলেছেন, আলোচ্য হাদিসে বাহাত্তর সংখ্যাটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত নয়, বরং 'আধিক্য' বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ আমার উম্মতে অসংখ্য বাতিল জাহান্নামী দলের আবির্ভাব হবে। এটাই হাদিসের সারমর্ম। (মিরকাত শরহে মিশকাত)।

তৃতীয়ত ঃ তাদের উপরোক্ত উক্তিটা নিজেদের ভ্রান্তিকে চেপে রাখার অপপ্রয়াস মাত্র। কারণ, হাদিসের অর্থ যদি এই হয় যে, বাতিল দল মাত্র বাহাত্তরটিই হবে, এর অধিক হবে না; তাহলে এ অর্থটিই গ্রহণ করতে হবে যে,'বাহাত্তর' সংখ্যাটি যখন পূর্ণ হয়ে গেছে আর কোন ভয় নেই। যতই ভ্রান্তি আর গোমরাহী হোক না কেন তা জাহান্নামী দলের অন্তর্ভূক্ত হবে না। অতএব, এ ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক এবং চরম গোমরাহী। কোন দল বা সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট ও জাহান্নামী বলে বিবেচিত হওয়া কোন সময় সীমা বা সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, বরং তার আক্বীদা-বিশ্বাস, উক্তি ও কর্ম কোরআন-সুন্নাহ ও সালফে সালেহীনের মতানুযায়ী হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অন্যথায় কাদিয়ানী সম্প্রদায়কেও জাহান্নামী বলা যাবে না। কারণ, এ দলের আত্মপ্রকাশ তো আপত্তিকারীদের কথা মত, 'বাহাত্তর' সংখ্যা পূর্ণ হবার অনেক পরে ঘটেছে।

চতুর্থতঃ হাদিসে উল্লেখিত 'বাহাত্তর ফিরকা' দ্বারা মূল দলগুলোকে বুঝানো হয়েছে। অতঃপর এদের ভ্রান্ত মূলনীতিমালার উপর ভিত্তি করে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ সব মূল দলের শাখা-প্রশাখার আবির্ভাব ঘটতে থাকবে। মিরকাত শরহে মিশকাত, তালবিস-এ- ইবলিস ও কিতাবুল মিলাল ইত্যাদি কিতাবে উল্লেখিত অগণিত বাতিল ফিরকার তালিকা তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উম্মত

আলোচ্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে"। এতে 'উম্মত' দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে তার ব্যাখ্যায় হাদিস বিশারদগণ বলেন, উম্মত দু'প্রকার। (১) 'উম্মতে দাওয়াত' অর্থাৎ যাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত রয়েছে; কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি। যেমন ইয়াহুদী, নাসারা, কাফির, মুশরিক ইত্যাদি। (২) 'উম্মতে ইজাবাত' অর্থাৎ যারা ইসলামের দাওয়াত কবুল করে মুসলমান হয়েছে। আলোচ্য হাদিসে দ্বিতীয় প্রকার উম্মতকেই বুঝানো হয়েছে। (মিরকাত শরহে মিশকাত)। মুসলমানদের মধ্যে তিয়াত্তর দলের আবির্ভাব ঘটবে, তন্মধ্যে একটি মাত্র দল ব্যতিরেকে অন্যসব দলই জাহান্নামী হবে। আর নাজাতপ্রাপ্ত সে দলটির নাম 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'। আলোচ্য হাদিসে 'বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল' অংশটিই প্রমাণ করে যে, উম্মত দ্বারা 'উম্মতে ইজাবাত' বা মুসলমানদের কথা বুঝানো হয়েছে।

মুসলিম মিল্লাতের কিছু আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিকে এতদবিষয়ে অজ্ঞতাবশতঃ অথবা কোন না কোন বাতিল ফিরকার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ নিজেদের ভ্রান্তিকে গোপন করার উদ্দেশ্যে প্রায়শঃ বলতে শুনা যায়, আল্লাহ এক, রাসুল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক, কোরআন এক, কেবলা এক, আবার মুসলমানদের মধ্যে এতো দলাদলি কেন? কেউ সুন্নী, কেউ ওহাবী, কেউ তাবলিগী, কেউ মওদুদী, কেউ শিয়া আবার কেউ কাদিয়ানী, এ সব কি! সবাই মুসলমান। এগুলো আলেমদের হালুয়া রুটির সংস্থানের তদবীর মাত্র। এ ক্ষেত্রে তারা ঢালাওভাবে আলেমদেরকে দায়ী করে। এটা চরম অন্যায়। কারণ, 'এটা হালুয়া রুটি সংস্থানের ফন্দি' বলে উড়িয়ে দেয়ার মতো বিষয় নয়, যেহেতু খোদ্ আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামই একথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সেহেতু এর পেছনে নীরেট সত্যতা ও বাস্তবতা রয়েছে বলে সকল মুসলমানদেরই আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। বাস্তবেও ঐ নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। কোন না কোন ভাবেই ইসলামের নামে, ইসলামের মূল রূপরেখার ধারক 'সুন্নী জামা'আত' ছাড়াও বহুবিধ দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এ বাস্তব সত্যকে মেনে নিয়েই এর বিচার বিশ্লেষণ করাই হবে ন্যায়পরায়ন বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব, ইসলামের নামে আত্মপ্রকাশ খারেজী কিংবা শিয়া সম্প্রদায় থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকার তাবলিগী, কাদিয়ানী ও মওদুদী মতবাদী সম্প্রদায় পর্যন্ত যেসব দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছে সেই দলগুলো সৃষ্টিকারী কারা তাদেরকে নিজেদের জ্ঞানেই চিহ্নিত করতে হবে। আরো চিহ্নিত করতে হবে তাদের উদ্দেশ্যকে। বস্তুতঃ যারা 'সুন্নী মতাদর্শ'(হাদীস শরীফ অনুযায়ী) থেকে বিচ্যুৎ হয়ে ইসলামের নামে নতুন নতুন

দল-উপদলের সৃষ্টি করেছে, তাদের কেউ কেউ যদি আলেমও হয়ে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে-তারা হয়ত আসলে 'আলেম' নামের উপযোগীই নয়, নতুবা 'আলেমে সূ' বা 'মন্দতর আলেম'। হাদিস শরীফে আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,'মন্দলোকদের মন্দ আলেমই সর্বাপেক্ষা মন্দ হবে।' কাজেই, তাদের দ্বারা সৃষ্ট দলাদলির উদ্দেশ্য 'হালুয়া রুটি সংস্থানের' চাইতেও মন্দ কিছু হওয়াও স্বাভাবিক। উদাহরণ স্বরূপ, আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা (শিয়া মতবাদের প্রবর্তক) আলেম হলেও সে ছিলো মুনাফিক, আসলে ইহুদী। এদিকে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের নেতা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, তাবলিগী জমাতের প্রবর্তক মৌং ইলিয়াস, মওদুদী মতবাদীদের নেতা তথাকথিত মাওলানা মওদুদী প্রমূখের অবস্থাদি সম্পর্কেও খবর নিন। তখনও একই ধরণের ফলাফল বেরিয়ে আসবে।

অতএব, এক্ষেত্রে ঢালাওভাবে আলেমদেরকে দায়ী করে কিংবা 'হালুয়া রুটি গরম করার' তথাকথিত উদ্দেশ্যে এবং অপবাদ দিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। বরং হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্যকে গভীরভাবে উপলব্ধী করতে হবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলইহি ওয়াসাল্লামের অদৃশ্য জ্ঞানের নির্ভুল বাস্তবতাকে সামনে রেখেই ইসলামের একমাত্র সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর সুশীতল ও নিরাপদ শামিয়ানা তলেই নিষ্ঠাপূর্ণভাবে নিজের অবস্থান গড়ে নেয়ার যে বিকল্প নেই তা-ই যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হবে। এটাই হলো সাহাবা কেরামের আদর্শ। কারণ, তাঁরা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে এ বিশ্বাস নিয়ে চুপ চাপ বসে থাকেননি যে, আমরা তো স্বয়ং রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই আছি। আমাদের আর কি ভয়; বরং তাঁরা জানতে চাইলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম! 'নাজাত প্রাপ্ত দল কোনটি'? 'অন্যথায় নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত সহ ইসলামী বিধি বিধান পালন করেও আক্বীদাগত ভ্রান্তির কারণে জাহান্নামী হতে হবে।'

সাহাবা কেরামের 'প্রশ্নের উত্তরে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি এবং আমার সাহাবীদের তরীকা।" এর ব্যাখ্যায় হাদিস বিশারদগণ বলেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ঐ নাজাতপ্রাপ্ত দল হলো 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'।(মিরকাত শরহে মিশকাত ১মখণ্ড পৃষ্ঠা ২০৪)।

অতএব, সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, ইসলামের একমাত্র সঠিক রূপরেখা হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। এ সত্যটি যখন সর্ব সাধারণের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে, তখন শয়তান তার অনুসারীদেরকে নিজেদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভ্রান্তি গোপন করে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধোকায় ফেলার লক্ষ্যে এ কৌশল শিক্ষা দিল যে, তারা যেন নিজেদেরকে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী বলে দাবী করে। পাক-ভারত উপমহাদেশে শয়তানের এ পরিকল্পনা ইদানিং পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহেরবাণী হবে, তারাই যথাযথ ভাবে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের' আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

অতঃপর উল্লেখিত হাদিস শরীফগুলোতে নাজাতপ্রাপ্ত দলের বেলায় নিম্নবর্ণিত নামগুলো বর্ণিত হয়েছে, 'সাবিলুল্লাহ' (আল্লার পথ), 'আল-জামা'আত' (নির্দিষ্ট দল),'তায়েফাতুন'(ছোট একটি দল), 'আস্ সাওয়াদুল আযম' (বড় জামা'আত), 'সুন্নাতী' (আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা) ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে শাব্দিক পার্থক্য থাকলেও এর মর্মার্থ এক ও অভিন্ন। এর দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকেই বুঝানো হয়েছে, এটাই মুহাদ্দেসীন কেরামের চূড়ান্ত অভিমত।

এখানে পাঠকের মনে একটি প্রশ্নের অবতারণা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, একটি হাদিসে "তায়েফাতুন"(ছোট্ট দল) অপর একটি হাদিসে 'আস্ সাওয়াদুল আযম' (বড় দল) বর্ণিত হয়েছে। দুই বিপরীত অর্থবোধক পদের মর্ম এক ও অভিন্ন কিভাবে হবে। এর উত্তর এভাবে দেয়া যায়-

প্রথমতঃ 'তায়েফাতুন' বা ছোট দল বলতে উম্মতের ফকিহগণ ও মুজতাহিদগণকে বুঝানো হয়েছে। যাদের সংখ্যা সাধারণ উম্মতের সংখ্যার তুলনায় অনেক কম; কিন্তু তাঁদের অনুসারী অনেক। যারা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে, উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছেন তাঁরাই হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথ প্রদর্শক। সুতরাং তাঁদেরকেই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে ঘোষণা দিয়েছেন হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর বড় দল বলতে কোন নির্দিষ্ট কালের বা নির্দিষ্ট এলাকার বড় দল নয়; বরং ইসলামের অভ্যুদয় থেকে অদ্যাবধি মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান যে আক্বীদা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐ দলের নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এক ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী আর বাকী সবাই ভ্রান্ত দলের অনুসারী হলে সে ক্ষেত্রে অধিকাংশ 'সাওয়াদে আযম' বা বড়দল বলে বিবেচিত হবে না, বরং ঐ একজনই বড় দল হিসেবে বিবেচিত হবেন। কারণ, তাঁর সম্পর্ক সাহাবা কেরাম, তাবেয়ীন, তবই তাবেয়ীন, ফোকাহা, মুহাদ্দেসীন ও সকল আউলিয়া কেরামের সাথে। পবিত্র কোরআনুল করীমে

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম একা একজনকেই 'উম্মত'(জাতি) হিসেবে অবহিত করা হয়েছে। আর এটা হল সত্যতার ভিত্তিতে। অর্থাৎ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত একজনই একদল।(মিরআতুল মানাজিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ, ১মখণ্ড)।

পবিত্র হাদিসের আলোকে বাতিল ফিরকা

হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণীসমূহে উম্মতের যাবতীয় বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। হালাল-হারাম, করণীয় ও বর্জনীয় সবকিছু উম্মতের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে গেছেন। সুন্নাহ যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দান করেছেন। তিনি আপন উম্মতকে ঈমানের পর নামায, রোযা ইত্যাদি পূণ্য কাজের প্রতি যত্নবান হবার কার্যতঃ শিক্ষাদান করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি উম্মতের মধ্যে নানা ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব সম্পর্কে কখনো সংক্ষেপে আবার কখনো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে সরলপ্রাণ মুসলমান কখনো তাদের বাহ্যিক চাল-চলন, আচার-আচরণ, সুন্দর সুন্দর কথায় প্রতারিত না হয়। এমনকি তাদের সযত্নে নামায-রোযা ও সুললিত কণ্ঠের তেলাওয়াতে কোরআন শুনেও তাদের ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে না পড়ে, তজ্জন্য হুশিয়ার করে দিয়েছেন। নিম্নে সরলপ্রাণ মুসলমানদের জ্ঞাতার্থে ঐসব হাদিস শরীফ পেশ করা হলো। উল্লেখ্য যে, হাদিস শরীফে কয়েকটি বাতিল ফিরকার নাম সহ বর্ণিত হয়েছে। যথা, খারেজী, ক্বদরীয়া, মুরজিয়া ও জাহমীয়া। এটা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ইল্‌মে গায়েব' বা অদৃশ্য জ্ঞানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থগুলোতে ঐসব ফিরকার বর্ণনায় পৃথক পৃথক অধ্যায় রয়েছে।

সিহাহ সিত্তা

ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিসের কিতাব। যথা, বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, নাসায়ী শরীফ, আবুদাউদ শরীফ, তিরমিযি শরীফ ও ইবনে মাজা শরীফে অন্যান্য বাতিল ফিরকার চেয়ে 'খারেজীদের' সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা বিদ্যমান। কারণ, এ দলটি মুসলমানদের মধ্যে বাতিল দলসমূহের সর্বপ্রথম দল। পরবর্তী সকল বাতিল ফিরকার মধ্যে তাদের কিছু কিছু আক্বীদা ও চরিত্র বিদ্যমান। যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন ফিরকার আত্মপ্রকাশ ঘটলেও মৌলিক ক্ষেত্রে খারেজীদের সাথে তাদের সাদৃশ্য রয়েছে। তাই খারেজীদের সম্পর্কেই সর্ব প্রথম আলোচনা করছি।

পবিত্র কোরআনের পর ইসলামী জগতের সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব বোখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিম্নোক্ত শিরোনামে একটা অধ্যায় পেশ করেন بَابُ قِتَالِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِيْنَ অর্থাৎ খারেজী ও মুলহীদীনদের (বাতিল আক্বীদা পোষণকারী) হত্যা করার বিধান সম্বলিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যায়। অতঃপর তিনি উক্ত অধ্যায়ে একটি হাদিসে 'মওকুফ' (১) বর্ণনা করেন-

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارُ خَلْقِ اللّٰهِ وَقَالَ انْطَلَقُوْا اِلٰى اٰيَاتٍ نَزَلَتْ فِى الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ-

.অর্থাৎ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা খারেজীদেরকে আল্লাহর সৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করতেন। অতঃপর তিনি তার কারণ হিসেবে বলেন, নিশ্চয়ই তারা (খারেজীগণ) ঐ সব আয়াতের প্রতি মনোনিবেশ করেছে যেগুলো কাফিরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর ঐসব আয়াতকে ঈমানদারদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। (বোখারী শরীফ, পৃষ্ঠা ১০২৪)।

আলোচ্য হাদিসে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা খারেজীদের গোমরাহীর মূল কারণ হিসেবে যে বিষয়টিকে চিহ্নিত করেছেন তা কুফর, শিরক ও কবীরা গুনাহর মতো বাহ্যতঃ মনে না হলেও এটাই ভ্রষ্টতার মূল বিষয়। কারণ, এতে পবিত্র কোরআনের জঘন্যতম বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যারই শামীল। এটা এমন একটি জঘন্য বিষয় যা আজ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বাতিল ফিরকার মধ্যে পাওয়া গেছে এবং বর্তমানেও পরিলক্ষিত হয়। প্রায় প্রত্যেক বাতিল ফিরকা নিজেদের ভ্রান্তি প্রচারে পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফের কৃত্রিম আশ্রয় গ্রহণ করে এবং মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে গোমরাহ করে থাকে।

অতএব, হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারেজী সম্প্রদায় সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেগুলো মনযোগ সহকারে পড়ুন এবং সত্য সন্ধানে সচেষ্ট হোন।

একঃ হযরত সু'য়াঈদ ইবনে গাফাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যখন আমি তোমাদের নিকট রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোন হাদিস বর্ণনা করব-আল্লাহর শপথ তখন আমি তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেয়ে আসমান থেকে নিচে পড়ে যাওয়াকে অনেক বেশী পছন্দকরি। আর যখন আমার ও তোমাদের মধ্যকার কোন বিষয় বর্ণনা করব তখন কৌশল হিসেবে ইশারা ইঙ্গিতের আশ্রয় নিতে পারি। কারণ, যুদ্ধ এক ধরণের ধোকা স্বরূপ। আর নিশ্চয়ই আমি হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে শেষ যুগে এমন একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা

(১) যে হাদিসের বর্ণনা সূত্র সাহাবা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়, তাকে হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষায়- 'হাদিসে মওকুফ' বলে। এই ধরণের হাদিস বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য।

যুবক শ্রেণীভুক্ত হবে এবং বিবেকবুদ্ধি শূন্য হবে। তারা সবচেয়ে উত্তম কথা বলবে অর্থাৎ কোরআনের কথা বলবে। এ উক্তি তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনিভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকারী থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়। তোমরা যেখানেই তাদের সাক্ষাত পাও, তাদেরকে হত্যা কর। কারণ, যে ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করবে, তার জন্য নিশ্চয়ই কেয়ামত দিবসে বড় সওয়াব রয়েছে। (বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১০২৪)।

দুইঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটবে যাদের নামাযের তুলনায় তোমরা তোমাদের নামাযকে নগণ্য মনে করবে। অনুরূপভাবে তোমাদের রোযাকে তাদের রোযার তুলনায় এবং তোমাদের আমলকে তাদের আমলের মোকাবিলায় নগণ্য মনে করবে। তারা কোরআন পাঠ করবে, তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকার কৃত প্রাণী থেকে বেরিয়ে যায়। (বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা ৭৫৬)।

তিনঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য ও ফিরকা সৃষ্টি হবে। এমন এক সম্প্রদায় বের হবে যারা সুন্দর ও ভাল কথা বলবে। আর কাজ করবে মন্দ। তারা কোরআন পাঠ করবে- তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম থেকে এমনিভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকারী থেকে বেরিয়ে যায়। তারা দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না, অথচ তীর ফিরে আসা সম্ভব। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং যুদ্ধে তাদের দ্বারা শাহাদাত বরণ করবে। তারা মানুষকে আল্লাহর কিতাব (কোরআন)-এর প্রতি দাওয়াত দেবে, অথচ তারা আমার কোন আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে লড়বে সে অপরাপর উম্মতের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার অনেক নিকটতম হবে। সাহাবা কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাদের চিহ্ন কি? হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, অধিক মাথা মুণ্ডানো। (আবু দাউদ শরীফ, পৃষ্ঠা ৬৫৫ , মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৩০৮)।

চারঃ হযরত ওরাইক ইবনে শিহাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আশা পোষণ করছিলাম যেন আমার সাথে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা কেরামের কারো সাথে সাক্ষাৎ লাভ হয় যাতে আমি তাঁর

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিকট খারেজী সম্প্রদায় সম্পর্কে জানতে পারি। অতঃপর হযরত আবু বারদা আসলামী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে তাঁর সঙ্গীসহ ঈদের দিন আমার সাথে সাক্ষাৎ হলো। তখন আমি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আপনি হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খারেজীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আমি রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমার দু'কানে শুনেছি এবং তাঁকে আমার দু'চক্ষে দেখেছি। হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসা হলো। অতঃপর তিনি তা বন্টন করলেন। তাঁর ডানে-বামে উপবিষ্টদের দান করলেন এবং তাঁর পেছনে অবস্থানকারীদের কিছুই দিলেন না। তখন তাঁর পেছন থেকে একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি বন্টনের ক্ষেত্রে ন্যায় পরায়নতা অবলম্বন করেননি'। "ঐ ব্যক্তির মাথা মুণ্ডানো এবং তার পরনে এক জোড়া সাদা কাপড় ছিল।" এটা রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন "আল্লাহর শপথ! তোমরা আমার পর এমন কোন ব্যক্তি পাবে না যে আমার চেয়ে অধিক ন্যায় পরায়ণ হবে।" অতঃপর হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, "শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায় বের হবে এ ব্যক্তি যেন তাদের একজন। তারা কোরআন পাঠ করবে, তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকারী থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের চিহ্ন হলো-অধিক মাত্রায় মাথা মুণ্ডানো। এরা সর্বদা বের হতে থাকবে। আর তাদের সর্বশেষ দল বের হবে কানা দাজ্জালের সাথে। যখন তাদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন মনে করো এরাই সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। (নাসায়ী শরীফ, মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৩০৮ ও ৩০৯)।

পাঁচঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম তিনি গনিমতের মালপত্র বন্টন করছিলেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বনী তামীম গোত্রের যুল খোয়াইসারা নামক একব্যক্তি আসল। অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইনসাফ করুন। তখন হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ধ্বংস হোক তোমার। কে ইনসাফ করবে যদি আমি ইনসাফ না করি? তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হতে যদি আমি ইনসাফ না করতাম। তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, (হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার শিরশ্ছেদ করে ফেলব। অতঃপর হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই তার এমন অনেক অনুসারী আছে, তোমাদের মধ্যে অনেকে আপন নামাযকে তাদের নামাযের তুলনায় হীন মনে করবে, অনুরূপ নিজের রোযাকে তার রোযার তুলনায় সামান্য মনে করবে। তারা কোরআন তেলাওয়াত করবে আর তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন হতে এমনিভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকারী থেকে বেরিয়ে যায়। তীরের লোহা, পাট্টি ও পালক সমূহের দিকে দেখা গেলে তাতে কিছুই পাওয়া যাবে না। অথচ তীর ময়লা ও রক্ত অতিক্রম করে বেরিয়ে গেছে। (অর্থাৎ শিকারী প্রাণীর দেহভেদ করে এতো দ্রুত বেরিয়ে গেছে যে, ময়লা বা রক্ত তীরের গায়ে লাগার সময় হয়নি। অনুরূপ ভাবে এরাও দ্বীন হতে এমনিভাবে বেরিয়ে যাবে যে, দ্বীনের কোন আদর্শই তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে না)। তাদের নিদর্শন হলো (তাদের মধ্যে) একজন কালো ব্যক্তি, তার একটি বাহু মহিলাদের স্তনের মতো অথবা নরম মাংসের টুকরোর মতো ঝুলতে থাকবে। তারা (ঐ ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন ও অনুসারীগণ) মানুষের উত্তম দলের উপর আক্রমণ করবে। (অর্থাৎ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর অনুসারীর উপর)। হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আমি এ হাদিস হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঐ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসা হলো। তার মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলী দেখলাম। (বোখারী শরীফ)।

অপর বর্ণনায় আছে, গর্তচোখ, উঁচু কপাল, ঘনদাঁড়ি, মাংসপূর্ণ গাল, মাথা মুণ্ডানো একব্যক্তি এসে বলল, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহকে ভয় করো। তখন হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে আল্লাহর আনুগত্য করবে যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই। আল্লাহ তা'আলা আমাকে পৃথিবীবাসীর জন্য আমানতদার করে প্রেরণ করেছেন, আর তোমরা আমাকে আমীন মেনে নিতে পারছনা। তখন একজন সাহাবী হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করলে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বাধা দিলেন। আর যখন ঐ ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করল তখন হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি থেকেই এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা কোরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনিভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকারকৃত প্রাণী থেকে বেরিয়ে যায়। তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে, মূর্তি

pdf By Syed Mostafa Sakib

পূজারীদেরকে ছেড়ে দেবে। আমি যদি তাদেরকে পাই, তাহলে নিশ্চয়ই আ'দ গোত্রের মতো ধ্বংস করে দেব। (বোখারী শরীফ, মুসলীম শরীফ ও মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৫৩৪-৫৩৫)।

ছয়ঃ হযরত জাবের ইবনে আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিইররানা (মক্কা শরীফ ও তায়েফ এর মধ্যবর্তী) নামক স্থানে রূপার টুকরো ও গণিমতের মাল (যুদ্ধলব্ধমাল) বন্টন করছিলেন, তখন তিনি হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কোলে (মাথা মোবারক রেখে) অবস্থান করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি (যুল খোয়াইসারা তামীমী) বলল, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইনসাফ করুন। কারণ আপনি (বন্টনের ক্ষেত্রে) ইনসাফ করেননি। তখন হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। আমার পরে কে ইনসাফ করবে, যদি আমি ইনসাফ না করি? তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে অনুমতি দিন আমি এ মুনাফিকের শিরশ্ছেদ করে দিই। অতঃপর হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হত্যার অনুমতি না দিয়ে) বললেন, নিশ্চয়ই তার অনেক অনুসারী হবে যারা কোরআন করিম পড়বে যা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবেনা। তারা দ্বীন থেকে এমনিভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকারকৃত প্রাণী থেকে বেরিয়ে যায়। (ইবনে মাজা শরীফ, পৃষ্ঠা ১৬)।

সাতঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, খারেজীগণ জাহান্নামের কুকুরদল। (ইবনে মাজা শরীফ, পৃষ্ঠা ১৬)।

আটঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এমন এক দলের আবির্ভাব ঘটবে যারা কোরআন পড়বে আর তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। যখন এদের একদলের আত্মপ্রকাশ হবে, (একসময়) ধ্বংস হয়ে যাবে। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "যখন তাদের একদল বের হবে, ধ্বংস হয়ে যাবে, অবশেষে তাদের উপস্থিতিতেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে"। বিশবারের বেশী বলতে শুনেছি । (ইবনে মাজা শরীফ, পৃষ্ঠা ১৬)।

নয়ঃ হযরত জাবের ইবনে আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন থেকে

ফেরার পথে জিইররানা নামক স্থানে পৌছলে তাঁর নিকট একব্যক্তি আসল। ঐ সময় হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাপড়ে কিছু রূপা ছিল। আর রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের মুঠোতে করে লোকজনকে দান করছিলেন। তখন আগন্তুক ব্যক্তিটি বলল, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! 'ইনসাফ' করুন। তখন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, আমি যদি ইনসাফ না করি কে ইনসাফ করবে? আমি যদি ইনসাফ না করি তাহলে নিশ্চয়ই আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। অতঃপর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিককে হত্যা করব। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মা'আযাল্লাহ (আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি অর্থাৎ না)। কারণ, মানুষ বলবে-আমি আমার সঙ্গীদের হত্যা করেছি। নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি এবং তার অনুসারীগণ কোরআন তেলাওয়াত করবে, যা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনিভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন শিকারকৃত প্রাণী থেকে তীর বেরিয়ে যায়। (মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪০)।

দশঃ মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় রয়েছে, এ ব্যক্তির (যুল খোয়াইসারা তামীমী) অনুসারী এমন একদল বের হবে যারা সুন্দর কণ্ঠে (তাজবীদের নিয়মানুসারে) কোরআন তেলাওয়াত করবে। হযরত ওমারা ইবনে কা'কা' বলেন, আমি ধারণা করছি যে, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি আমি তাদেরকে (খারেজীদেরকে) পাই, তাহলে সামুদ গোত্রের মত হত্যা করব। (মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১)।

খারেজীদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

সিফ্ফীনের যুদ্ধের তীব্রতা দেখে সিরিয় সৈন্যগণ নিজেদের পরাজয়ের আশংকায় যুদ্ধ বন্ধের উদ্দেশ্যে হযরত আমর ইবনে আ'স-এর পরামর্শক্রমে জেনারেল আবুল আওয়ার সুলামী মাথার উপর অথবা তীরের মাথায় কোরআন নিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পক্ষের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন, আপনাদেরকে কোরআনের দিকে আহ্বান করছি। এতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পক্ষের সেনাপতি ওশতর নাহফী নিজ সৈন্যদের বললেন, এটা একটা প্রতারণা মাত্র এবং তিনি আরো প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন। কিন্তু, এর ফলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সৈন্যের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল। আশ্আছ ইবনে কায়স, মুসরির ইবনে ফদক, আবদুল্লাহ ইবনে কাওয়াসহ বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য বলল, "এটা কেমন করে হতে পারে যে, আমাদেরকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিতাবুল্লাহর দিকে আহ্বান করছে আর আমরা এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করব।" এছাড়াও তারা কোরআন করীমের আয়াত পেশ করলো,"হে রাসুল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের অংশ দেয়া হয়েছে। তারা পরস্পরের মধ্যে মীমাংসার জন্য আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করছে?"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এটা শুধুমাত্র ধোকাবাজী। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও। তখন উল্লেখিত ব্যক্তিগণ বলল, "আপনি যুদ্ধ বন্ধ করেন এবং ওশতরকে ডেকে পাঠান। অন্যথায় আপনার অবস্থাও তাই হবে যা ওসমানের হয়েছে।" তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"তোমাদের যা ইচ্ছা কর।" তারা ওশতরের অনিচ্ছা সত্বেও তাঁকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করল। অতঃপর উভয় পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করল।

সালিশ নির্দ্ধারণ

উভয়ের মধ্যে সমঝোতা ও মীমাংসা করার জন্য প্রস্তাব হলে, হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষ ঝানু রাজনীতিবিদ হযরত আমর ইবনে আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নাম পেশ করে এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পক্ষ হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম পেশ করে। হযরত আমর ইবনে আ'সের মোকাবেলায় হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মত সহজ-সরল ব্যক্তির নাম অযৌক্তিক দেখে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আপত্তি করেন এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তদস্থলে মালেক ওশতরের নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু, উল্লেখিত ব্যক্তিরা এ ক্ষেত্রে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর এর ফলও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিপক্ষে যায়।

যে সব ব্যক্তি কোরআনের আহবানের প্রেক্ষিতে যুদ্ধ বন্ধ করার চাপ সৃষ্টি করে এবং সালিশ নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নাম প্রস্তাব করে তারাই এ বলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পক্ষ ত্যাগ করে যে, "আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক মেনে নেয়া জায়েয নয়।" এদের সংখ্যা প্রায় বার হাজারের কাছাকাছি ছিল;-এরাই ইসলামের ইতিহাসে "খারেজী" নামে পরিচিত। এটিই ইসলামে প্রথম বাতিল ফিরকা।

অতঃপর তারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পক্ষ ত্যাগ করে এবং 'হারুরা' নামক কুফার এক স্থানে অবস্থান করে। এ কারণে হাদিস শরীফে খারেজীদের হারুরীয়াও বলা হয়েছে।

খারেজীদের সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত উক্তিসমূহ

০১. এমন এক সম্প্রদায় বের হবে তারা সত্য কথা বলবে যা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। (তাবায়ী)।
০২. এরা সুন্দর ও ভাল কথা বলবে এবং খারাপ কাজ করবে। (তাবরানী শরীফ)।
০৩. তাদের ঈমান কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। (বোখারী শরীফ)।
০৪. তারা অধিক এবাদত করবে। (তাবায়ী)।
০৫. তোমাদের কেরাত তাদের (খারেজীদের) কেরাতের তুলনায় কিছুই নয়। (মুসলিম শরীফ)।
০৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খারেজীদের সাথে তার মোনাজারার বর্ণনা প্রসংগে বলেন, আমি তাদের নিকট আসলাম, অতঃপর একদলের নিকট প্রবেশ করলাম। এদের চেয়ে এবাদতে অধিক সচেষ্ট আমি কাউকে দেখিনি। তাদের হাতগুলো উটের হাঁটুর মত শক্ত এবং তাঁদের চেহারায় সেজদার চিহ্ন ছিল। (তাবরানী শরীফ)।
০৭. তারা সৃষ্টির সর্বোত্তম কথা বলবে। অর্থাৎ কোরআনের কথা বলবে। (বোখারী শরীফ)।
০৮. তারা মানুষকে কিতাবুল্লাহর প্রতি দাওয়াত বা আহ্বান করবে। অথচ এরা কোন দিক দিয়ে আমার সাথে সম্পর্কিত নয়। (মিশকাত শরীফ)।
০৯. তারা ঘন ঘন মাথা মুণ্ডাবে । (মিশকাত শরীফ)।
১০. তারা সর্বদা কোরআন তেলাওয়াত করবে। (ফতহুল বারী পঞ্চদশ খণ্ড , পৃষ্ঠা ৩২২, মুসলিম শরীফ)।
১১. তারা উত্তমরূপে কোরআন তেলাওয়াত করবে। (ফতহুল বারী পঞ্চদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২২)।
১২. তারা সুন্দর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করবে। (ফতহুল বারী)।
১৩. তারা সৃষ্টির সর্ব নিকৃষ্ট -(বোখারী শরীফ) তাদের বিরুদ্ধে আমার উম্মতের উত্তম ব্যক্তিগণ লড়বে। (মসনদে বয্যার)।
১৪. খারেজীগণ জাহান্নামের কুকুর সমতুল্য। (ইবনে মাজা শরীফ)।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রশংসিত উদ্যোগ

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে খারেজীদের নিকট পাঠালেন। অতঃপর তিনি তাদের সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ফলে এদের অনেকেই হযরত ইবনে আব্বাসের সাথে চলে আসল। অতঃপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এদের নিকট

pdf By Syed Mostafa Sakib

গেলে তারা তাঁর আনুগত্য মেনে নেয় এবং তাদের শীর্ষ স্থানীয় দুই নেতা আবদুল্লাহ ইবনে কাওয়া আল ইয়াশকুরী ও শাবাছ আত্‌তামীমীকে নিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে কুফায় প্রবেশ করে। তৎপর তারা অপপ্রচার চালায় যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুকুমত থেকে তওবা করেছেন। এ কারণে তারা তাঁর নিকট ফিরে এসেছে।

একথা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জানতে পেরে তিনি কুফার জামে মসজিদে এ অভিযোগকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করে ভাষণ প্রদান করেন। তখন তারা মসজিদের চারপার্শ্বে শ্লোগান দিচ্ছিলো "লা হুকমু ইল্লাল্লাহ" (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন হাকেম বা মীমাংসাকারী নাই)। এ ধ্বনি শুনে খারেজীদের উদ্দেশ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তিন দফা আচরণ বিধির ঘোষণা করেন। (১) তোমাদেরকে মসজিদে প্রবেশে বাধা দেয়া হবে না, (২) তোমাদের খাদ্য বন্ধ করা হবে না এবং (৩) তোমরা যদি ফাসাদ সৃষ্টি না কর তা'হলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না। (ফতহুল বারী শরহে বোখারী পঞ্চদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১১)।

খারেজীদের কুফা ত্যাগ

খারেজীরা যখন কুফা ত্যাগ করে মাদায়েনে গিয়ে সমবেত হলো, তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে হেদায়ত করার উদ্দেশ্যে হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী ও হযরত কায়স ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে পাঠালেন কিন্তু এ উদ্যোগ ফলপ্রসু হলো না; বরং তারা জেদ ধরল এবং সালিশ নিয়োগের কারণে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কাফের ঘোষণা দেয় এবং তাঁকে তাওবার আহ্বান জানায়। অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পুনরায় দূত পাঠালে তারা দূতকেও হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

খারেজীদের প্রথম ভ্রান্ত আক্বীদা

"যে ব্যক্তি তাদের আক্বীদা পোষণ করবে না সে কাফের। তার জানমাল এবং পরিবার-পরিজন তাদের জন্য হালাল।" অতঃপর তারা এ ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচার করতে লাগলো এবং ঐসব মুসলমানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করলো যারা তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব ইবনে আরত, যিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পক্ষে ঐ এলাকার গভর্ণর ছিলেন, তাদের পাশ অতিক্রম করায় ও হযরত ওসমান এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার প্রশংসা করার কারণে হত্যা করে এবং তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর পেট কেটে ফেলে। এ ঘটনা তদন্তের জন্য হারেস ইবনে মুররাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে পাঠালে তারা তাঁকেও শহীদ করে ফেলে।

তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উভয় পক্ষের মনোনীত সালিশ- হযরত আবু মুসা আশয়ারী ও হযরত আমর ইবনে আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার মীমাংসা প্রস্তাবনা যথার্থ অর্থাৎ কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক না হওয়াতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উক্ত ফয়সালা মানতে অস্বীকৃতি জানান এবং পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতির লক্ষ্যে কুফার জামে মসজিদে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন এবং পুনরায় সিরিয়া আক্রমণের প্রস্তুতির নির্দেশ দেন।

এমতাবস্থায় খারেজীদের অশুভ তৎপরতা এবং হত্যাযজ্ঞ দেখে বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সিরিয়া আক্রমণ মূলতবী করে খারেজীদের মূলোৎপাটনের উপর জোর দেয়। খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সকল সাহাবা কেরামদের নিকট পছন্দনীয় ছিল। কারণ, হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ফিতনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে তাগিদ দিয়ে এরশাদ করেছিলেন, "ঐ ব্যক্তির জন্য শুভ সংবাদ, যে খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করে আর যুদ্ধ করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করে" (মিশকাত শরীফ)। অপর হাদিসে এরশাদ করেন, তাদেরকে হত্যা কর। কেননা, তাদের হত্যা করাতে মুজাহিদের জন্য কেয়ামত দিবসে বড় সওয়াব রয়েছে। (বোখারী শরীফ)।

খারেজীদের বিরুদ্ধে নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধ

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাহাবা কেরামের পরামর্শক্রমে খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি সৈন্য বাহিনী নিয়ে নাহরাওয়ান পৌছেন। প্রথমে তিনি নসিহত এবং হুমকির মাধ্যমে যুদ্ধের কাজ শুরু করেন। তিনি প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে ঘোষণা দিলেন, "যে ব্যক্তি কুফা চলে যাবে, সে নিরাপদ"।

এ ঘোষণা তীরের মত কাজ করলো। ফলে পাঁচ'শ জনের মত খারেজী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দলে প্রবেশ করলো; আর কিছু সংখ্যক কুফা গমন করলো। তখন খারেজীদের সংখ্যা দাঁড়ালো চার হাজারে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সৈন্য বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। এ যুদ্ধে যদিও তাদের শক্তি হ্রাস পেয়েছে; কিন্তু তারপরও তারা বিভিন্ন স্থানে ফেতনা-ফাসাদে লিপ্ত ছিল। তারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেয়নি। অবশেষে তাদেরই একজন আবদুর রহমান ইবনে মলজুম বা বলজম ফজরের নামাযরত অবস্থায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শহীদ করল। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া-ইন্না-ইলাইহে রাজেউন)। (তারিখে ইসলাম কৃতঃ মুফতি আমীমুল ইহসান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

খারেজীদের ভ্রান্ত আক্বীদার সম্প্রসারণ

হযরত আমীরে মুয়াবীয়া, ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ এবং ইয়াযিদের নানা আক্রমণের কারণে খারেজীরা কিছুদিন গোপনভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। অতঃপর মারওয়ানের সময়কালে খারেজীগণ ইরাকে নাফে ইবনে আযরাক এবং ইয়ামামায় নাজদা ইবনে আমেরের নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করে। আর নজদী -খারেজী মতবাদে নিম্ন বর্ণিত ভ্রান্ত আক্বীদাগুলো সংযোজন করে-

(০১) যে মুসলমানদের (অর্থাৎ যারা খারেজী নয়) বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হবে না সে কাফের। যদিও সে অপরাপর খারেজী আক্বীদাসমূহ পোষণ করে।

(০২) বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে শরীয়ত মোতাবেক পাথর নিক্ষেপের বিধানের রহিতকরণ।

(০৩) চোরের হাত বগল পর্যন্ত কর্তন।

(০৪) ঋতুস্রাব চলাকালীন মেয়েদের উপর নামায ফরয।

(০৫) শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ পরিহার করবে সে কাফের। আর যদি সামর্থ না থাকে তা'হলে সে কবীরা গুণাহ করল।

(০৬) কবীরা গুণাহকারী কাফের।

(০৭) যে ব্যক্তি ছগিরা গুণাহ করবে তাকে আগুন ছাড়া অন্যসব শাস্তি দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি সর্বদা ছগিরা গুণাহ করবে সে কবীরা গুণাহকারীর মত এবং সর্বদা জাহান্নামে থাকবে।

(০৮) খারেজীদের অনেকে নামায পাঁচ ওয়াক্ত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং বলে বেড়ায়-নামাজ দুই ওয়াক্ত ফরয, (১) ফজর ও (২) এশা।

(০৯) কেউ কেউ আবার ছেলে-মেয়ে, নাতনী, ভাতিজী ও ভাগিনী বিয়ে করাকে জায়েজ মনে করে।

(১০) সুরা ইউসুফ কোরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(১১) যে ব্যক্তি শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলল সে আল্লাহর নিকট মু'মিন হিসেবে পরিগণিত। যদিও আন্তরিকভাবে কুফরী আক্বীদা পোষণ করে। (ফতহুল বারী শরহে বোখারী, পঞ্চদশ খণ্ড পৃষ্ঠা ৩১২)।

খারেজীদের প্রকারভেদ

ক্বাযী আবু বকর ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, খারেজীগণ দুই ভাগে বিভক্ত-(১) একদল বিশ্বাস করে যে, হযরত ওসমান, হযরত আলী, আমীরে মুয়াবিয়া, আমর ইবনে আ'স এবং 'জমল' ও 'সিফ্‌ফিনের' যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণ ও সালিশ নির্ধারণে সম্মতি প্রদানকারী সকলেই কাফের, (২)

অপরদল বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক কবীরা গুণাহকারী চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

আবুল মানছুর বাগদাদীর মতে খারেজীগণ বিশ ভাগে বিভক্ত। (ফতহুল বারী)।

খারেজীদের কুফরী সম্পর্কে ইমামদের অভিমত

হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, "তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকারকৃত প্রাণী থেকে বেরিয়ে যায়।" এবং এদের হত্যার পেছনে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়াব ঘোষণা দ্বারা মুজতাহিদ ইমামগণ এদেরকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, কাযী আবু বকর ইবনে আরবী, ইমাম তক্বীউদ্দিন ছুবকী, ইমাম ক্বোরতাবী ও আল্লামা কাজী আয়ায প্রমুখ প্রখ্যাত ইমামগণ উল্লেখিত হাদিস সমূহের আলোকে খারেজীদেরকে কাফির বলে ফতোয়া দিয়েছেন। যদিও তারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি ইসলামী বিধি-বিধান পালন করে।

খারেজীদের কুফরীর পেছনে আর একটি সূত্র হলো হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কুফরীর অপবাদ দেবে, কুফরী তার প্রতিই প্রত্যাবর্তন করবে। (মুসলিম শরীফ)। একথা প্রমাণিত সত্য যে, খারেজীগণ সাহাবা কেরামের এক জামা'আতকে কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছিল (নাউযুবিল্লাহ)। যার মধ্যে হযরত আলী এবং হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার নাম উল্লেখযোগ্য। (ফতহুল বারী শরহে বোখারী, পঞ্চদশ খণ্ড পৃষ্ঠা ৩২৯, ৩৩০)। সুতরাং আলোচ্য হাদিসের আলোকেও খারেজীগণ কাফির সাব্যস্ত হয়।

খারেজী

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে 'খারেজী' নামে কোন বাতিল ফিরকার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া না গেলেও এদের আদর্শবাহী সম্প্রদায়ের তো অভাব নেই। ইসলামের ইতিহাসে খারেজী হলো প্রথম বাতিল ফিরকা। আর পরবর্তীতে আবির্ভূত বাতিল দলগুলো মূলত; ঐ প্রথম দলেরই উত্তরসুরী। পুরোপুরিভাবে খারেজীদের আক্বীদাসমূহ পরবর্তী ভ্রান্ত দলগুলোর মধ্যে পাওয়া না গেলেও অধিকাংশের সাথে আংশিক মিল রয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশে ওহাবীদেরকে 'খারেজী' নামেও অভিহিত করা হয়। কারণ, খারেজীদের সম্পর্কে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সব ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এগুলোর বেশ কিছু আজকের ওহাবীদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। অনুরূপ ভাবে মওদুদী মতাবলম্বীদের মধ্যেও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

খারেজী, ওহাবী, তাবলিগী ও মওদুদী মতাবলম্বী

কোন কোন বিষয়ে খারেজীদের সাথে ওহাবী মওদুদী মতাবলম্বীদের মিল রয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তারা সত্য কথা বলবে যা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না।" অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, "এরা সুন্দর কথা বলবে এবং খারাপ কাজ করবে।"

একথা প্রমাণিত সত্য যে, মিথ্যা, অপকর্ম ও খারাপ চরিত্রকে মাধ্যম করে কখনো কাউকে গোমরাহ করা যাবে না। কারণ, এদের বাহ্যিক চাল-চলন দেখেই মানুষ তাদেরকে চিনে নেয় এবং তাদের থেকে সর্তক হয়ে যায়। সুতরাং কোন মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করতে হলে ইসলামকেই হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে দেখা যায়। নিজেদের ভ্রান্তিকে গোপন রেখে সরলপ্রাণ মুসলমানকে সুন্দর সুন্দর কথা বলে মোহিত করবে। অতঃপর তাদেরকে আপন করে নিয়ে নিজেদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে ঈমান হারা করবে।

আজকের ঐসব বাতিল ফিরকার কথা-বার্তা কতো সুন্দর। মানুষকে কোরআনের কথা বলছে! নামাযের আহ্বান জানাচ্ছে! সুন্নাতের প্রতি উৎসাহিত করছে। কিন্তু এদের কর্মের দিকে তাকালে এমন জঘন্যতম দিকটিও পাওয়া যায়, যা কোন কাফির কিংবা মুশরিকদের জন্য শোভা পায়না বরং এর চেয়েও জঘন্য। দলীয় স্বার্থের জন্য জামাত-শিবির চক্রের মুসলিম হত্যা নীতি। এদের কর্ম-কাণ্ড থেকে প্রমাণ হয়, তাদের তথাকথিত ইসলামী আন্দোলনে যারা বাধা সৃষ্টি করবে তাদেরকে যেন হত্যা করা বৈধ বরং সাওয়াবের কাজ। এ কারণেই তারা প্রতিপক্ষ মুসলমানকেও হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী অসংখ্য সুন্নী ওলামাকে হত্যা করিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমান এদের বাহ্যিক বেশ-ভূষা ও বক্তব্য শুনেই এদের পেছনে নাজাতের পথ খুঁজে। অপরদিকে সুন্নী ওলামা কেরাম এদের মৌলিক নীতিমালা ও ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ সাধারণ মুসলমানদের সামনে তুলে ধরে বক্তব্য রাখতে দেখলে এক শ্রেণীর মানুষ এ বলে মন্তব্য করে যে, দেখুন-"যারা কোরআনের কথা বলছে, নামাযের দিকে আহ্বান করছে ও ভাল কথা বলছে তাদেরকে সুন্নী আলেমগণ ওহাবী, তাবলিগী, জামাত-শিবির বলে আখ্যায়িত করছেন।" এদের ভেবে দেখা উচিত, আলোচ্য খারেজী সম্প্রদায়ের ভাল কথা, কোরআনের দিকে আহ্বান, নামায, রোযা ইত্যাদি ইসলামী আচার-আচরণ সত্বেও স্বয়ং রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন তাদের সম্পর্কে ঐ মন্তব্য করেছেন। এর একটি মাত্র কারণ ছিল, তারা ইসলামের মৌলিক আক্বীদা থেকে সরে পড়ে নিজেদের মনগড়া আক্বীদাকে ইসলামের নামে চালাতে চেয়েছিল। প্রথমে আক্বীদা দেখতে হবে, অতঃপর আমল। কিন্তু আজকের সাধারণ মুসলমান আমল দেখেই ভাল-মন্দ মন্তব্য করে চলছে। আক্বীদার কোন খোঁজই নিচ্ছে না।

অন্যত্র হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারেজীদের সম্পর্কে বলেছেন, "ঈমান ও তাদের তেলাওয়াত কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না।"এর ব্যাখ্যায় মুহাদ্দেসীন কেরাম বলেছেন, এদের ঈমান ও কোরআন তেলাওয়াত শুধু মৌখিক এবং প্রতারণা স্বরূপ। এগুলো তাদের আন্তরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। কারণ, যারা আন্তরিকভাবে ঈমান গ্রহণ করবে এবং কোরআন তেলাওয়াত সহ অপরাপর পূণ্য কাজ করবে তাদের পক্ষে কোনদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা কেরাম সম্পর্কে জঘন্য মন্তব্য করা অসম্ভব। তাদের ঈমানী চেতনা বাধা দেবে। কেননা, ঈমান, ইসলাম, কোরআন ইত্যাদি তো তাঁদের মাধ্যমেই এসেছে। দেখতে হবে এখানেও খারেজীদের সাথে কাদের মিল পাওয়া যায়। মওদুদী বলেছেন, "সাহাবা কেরাম সত্যের মাপকাঠি নয়" সুতরাং তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বেও নয়। তাই তিনি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে জালিম বলতেও দ্বিধাবোধ করেননি। (খেলাফত ও মুলুকিয়াত কৃতঃ মওদুদী)।

হযরত ওসমান গণি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মত খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম একজনকে "খেলাফতের ন্যূনতম যোগ্যতার অধিকারীও ছিলেন না" বলে মন্তব্য করেছেন। অনুরূপভাবে ওহাবীগণও সাহাবা কেরামের মহান শানকে খাট করার অপচেষ্টা চালিয়ে বলেছে, "এ উম্মতের কোন কোন বুযর্গ কোন কোন সাহাবা থেকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।" (সিরাতে মুস্তাকিম, কৃতঃ মৌঃ ইসমাইল দেহলভী)।

সাহাবা কেরাম যাঁদের উপর আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, যাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে; সে ক্ষেত্রে কোন কোন বুযর্গকে সাহাবা কেরাম থেকে শ্রেষ্ঠ বলা তাঁদের প্রতি কতো বড় অবমাননা! কারো অবমাননা করা তার প্রতি হিংসারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং, এটা সাহাবা কেরামের প্রতিহিংসারই বহিঃপ্রকাশ; আর এদের প্রতিহিংসা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হিংসারই নামান্তর। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে তাদেরকে (সাহাবা কেরাম) হিংসা করবে, আমার প্রতি হিংসার কারণেই করবে"। (মিশকাত শরীফ)।

অতএব, সাহাবা কেরামের সমালোচনা ও তাঁদের প্রতি হিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো পরোক্ষভাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমালোচনা ও হিংসারই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমালোচক বা বিদ্বেষী সাব্যস্ত হবে তার পক্ষে ঈমানের কথা ও কোরআনের তেলাওয়াত, তাফসীর ইত্যাদি ধোকাবাজি ছাড়া আর কি-ই বা হবে। যেহেতু রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারেজীদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাই তিনি এরশাদ করেছেন, 'এদের ঈমান ও তেলাওয়াত তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না'। আজকের ওহাবী-মওদুদীদের ঈমানী শ্লোগান ও কোরআনের আলোচনাকে সুন্নী ওলামা কেরাম তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার কারণে ধোকাবাজী বা প্রতারণা বলে সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলে এক শ্রেণীর মানুষ বলে, সুন্নী আলেমগণ কি এদের মনের খবর জানে? এটা তো গায়েবের বিষয়। এখানে জিজ্ঞাসা, আচ্ছা! হয়তো এটা সুন্নী আলেমদের বেলায় বলছে কিন্তু রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলায় কি বলবে, যিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিলেন, "এদের ঈমান ও তেলাওয়াত কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না"? এখানে যদি রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণাকে অমূলক বলে তাহলে নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থ বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বর্ণিত হাদিসকে অস্বীকার করা হবে। অপরদিকে যদি উক্ত ঘোষণাকে যথার্থ এবং সত্য বলে স্বীকার করে তাহলে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের "এল্‌মে গায়েব" যা অদৃশ্য জ্ঞানকে স্বীকৃতি দেয়া হলো-যা ওহাবীদের মতে শিরক।(বারাহীনে ক্বাতেয়া, কৃতঃ মৌং খলীল আহমদ আম্বিটবী)।

মওদুদীর মতেও "রাসুল অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নন"।(লণ্ডনের ভাষণ)।

উপরোক্ত হাদিসে খারেজীদের ঈমান এর আলোচনা ও কোরআন তেলাওয়াতকে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার কারণে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিতান্ত মৌখিক; আন্তরিক নয় বলে বর্ণনা দিয়েছেন। আর আজকাল একশ্রেণীর মানুষ ওহাবী-মওদুদী মতাবলম্বীদের ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহের প্রতি চোখবন্ধ করে শুধু এদের ঈমানের শ্লোগান ও কোরআনের আলোচনাকে ইসলাম দরদী ও আসল মুসলমান হবার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এখানে হক্ব ও বাতিল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নবী আর উম্মতের মধ্যে কতো ব্যবধান হয়ে গেল! এমতাবস্থায় 'সিরাতে মুস্তাকীম' খুঁজে পাওয়া বড় কষ্টসাধ্যই হবে।

অন্যত্র হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারেজীদের নিদর্শন বর্ণনা করে বলেছেন- "এরা সুন্দর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করবে"। (ফতহুল বারী শরহে বোখারী, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২২)।

আলোচ্য নিদর্শনটির ক্ষেত্রেও খারেজীদের সাথে আজকের ওহাবী-মওদুদী মতাবলম্বীদের বহুলাংশে সাদৃশ্য বিদ্যমান। এটিই আজকে সাধারণ মানুষকে পথ ভ্রষ্ট করার পেছনে মৌলিকভাবে কাজ করছে। কারণ, মানুষ মধুর কণ্ঠের প্রতি আকৃষ্ট। তাই আজকে তারা, নিজেদের ভ্রান্তির বেড়াজালে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে আটকানোর জন্য মধুর কণ্ঠকেই হাতিয়ার করেছে। 'তাফসীরুল

কোরআন' নামে নিজেদের দলীয় ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে কোরআন হাদিসের মৌলিক জ্ঞানশূন্য এক কণ্ঠ সর্বস্ব ব্যক্তিকে তথাকথিত 'আন্তর্জাতিক মুফাচ্ছেরে কোরআন' উপাধিতে ভূষিত করেছে। যার কণ্ঠে কোরআনের আলোচনা শুনার জন্য মানুষের ভিড় জমে। এটাকেই অনেকে এদের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। অথচ তাদের কি আদৌ জানা নেই, "সুমধুর কণ্ঠ কখনো সত্যতার প্রমাণ হতে পারে না।" তারা কি জানেনা যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াতকারী একটি দলকে বেদ্বীন বলেও ঘোষণা দিয়েছেন?

সুতরাং শুধুমাত্র সুললিত কণ্ঠের কারণে কাউকে বুযর্গ, ইসলামী চিন্তাবিদ, আল্লাহর প্রিয় ও আসল মুসলমান ইত্যাদি নির্ণয় করা মারাত্মক ভুল হবে। বরঞ্চ সর্বাগ্রে দেখতে হবে তার আক্বীদাকে।

জটিলতার নিরসন

প্রশ্ন ঃ কলেমা পড়া, ঈমানের প্রকাশ, কোরআন এর তেলাওয়াত ও আলোচনা, সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াতে কোরআন, কপালে সেজদার চিহ্ন, অধিক এবাদত, নম্রতাসহকারে নামায রোযা ইত্যাদি যদি বাতিলের নিদর্শন হয় তাহলে হক্বের প্রমাণ কি?

এর যথার্থ ও সঠিক উত্তর হল, কোন ব্যক্তি বা দলের সত্যতা ও নিতান্ত ইসলামী হবার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এগুলোকে মাপকাঠি হিসেবে দাঁড় করা যাবে না; বরঞ্চ প্রথমে যাঁচাই করতে হবে তার মৌলিক আক্বীদা ও বিশ্বাসকে। তারপর অপরাপর বিষয়াবলি দেখেই তার সমর্থন করতে হবে। কিন্তু, বর্তমানে এর সম্পূর্ণ বিপরীতই পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মুসলমান শুধুমাত্র উল্লেখিত বিষয়গুলোকে পরিপূর্ণ ইসলামী হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য মাপকাঠি দাঁড় করছে। ফলে প্রতিনিয়ত সাধারণ মুসলমান বাতিলের শিকার হয়ে জাহান্নামের দিকে পা বাড়াচ্ছে।

কিন্তু মুসলমানদের একটি শ্রেণী কারো ইসলামী বুলিতে সহজে বিশ্বাস করে না; বরং যাঁচাই করে এদের ঈমান-আক্বীদাকে, পর্যবেক্ষণ করে তাদের বক্তব্যকে, খুঁতে দেখে এদের মূল কোথায়, পাঠ-পর্যালোচনা করে এদের সমুদয় লিখনী। এভাবে আরো অনেক কিছু যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ অথবা বর্জন করেন। তাঁরাই হলেন-সুন্নী মুসলমান। যদি কেউ বলে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচ্য বাণীগুলো শুধু খারেজীদের উদ্দেশ্যে, যারা ঐ যুগে ফিতনা-ফাসাদ করেছে। এদের সাথে আজকের কাউকে তুলনা করা নীতিসিদ্ধ হবে না। তার উত্তরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণাকে পেশ করা যায়; যা তিনি খারেজীদের আলোচনাকালে বলেছে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এভাবে (মুসলিম সমাজে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রূপে) তারা বের হতে থাকবে। অবশেষে, তাদের শেষ দলটি দাজ্জালের সাথে বের হবে।

খারেজীদের পরবর্তীতে যতো বাতিল দলের আবির্ভাব হয়েছে তারা সবাই খারেজীদের উত্তরসুরী। সুতরাং, আজকের ওহাবীদেরকে খারেজী নামে অভিহিত করা অত্যুক্তি হবে না। আর ব্যাপক অর্থে তাবলিগী, মওদুদী, কাদিয়ানী সবাইকেও 'খারেজী' বলা যেতে পারে। কারণ, এরা সবাই রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা কেরাম, তাবেয়ীন, তবই তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন ও আউলিয়া কেরামের দল "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত" হতে খারেজ বা বহির্ভূত। যদিও বা এরা নিজেদেরকে মৌখিকভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত দাবী করে। খারেজীদের ঈমান ও কোরআন তেলাওয়াতের মত নিতান্ত মৌখিক, আন্তরিক নয়।

শিয়া ফিরকা

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তোমার দৃষ্টান্ত কিছুটা ঈসা আলাইহিস সালামের মত। ইয়াহুদীগণ তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করত। তাঁর মা (হযরত মরিয়ম আলাইহাস সালাম) এর প্রতি অপবাদ দিয়েছে। আর নাসারাগণ তাকে অধিক ভালবেসে তাকে ঐ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলো, যা তার জন্য শোভনীয় নয়। অর্থাৎ (তাঁকে ইবনুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র পুত্র বলে আক্বীদা পোষণ করে)। অতঃপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমাকে কেন্দ্র করে দু'ব্যক্তি (অর্থাৎ দু'ধরণের মানুষ ধ্বংস হবে) প্রথমতঃ আমাকে সীমাতিরিক্ত মুহাব্বতকারী, যে আমার এমন প্রশংসা করবে যা আমার মধ্যে বিদ্যমান নেই। দ্বিতীয়তঃ আমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারী; এটা তাকে আমার প্রতি অপবাদ দিতে উৎসাহিত করবে। (মাসনাদে আহমদ)।

আলোচ্য হাদিসে হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে সীমাতিরিক্ত মুহাব্বতকারী বলতে শিয়াদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণকারী বলতে খারেজীদেরকে বুঝানো হয়েছে। উভয় দল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কেন্দ্র করে চরম লাগামহীনতার পরিচয় দিয়েছে। একমাত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মর্যাদার যথাযথ সংরক্ষণ করেছে।

জাহ্‌মীয়া ফিরকা

এ ভ্রান্তদলটির প্রতিষ্ঠাতা হলো জাহাম ইবনে সাফওয়ান। তার নামানুসারে এ ফিরকার নামকরণ করা হয়েছে জাহ্‌মিয়া ফিরকা। এদের খণ্ডনে জগত বরেণ্য মুহাদ্দেসীন কেরাম হাদিস গ্রন্থে পৃথক পৃথক অধ্যায় নির্ণয় করেছেন। ইমাম

বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার সহীহ বোখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডে- "কিতাবুর্‌রদ্দ আলাল জাহ্‌মীয়া" শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেছেন। অনুরূপভাবে, ইমাম ইবনে মাজা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর "সুনানে ইবনে মাজায়" "বাবুন্ ফী মা আন্‌কারাতিল জাহ্‌মীয়া" শিরোনামে পৃথক অধ্যায় পেশ করেছেন। সালাম ইবনে আহওয়ায আলমাযানী জাহাম ইবনে সাফওয়ানকে তার একশ ত্রিশ জন অনুসারীসহ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে উমাইয়া শাসনামলে মরক্কোতে হত্যা করে।

এ দলটি আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন গুণাবলীকে অস্বীকার করার বেলায় মোতাযেলা ফিরকার সাথে একমত। এছাড়াও তাদের আরো কিছু ভ্রান্ত আক্বীদা রয়েছে।

একঃ সৃষ্টিকে গুণান্বিত করা হয় এমন কোন গুণে আল্লাহ তা'আলাকে গুণান্বিত করা যাবে না। যেমন- আলেম (জ্ঞানী), "হাই" (জিবীত) ইত্যাদি।

দুইঃ মানুষের কোন ইচ্ছা ও স্বাধীনতা নেই; মানুষ অনেকটা পাথরের মত।

তিনঃ জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীগণ প্রবেশ করার পর সেগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।

এধরণের আরো বহু ভ্রান্তআক্বীদা রয়েছে এ দলের। এদলটি মূলতঃ জাবরীয়া ফিরকারই অর্ন্তভূক্ত। (কিতাবুল মিলাল ওয়ান্‌নাহাল ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৯-১১১)।

ক্বদরিয়া ফিরকা

প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, সর্ব প্রথম 'তাক্বদীর' এর বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি আপত্তি উত্থাপন করে সে হলো-মা'বাদ আলজুহানী। অতঃপর আমি আর হুমাইদ ইবনে আবদির রহমান আল হিম্‌য়ারী হজ্ব অথবা ওমরাহ্'র নিয়তে (মক্কা শরীফ) রওয়ানা হলাম। আমরা পরস্পরের মধ্যে বললাম, যদি হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর সাক্ষাত পাই তাহলে (তাক্বদীর অস্বীকারকারীগণ) তাক্বদীর সম্পর্কে যা বলছে তাদেরকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। অতঃপর মসজিদে হারামে প্রবেশ করলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সাক্ষাৎ হলো। তখন আমি আর আমার সঙ্গী তাঁর উভয় পার্শ্বে অবস্থান নিলাম। আমাদের একজন তাঁর ডানে অপর জন বামে। অতঃপর আমি ধারণা করলাম যে, আমার সঙ্গী নিজে চুপ থাকবে এবং আমাকে কথা বলার সুযোগ দেবে। তখন আমি বললাম, "হে আবু আবদির রহমান! (হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার কুনিয়াত বা উপনাম) ইদানিং আমাদের নিকট এমন কিছু মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যারা কোরআন পড়ে এবং গভীরভাবে কোরআন পাকে (তাদের ভ্রান্তমতবাদ) খুঁজে। তারা ধারণা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে যে, 'তাক্বদীর' বলতে কিছু নেই (অর্থাৎ কোন বিষয় আল্লাহ তা'আলা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জানে না) বরং সব কিছু ঘটার পর আল্লাহ জানেন। তখন হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি যখন তাদের সাথে সাক্ষাত করবে তখন তাদেরকে বলবে যে, নিশ্চয়ই আমি তাদের থেকে পৃথক আর নিশ্চয়ই তারা আমার থেকে পৃথক। ঐ পবিত্র সত্তার শপথ যার নামে (আমি) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর শপথ করছি, নিশ্চয়ই তাদের কারো যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, অতঃপর আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে কবুল করবেন না যতক্ষণ না 'তাক্বদীর'-এর উপর ঈমান আনবে। (মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৭)।

যায়েদ ইবনে লাইস ইবনে সাওদ ইবনে মুসলেম-প্রকাশ 'মা'বাদ আলজুহানী' প্রথম দিকে প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বৈঠকে বসত। পরবর্তীতে সে সপ্ত ঈমানের অন্যতম বিষয় 'তাক্বদীর' (অর্থাৎ ভাল-মন্দ সবকিছু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। সব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ঘটার পূর্বে অবগত) সম্পর্কে নানা ধরণের মনগড়া আপত্তি তুলে এবং মুসলমানদের মধ্যে এ ভ্রান্ত মতবাদ বিস্তার করতে শুরু করে যে, তাক্বদীর বলতে কিছুই নেই। কোন বিষয় ঘটার পূর্বে আল্লাহ জানেন না। ঘটার পরই আল্লাহ জানেন। এটা মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি জঘন্য মিথ্যাচার। তাক্বদীর অস্বীকার করার কারণে এ ভ্রান্ত দলটি 'ক্বদরীয়া' ফিরকা নামে পরিচিত। তাদের ভ্রান্ত মতবাদ হলো 'খায়র' অর্থাৎ 'ভাল'-এর স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা এবং মন্দের স্রষ্টা আল্লাহ নন। পক্ষান্তরে এটা দুই স্রষ্টা মানার অপকৌশল মাত্র। এরা অগ্নিপূজকদের মত ভালমন্দের দু'স্রষ্টা যথাক্রমে "ইয়াযদান ও আহারামান" বলে ভ্রান্ত মতবাদ পোষণ করে বিধায় হাদিস শরীফে তাদেরকে 'মুসলিম উম্মাহর অগ্নিপূজক' বলা হয়েছে। (নওয়াবী শরহে মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭)।

ক্বদরীয়া ফিরকা সম্পর্কে পবিত্র হাদিসে হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

একঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের দু'টি দল। ইসলামে তাদের কোন অংশ নেই। এর একটি হলো 'মুরজিয়া' অপরটি হলো 'ক্বদরীয়া'।" (তিরমিযী শরীফ ও মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ২২)।

দুইঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতে ভূমিধ্বস এবং চেহারা বিকৃতি ঘটবে। আর তা হবে তাক্বদীর অস্বীকার কারীদের মধ্যে। (আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযি শরীফ ও মিশকাত শরীফ)।

তিনঃ হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "ক্বদরীয়া এ উম্মতের অগ্নিপূজক। তারা যদি রোগাক্রান্ত হয় দেখতে যেওনা আর যদি মৃত্যুবরণ করে তাদের জানাযায় উপস্থিত হয়োও না।" (মসনদে আহমদ ও আবু দাউদ শরীফ)। ইবনে মাজা শরীফের বর্ণনায় আলোচ্য হাদিসটি আরো দীর্ঘ। এতে রয়েছে যদি তাদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয় তাদেরকে সালাম করোনা। (ইবনে মাজা শরীফ ১ম খণ্ড)।

চারঃ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমরা ক্বদরীয়াদের সাথে উঠা-বসা করো না এবং তাদেরকে শাসক নিয়োগ করো না।" (আবু দাউদ শরীফ)।

আলোচ্য হাদিসে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত স্পষ্ট শিক্ষা নিহিত রয়েছে, ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারীদের সাথে সালাম-কালাম, উঠা-বসা ও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশকরা সব কিছুই নিষিদ্ধ। এমনকি যে ব্যক্তি ভ্রান্তআক্বীদা নিয়ে মৃত্যুবরণ করল তার জানাযায়ও অংশ গ্রহণ করতে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন উম্মতকে নিষেধ করেছেন। তার কারণ হলো, ভ্রান্তআক্বীদা পোষণকারীদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখলে নিজের ঈমান আক্বীদা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। এ ধরণের হাদিসগুলো কোন ভ্রান্তআক্বীদা পোষণকারী আলেমকে বর্ণনা করতে শুনা যায় না; বরং তারা নিজেদের ভ্রান্তিকে সহজে বিস্তারের লক্ষ্যে ভ্রান্ত আক্বীদাগুলোকে গোপন রেখে মুসলিম ঐক্য ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কথা জোরালো কণ্ঠে উচ্চারণ করে বেড়ায়। যাতে ঐক্যের ফাঁকে অনৈক্যের বীজ বপন করা সহজ হয়। অপরদিকে সুন্নী ওলামাকেরাম যখন ভ্রান্তআক্বীদা পোষণকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ব্যাপারে কোরআন-হাদিসের নির্ভরযোগ্য উদ্বৃতি দিয়ে মুসলমানদের সতর্ক করে তখন বাতিল পন্থী আলেমগণ ও এক শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এটাকে সংকীর্ণতা ও মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টির পাঁয়তারা বলে মন্তব্য করেন। তাদেরকে আলোচ্য হাদিসগুলো অনুশীলন করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। তাক্বদীর অস্বীকারকারীগণ ঈমান বিধ্বংসী একটি আক্বীদা পোষণ করার ফলে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের উপর তাগিদ সহকারে উপদেশ দিয়েছেন। তাহলে বর্তমানে ঈমান বিধ্বংসী একাধিক আক্বীদা পোষণকারীদের সাথে কিভাবে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক রাখা যাবে?

উল্লেখ্য যে, মুসলিম ঐক্যের উপর কোরআন-হাদিসের অসংখ্য অমূল্য বাণী বিদ্যমান। কিন্তু এর মর্মার্থ অনুধাবনে আমরা মারাত্মক ভুল করি বিধায় সুন্নী ওলামা কেরামের বক্তব্য আপত্তিকর মনে হয়। বস্তুতঃ হাদিসগুলো সঠিক আক্বীদা

pdf By Syed Mostafa Sakib

পোষণকারী মুসলমানদের পারস্পরিক সুসম্পর্কের বিষয়ে বর্ণিত। কারণ, যিনি মুসলিম ঐক্যের উপর জোরালো উপদেশ দিয়েছেন আপন উম্মতকে, আবার তিনিই বাতিল আক্বীদা পোষণকারীদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর উভয় আদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করতে হবে প্রত্যেক মুসলমানকে। ঐক্যের নামে হক-বাতিলের ঘৃণ্য মিশ্রণের কথা বলা চরম মোনাফেকী। এ বিষয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "শেষ যুগে অনেকগুলো দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে যারা এমন সব কথা বলবে যা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদা শ্রবণ করেনি। তখন তোমরা এদের থেকে দূরে থাক এবং তাদেরকে নিজেদের থেকে দূরে রাখবে, যাতে তারা তোমাদেরকে গোমরাহ করতে না পারে এবং ফিতনায় ফেলতে না পারে।" (মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ২৮)।

মুরজিয়া ফিরকা

ইমাম আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদিল করিম শাহরাস্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, (ওফাত ৫৪৭ হিজরী) এ ফিরকাকে খারেজীদের অন্তর্ভূক্ত বলেছেন। আবার তাদের সাথে মুতাযিলাদের সাথেও মিল রয়েছে। এ দলটির অন্যতম ভ্রান্তআক্বীদা হলো, সকল কাজ আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত। কর্মক্ষেত্রে বান্দার কোন প্রকার ইখতিয়ার বা ইচ্ছা শক্তির অবকাশ নেই। ঈমান থাকলে কোন প্রকার গুনাহ ক্ষতিকারক নয়, যেমনি ভাবে কুফরের সাথে পূণ্য উপকারী নয়। (মিরকাত শরহে মিশকাত)। তাদের এ ভ্রান্তমতবাদ মুসলমানকে পাপাচারে উৎসাহিত করে। কারণ ঈমান থাকলে গুণাহ করলেও কোন প্রকার ক্ষতি হবে না তাদের মতে। অনুরূপভাবে, কর্মক্ষেত্রে বান্দার কোন প্রকার ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা নেই। সুতরাং যতো জঘন্য পাপই করুক না কেন তাতো আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে। এতে বান্দার অপরাধ কি? এ দলটি সম্পর্কেও হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা ক্বদরীয়া ফিরকার বর্ণনায় উল্লেখিত হাদিসে আলোচিত হয়েছে।

ফিরকা-এ- আহলে কোরআন

যে সব বাতিল ফিরকার আবির্ভাব সম্পর্কে হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন তন্মধ্যে 'ফিরকা-এ-কোরআনী' বা আহলে কোরআন অন্যতম। অন্য ভাষায় এদেরকে 'মুনকেরীন -এ-হাদিস' বা হাদিস অস্বীকারকারী দলও বলা হয়। এদের ভ্রান্তমতবাদ হলো, পবিত্র কোরআনে সব কিছু আছে; সুতরাং হাদিসের কোন প্রয়োজন নেই।

হেদায়তের জন্য কোরআনই যথেষ্ট, হাদিসের আদৌ দরকার নেই। পবিত্র কোরআনকে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট বয়ান বলে অভিহিত করেছেন। অনুরূপভাবে কোরআনকে 'হাদী' বা পথ প্রদর্শক বলেছেন। অতএব, কোরআনই যথেষ্ট। এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক, ভিত্তিহীন ও চরম গোমরাহীর পরিচায়ক। কারণ হাদিস শরীফের বর্ণনা ব্যতিরেকে কোরআনের উপর আমল করাই অসম্ভব। ইসলামের মৌলিক বিধানসমূহের মধ্যে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের যথার্থ বাস্তবায়ন হাদিস শরীফ ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়। কারণ পবিত্র কোরআন "সালাত কায়েম কর" এতটুকু বলেছে; কিন্তু কিভাবে, কখন ইত্যাদির স্পষ্ট কোন বর্ণনা কোরআন পাকে নেই। এমনকি "নামায পাঁচ ওয়াক্ত" তার বর্ণনাও ধারাবাহিকভাবে কোরআন পাকে উল্লেখ নেই। অতঃপর কোন্ ওয়াক্তে কয় রাকআত পড়বে, রুকু, সেজদার নিয়ম কি, কিভাবে নামায শুদ্ধ হবে, কিভাবে ভঙ্গ হবে কোন বিষয়ের বিবরণ কোরআন পাকে নেই। এভাবে অন্যান্য বিধানের বেলায়ও। এসব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র হাদিস শরীফ দ্বারাই প্রমাণিত। মুসলমানদের মধ্যে কোরআন পাকের অকৃত্রিম অনুসারীর দাবী নিয়ে পবিত্র হাদিস অস্বীকারকারী একটি ভ্রান্তদলের আবির্ভাব হবে তা অদৃশ্যজ্ঞানের অধিকারী নবী হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে দীর্ঘ চৌদ্দ'শ বছরের মধ্যে হাদিস অস্বীকারকারী কোন ব্যক্তি বা দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। হিজরী চৌদ্দ'শ শতাব্দীতে এসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর এ ভ্রান্ত দলটির আত্মপ্রকাশ ঘটলো পাঞ্জাবের মিয়ানবী জেলার অন্তর্গত চাকরালা নামক এলাকায় আব্দুল্লাহ চাকরালভীর নেতৃত্বে। তার মধ্যে হাদিস শরীফে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলোও বিদ্যমান ছিল। এ ভ্রান্ত দলের ভবিষ্যদ্বাণীর উপর বর্ণিত হাদিসগুলো উদ্বৃত করলাম যাতে পাঠক সমাজ এদের ভ্রান্তআক্বীদা থেকে সতর্ক হতে পারে।

একঃ হযরত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের কাউকে যেন পর্দাঝুলানো খাটের উপর হেলান দেয়া অবস্থায় না পাই যে, তার নিকট আমার বিধান সমূহ থেকে যা আমি হুকুম করেছি বা নিষেধ করেছি তা পৌঁছবে, অতঃপর সে বলবে আমি জানিনা, কোরআন শরীফে যা পাব, তার অনুসরণ করব। (মসনদে আহমদ, তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, ইবনে মাজা শরীফ, মিশকাত শরীফ ও দালায়েলুন্নবুওয়াত)।

দুইঃ হযরত মিকদাম ইবনে মাদিকারুবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "শুনো আমাকে কোরআনও দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপও (অর্থাৎ হাদিস শরীফ); হুশিয়ার এক ব্যক্তি উদর ভর্ত্তি, পর্দাঝুলানো খাটের উপর হেলান দিয়ে বলবে, "তোমরা কোরআনকে আকড়ে ধর। এতে যা হালাল পাও তাকে হালাল মেনে নাও, আর তাতে যা হারাম পাও তাকে হারাম মনে কর।" সাবধান নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক হারাম কৃত বিষয় বা বস্তু আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃতের মত। দেখো! তোমাদের জন্য গৃহ পালিত গাধা এবং পায়ে ধরে ভক্ষণ করে এমন পশু (ও পাখী) হালাল নয়। অনুরূপভাবে ওয়াদাবদ্ধ কাফিরের হারানো বস্তু, তবে হাঁ যখন মালিক তার মুখাপেক্ষী না হয়। যে ব্যক্তি কোন গোত্রের নিকট মেহমান হয় তখন তাদের উচিত তার মেহমানদারী করা। যদি তার মেহমানদারী না করে তাহলে সে তাদের নিকট হতে আতিথেয়তার খরচ পরিমাণ উসুল করতে পারবে।" (এসব বিষয় হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। কোরআন শরীফে এগুলোর বিবরণ নেই)। (আবু দাউদ শরীফ, দারমী শরীফ ও মিশকাত শরীফ)।

তিনঃ হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর দণ্ডায়মান হলেন। অতঃপর বললেন, " তোমাদের মধ্যে কেউ কি পালংকে হেলান দিয়ে এ ধারণা পোষণ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা কোরআন শরীফে উল্লেখিত বিষয় বা বস্তুসমূহ ছাড়া কোন কিছু হারাম করেন নি? হুশিয়ার! নিশ্চয়ই আমি যা নির্দেশ দিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি এবং অনেক বিষয় নিষেধ করেছি, নিশ্চয়ই ঐগুলোও কোরআনের সমান বা তার চেয়ে সংখ্যায় অধিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য বিনা অনুমতিতে আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও নাসরা)-এর-ঘরে প্রবেশ করা, তাদের মহিলাদের মারধর করা এবং তাদের ফল-মূল ভক্ষণ করা হালাল করেননি যখন তারা তাদের উপর নির্দ্ধারিত হক (কর) তোমাদের নিকট আদায় করবে । (আবু দাউদ শরীফ ও মিশকাত শরীফ)।

আলোচ্য তিনটি হাদিসের দু'টিতে একটি বাক্য সমভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ পর্দাঝুলানো পালংকে হেলান দিয়ে বলবে। এর ব্যাখ্যায় হাদিস বিশারদগণ বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ ঐ ব্যক্তি বেশ সম্পদশালী ও খোড়া হবে। আবার কেউ বলেন, এর অর্থ এ ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা বড় আরাম প্রিয় হবে এবং ঘরে অবস্থান করবে। দ্বীনি শিক্ষার্জনে দেশ দেশান্তরে সফর করবে না। আর কেউ বলেন, এর দ্বারা তার অহংকারী মনোভাব এবং চাল চলনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে । (মিরআত শরহে মিশকাত)।

বাস্তবেও এ ভ্রান্তদলের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ চাকরালভী খোঁড়া ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। এটা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রমাণ যে, তিনি ভ্রান্ত দলসমূহের এবং সেগুলোর

নেতৃবৃন্দের দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহও বলে দিয়েছেন। যাতে উম্মতগণ তাদের থেকে নিজেদের ঈমান ও আমল হেফাজত করতে পারে। বড় পরিতাপের বিষয় কোরআন পাককে কেন্দ্র করেও একদল পথভ্রষ্ঠ হবে। এটাও কোরাআন পাকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে– কোরআন করিম দ্বারা অনেকে গোমরাহ হবে, আবার অনেকে হেদায়ত পাবে। (সুরা বাকারা)।

বস্তুতঃ ইসলামী শরীয়তের বিধানসমূহ সংখ্যার দিক থেকে কোরআন পাকের তুলনায় হাদিস শরীফ দ্বারাই প্রমাণিত। কারণ, কোরআন হলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ, আর হাদিস শরীফ হলো তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এমতাবস্থায় হাদিস শরীফ অস্বীকার করা মানে পবিত্র কোরআনকেই অস্বীকার করা। বর্তমানেও একশ্রেণীর ভণ্ডসূফী হাদিস শরীফ অস্বীকার করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। অনুরূপভাবে আবুল আ'লা মওদুদীও তার মনপুত না হওয়ার কারণে অনেক নির্ভরযোগ্য হাদিসকে মনগড়া ভিত্তিতে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ)।

উপরে ইসলামে আবির্ভূত কয়েকটি ভ্রান্ত ফিরকা বা দল সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হাদিসসমূহ থেকে হাদিস সংকলন করা হলো। যাতে মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান ফিরকাবন্দি, দলাদলি ও মতানৈক্যের স্বরূপ বুঝে উঠতে সরলপ্রাণ মুসলিমগণ সক্ষম হয়। কারণ এক শ্রেণীর সরলমনা আধুনিক শিক্ষিত সুন্নী-ওহাবী বা অপরাপর আক্বীদাগত বিরোধকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়। ফলে পরবর্তীতে এ সরলতার দরুন নিজেই কোন না কোন ভ্রান্তদলের জালে আটকা পড়ে ঈমান, আমল ধ্বংস করে বসে। এভাবে উড়িয়ে না দিয়ে যদি এসবের পেছনে কি কি কারণ নিহিত বা কেন এমন হচ্ছে এ বিষয় বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হন এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাচাই করেন তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহর মেহেরবাণীতে সত্যের সন্ধান পাবেন এবং ফেরেস্তারূপী শয়তানদের স্বরূপ উন্মোচনে সফল হবেন। সরলপ্রাণ মুসলমানগণ বাতিল ফিরকার লোকদের বাহ্যিক আমলসমূহ দেখে যাতে ধোকার শিকার না হয়, তজ্জন্য হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখিত হাদিসসমূহে তাও স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, হে আমার প্রকৃত অনুসারী উম্মতগণ! "তোমরা তাদের নামায, রোযা ও আমলের সামনে নিজেদের নামায, রোযা ও আমলকে নগন্য মনে করবে।" এতদসত্বেও তিনি তাদেরকে ভ্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাদের আক্বীদাগত ভ্রান্তির কারণে।

অতএব, আমাদেরকেও কারো শুধুমাত্র বাহ্যিক আচার-আচরণ, নামায, রোযা, তেলাওয়াতে কোরআন এবং সুন্দর সুন্দর কথায় মুগ্ধ না হয়ে সর্ব প্রথম তার আক্বীদাগত অবস্থান যাচাই করা একান্ত কর্তব্য। কারণ, আক্বীদাই হলো আসল। ভ্রান্তআক্বীদা পোষণ করে অধিক নামায, রোযা পালন কোন উপকারে আসবে না। (হাশিয়া-এ-ইবনে মাজা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যুগে যুগে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

ইসলামের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফতের শেষের দিকে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক বিশৃংখলার সূচনা হয়। অতঃপর ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফত কালে এসে এ বিশৃংখলা প্রকট আকার ধারণ করে। অতঃপর মুসলমানদের মধ্যে নতুন দু'টি দলের আবির্ভাব ঘটে। একটি হলো খারেজী, অপরটি শিয়া। এ দু'দলের কোন দলেই যারা যোগ দেননি, বরং দু' সম্মানিত সাহাবী হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা ও আমিরুল মো'মেনীন হযরত আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সাথে ছিলেন; তারাই হক দলে ছিলেন। কারণ তাঁদের মধ্যে কোন ধরণের আক্বীদাগত ভ্রান্তি মোটেই ছিলনা। উভয়ের মধ্যে যে মতানৈক্য ছিল তা রাজনৈতিক। অন্যদিকে খারেজী ও শিয়া দলের আবির্ভাব প্রথমদিকে রাজনৈতিক কারণে হলেও পরবর্তীতে দু'দলেই পৃথক পৃথক ধর্মীয় দলের রূপ পরিগ্রহ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে শুরু করে। অতএব, ঐ সময় যে সব মুসলমান উপরোক্ত দু'টি নতুন দলের কোনটি সমর্থন করেননি এবং ইসলামের মূল ধারায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরাই 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।' যদিও বা তখন তারা এ নামে পরিচিত হয় নি।

আবির্ভূত দল দু'টির মধ্যে তুলনামূলকভাবে খারেজীদের কর্মকাণ্ড ও অপতৎপরতা ইসলাম, মুসলমান ও রাষ্ট্রের জন্য অধিকতর হুমকির কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। তখন হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলামী ঐক্য রক্ষার মানসে খারেজীদের বুঝিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে এ উদ্দেশ্যে নাহরাওয়ানে সমবেত প্রায় দশ হাজার খারেজীদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাদের বুঝান, এতে প্রায় পাঁচ হাজারের মত খারেজী দল ত্যাগ করে মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দলে ফিরে আসে। আবশিষ্ট পাঁচ হাজারের বিরুদ্ধে হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৩৩ হিজরীতে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে তাদের নির্মূল করেন। এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত আছে । যেমন-

হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, (খারেজীদের সম্পর্কে) আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে (বিস্তারিত) শুনেছি এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে হত্যা করেছেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। এমন এক

ব্যক্তিকে আনা হলো যার বৈশিষ্ট্যসমূহ ঐভাবেই ছিল যেভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম (খারেজীদের সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসসমূহে) বর্ণনা দিয়েছেন । (বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০২৪)।

আলোচ্য হাদিসে নাহরাওয়ানের যুদ্ধের কথাই বিবৃত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, বাতিল ফিরকার বাহ্যিক ইসলামী আচরণে মুগ্ধ হতে নেই; বরং তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে ইসলামের স্বার্থে, যেভাবে হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাহাবা কেরামকে সংগে নিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক মুসলমান বর্তমানে বিরাজমান বাতিল ফিরকা সমূহকে প্রতিরোধ করা কর্মসূচীতে সহযোগিতার স্থলে উল্টো তাদের বাহ্যিক চাল চলনের প্রশংসা করে। আবার কেউ কেউ তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেরও সমর্থন করে এবং এ কথা বলে নিজের স্বচ্ছতা প্রকাশ করে, "আমি তাদের আক্বীদা সমর্থন করি না, তবে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য ইসলামী দল না থাকায় তাদেরকে সমর্থন করি।" কতো বড় আত্মঘাতি কাজ! যাদেরকে ইসলামের দৃষ্টিতে আক্বীদাগত ভ্রান্তির কারণে গোমরাহ, পথভ্রষ্ট ও জাহান্নামী দল হিসেবে চিহ্নিত করবে, আবার তাদেরকে ইসলামী দল মনে করা স্ববিরোধী। এদের উচিত এ ধরণের দ্বি-মুখী পন্থা অবলম্বন না করে সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক রাজনৈতিক অন্দোলনে শরীক হওয়া।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, সুন্নী ওলামা কেরাম,পীর মাশায়িখ ও বুদ্ধিজীবিদের প্রধানতম কর্তব্য হলো বাতিল পন্থীদেরকে সুন্নীয়াতের পথে আনার উদ্দেশ্যে সকল কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করা। এতদসত্ত্বেও সত্য পথে ফিরে না আসলে তাদেরকে সরলপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান আক্বীদা রক্ষার মানসে সার্বিকভাবে প্রতিহত ও নির্মূল করা, যেমনিভাবে হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু করেছেন।

অতঃপর হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বিভিন্ন সময় বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন ভ্রান্তদলের আবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ ঘটে। ইসলামের মূল ধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমাম, মুজতাহিদ ও জগত বরেণ্য আলেমগণ মৌখিকভাবে এদের ভ্রান্তমতবাদ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর থেকে অদ্যাবধি আবির্ভূত অসংখ্য বাতিল ফিরকার মধ্যে প্রায় সবগুলোই বিলুপ্ত; কিন্তু আজ আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ, মুজতাহিদ ও বিজ্ঞ ওলামা কেরামের কিতাবাদি থেকে ঐসব ফিরকার ভ্রান্ত আক্বীদা, কর্মকাণ্ড ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতা অবহিত হচ্ছি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত রেখে ঈমান সহকারে ইহকাল অতিবাহিত করে পরকালের পথ সুগম করতে পারি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্ববরেণ্য ইমামগণ, মুজতাহেদীন ও বিজ্ঞ ওলামা কেরাম যুগে যুগে বাতিল ফিরকা সমূহের ভ্রান্তআক্বীদা খণ্ডন করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাসমূহ সরলপ্রাণ মুসলমানদের নিকট কিতাবাকারে পেশ করেছেন। হানাফী মাযহাবের মহান ইমাম হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে শুরু করে অন্যান্য মাজহাবের ইমামগণও এ বিষয়ে পৃথক পৃথক কিতাব রচনা করে গেছেন। যেগুলো 'আক্বাঈদ শাস্ত্র'র নির্ভরযোগ্য কিতাব আজও বিশ্ব মুসলিমের পাথেয় হিসেবে বিদ্যমান। তন্মধ্যে 'ফিক্‌হে আকবর' 'আক্বাঈদ-এ-নাসাফী' 'শরহে আক্বাঈদ-এ-নাসাফী', 'আক্বিদাতুত তাহাবী' 'শরহে মাওকীফ' ইত্যাদি মৌলিক আক্বাঈদ গ্রন্থ হিসেবে বিশ্ব ওলামার নিকট গ্রহণযোগ্য। অতঃপর এগুলোর ব্যাখ্যায়ও আরো অনেক আক্বাঈদ কিতাবাদি রচিত হয়েছে সময়ের তাগিদে। তেমনিভাবে ভবিষ্যতেও হবে। কারণ যখনই কোন নতুন ভ্রান্তদলের আবির্ভাব ঘটবে, তখন স্বাভাবিক কারণে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিজ্ঞ ওলামাকেরামের উপর ওয়াজিব হয়ে পড়বে, যাতে সরলপ্রাণ মুসলমানগণ নিজের ঈমান-আক্বীদা ও আমলকে হিফাজত করতে সক্ষম হন। কারণ ইসলামের ছদ্মবেশে আবির্ভূত বাতিল দলসমূহের ভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়া সাধারণ মুসলমানদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

যুগে যুগে বাতিল ফিরকাসমূহের আত্মপ্রকাশের অব্যাহত ধারা হিসেবে হিজরী বার'শ শতাব্দীতে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর ফিতনা ও ভ্রান্ত মতবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সে মুসলমানদের অসংখ্য বৈধ ও সওয়াব জনক আমলসমূহকে শিরক-বিদয়াত ফতওয়া দিয়ে এক নতুন ফিতনার গোড়াপত্তন করে। ইতিহাসে যা নজদী ফিতনা বা ওহাবী ফিতনা হিসেবে পরিচিত। 'নজদ' (বর্তমান রিয়াদ, সৌদি আরবের রাজধানী) হতে ফিত্‌না বের হবে মর্মে বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত তথ্যের সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হলো। ইসলামের ছদ্মবেশে প্রকাশিত এ ওহাবী ফিতনার স্বরূপ উন্মোচন ও খণ্ডন করে বিশ্ব বরেণ্য ওলামা কেরাম কলম ধরেছেন। তাঁদের নাম ও গ্রন্থের তালিকা নিম্নরূপ-

(১) শেখ মুহাম্মদ ইবনে সোলয়মান কুরদী, (২) আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে আবদিল লতিফ শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদিল ওহাব নজদীর ওস্তাদ। তাঁর রচিত কিতাবের নাম 'সাইফুল জিহাদ লেমুদ্দায়ীল ইজতেহাদ', (৩) আল্লামা আফিফুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তাঁর কিতাবের নাম আস্‌সাওয়াই ওয়ার রাআদ, (৪) আল্লামা মুহাক্কিক মুহাম্মদ ইবনে আবদির রহমান আফালিক হাম্বলী, তাঁর কিতাব "তাহাক্কুমুল মুকাল্লেদীন বেমান ইদ্দায়া তাজদীদাদ্দীন", (৫) আল্লামা আহমদ

ইবনে আলী আল কাবায়ী বসরী শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, (৬) আল্লামা আব্দুল ওহাব ইবনে আহমদ বরকাত শাফেয়ী আহমদী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, (৭) শেখ আতা আল-মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তাঁর কিতাব আস্‌সারেফুল হিন্দী ফি ওনুকিন নজদী, (৮) শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে ইসা মুগিনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, (৯) শেখ আহমদ মিসরী এহসায়ী (রঃ), (১০) বাইতুল মোক্বাদ্দাস-এর একজন আলেম তাঁর কিতাবের নাম আস্‌সুয়ুফুস্‌সাফাক্বাল ফী আনকারা আলাল আউলিয়া বা'দাল ইন্তেকাল, (১১) সৈয়দ আলভী ইবনে আহমদ হাদ্দাদ, তাঁর কিতাব আস্‌সায়ফুল বাতিল লে ওনুকিল মুনকির আলাল আকাবের, (১২) শেখ মুহাম্মদ ইবনে শেখ আহমদ ইবনে আবদিল লতিফ আল এহসায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, (১৩) আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে ইব্রাহীম মীরগণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (তায়েফে অবস্থানকারী), তাঁর কিতাব- তাহরীদুল আগ্‌নীয়া আলাল ইন্তেগাছাতে বিল আম্বিয়া ওয়াল আউলিয়া, (১৪) সৈয়দ আলাভী আহমদ আল হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তাঁর কিতাব আল এন্তেসার লিল আউলিয়ায়িল আবরার, (১৫) আল্লামা সৈয়দ আলমুনয়েমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, (১৬) আল্লামা সৈয়দ আব্দুর রহমান বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, (১৭) আল্লামা সৈয়দ আলাভী ইবনে হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তাঁর কিতাব- মিছবাহুল আনাম ওয়া জালাউয্‌যালাম, (১৮) আল্লামা সুলাইমান ইবনে আবদিল ওহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, (মুহাম্মদ ইবনে আবদিল ওহাব নজদীর ভাই) তাঁর কিতাব- আছ্ছাওয়ায়িকুল ইলাহীয়া, (১৯) আল্লামা মুহাক্কিক আশ্‌শেখ সালেহ আল কাওয়াশ আততিউনিশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, (২০) আল্লামা সৈয়দ দাউদ আল বাগদাদী আল-হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, (২১) আশ শেখ ইবনে গালবোন আল্‌লাইভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, (২২) সৈয়দ মোস্তাফা আল মিসরী আল বুলাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, (২৩) সৈয়দ আত্‌তাবাতায়ী আল বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, (২৪) আল্লামা শেখ ইব্রাহীম আসসামনুদী আল মানসুরী, তাঁর কিতাব- সায়াদাতুদ দারাইন, (২৫) মুফতি-এ-মক্কা আল্লামা সৈয়দ আহমদ যিনী দাহলান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তাঁর কিতাব-ফিতনাতুল ওহাবীয়্যাহ, (২৬) শেখ ইউসুফ নিব্‌হানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তাঁর কিতাব- শাওয়াহেদুল হক ফিত্ তাওয়াসসুল বেসাইয়্যেদিল খালক্ব, (২৭) শেখ জামিল সাদকী আযযুহাদী আল বাগদাদী, তাঁর কিতাব- আল ফজরুসসাদেক, (২৮) শেখ আল মাশরেকী আল মালেকী আল জাযায়েরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তাঁর কিতাব ইযহারুল উকুক আন্ মানয়িত্‌তাওয়াচ্ছুল মিননবী ওয়াল অবিলীয়াচ্ছুদুক, (২৯) আল্লামা মাখদুম মুফতি ফা'র্স আশ্‌শেখ আলী মাহদী আল ওয়ায়ানী, (৩০) শেখ মোস্তাফা আল হাম্মামী আল মিসরী, তাঁর কিতাব-গাউসুল ইবাদ বে বয়ানির রাশাদ, (৩১) আশশেখ ইব্রাহিম হালিমী আলকাদেরী আল ইস্কান্দরী,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁর কিতাব জালালুল হক ফী কাশফে আহওয়ালে আশরারিল খাল্‌ক, (৩২) শেখ হাসান আশ্‌শাত্তী আল হাম্বলী আদদেমাশকী, তাঁর কিতাব- ফী হুকমিত তাওয়াস্‌সুল বিল আম্বীয়া ওয়াল আউলিয়া (৩৩) শেখ হাছান খাযবক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি,তাঁর কিতাব- আল মাক্বালাতুল ওয়াফিয়া ফীররদ্দে আলাল ওহাবীয়্যাহ, (৩৪) শেখ আতাউল কাসম আদদেমাশকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, (৩৫) আল্লামা শেখ আব্দুল আযীয আল কুরাইশী আল আজালী আল মালেকী আল ইহসায়ী,'(৩৬) আল্লামা শেখ সালাম আল আয্‌যামী, তাঁর কিতাব- আল বারাইনিচ্ছাতেয়া।

আল্লামা আবু হামেদ ইবনে মারযুক তাঁর রচিত কিতাব, আততাওয়াস্‌সুল বিন্‌নবী ওয়া জাহলাতুল ওহাবীয়ীন-এর মধ্যে এ তালিকা পেশ করেছেন। এতে পাক-ভারত উপমহাদেশের ওহাবী মতবাদের খণ্ডনে লিখিত কিতাবের নামসমূহ আসেনি। ঐগুলোর নামসহ পেশ করতে গেলে শুধু মুহাম্মদ ইবনে আবদিল ওহাব নজদীর ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডনে লিখিত কিতাবসমূহের তালিকা সম্বলিত একটি পুস্তিকা হবে। তার ভ্রান্তমতবাদ প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম বিশ্বের চার মাযহাবের আলেমগণ তার ভ্রান্তির খণ্ডনে ও মুখোশ উন্মোচনে হাতে কলম নেন। কারণ, চার মাযহাবের ইমামগণ ও অনুসারীগণ আক্বীদাগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতেরই অনুসারী। এমনকি তার পিতা হযরত আল্লামা আব্দুল ওহাব ও সহোদর ভাই সোলাইমান ইবনে আবদিল ওহাব তার বাতিল মতবাদ খণ্ডনে এগিয়ে আসেন।

অতঃপর মুহাম্মদ ইবনে আবদিল ওহাব নজদীর ভ্রান্তমতবাদ আরব বিশ্বের বাইরেও বিস্তৃতি লাভ করে। বিশেষতঃ পাক-ভারত উপমহাদেশে দেওবন্দে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওহাবী মতবাদ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রসার লাভ করতে শুরু করে। তখন পাক-ভারতে ওলামা কেরাম এ ভ্রান্তমতবাদ খণ্ডনে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। তন্মধ্যে আল্লামা শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী, আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী, আল্লামা ফজলে রসুল বদায়ুনী, আল্লামা রিয়াসত আলী রামপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমদের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সময় পাক-ভারত উপমহাদেশে নজদী মতবাদের মাধ্যমে মুসলমানদের ঐক্যে স্থায়ী ফাটল সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামের চির শত্রু ইয়াহুদী-নাসারা চক্র অর্থের বিনিময়ে নজদী মতবাদের এমন কিছু কিতাব লিখায় যদ্বারা মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত সহজভাবে স্থায়ী ফাটল ধরবে। তন্মধ্যে মৌং ইসমাঈল দেহলভীর "তাকবিয়াতুল ঈমান", মৌং খলীল আহমদ আম্বিটভীর "বারাহিনে কাতেয়া", দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌং কাসেম নানুতভীর "তাহযীরুন্নাস" ও মৌং আশরাফ আলী থানভীর "হেফযুল ঈমান" সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এসব কিতাবে এমন অনেক

ভ্রান্তআক্বীদা ও বিশ্বাস প্রচার করা হলো, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী । (ওহাবীদের আক্বাঈদ আলোচনায় ঐগুলো পরে আসছে)। এ বিভক্তি আজও বিদ্যমান।

এমতাবস্থায় মুসলিম মিল্লাতকে সত্যের দিশা দান ও দ্বীনের সংস্কার কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আবির্ভাব হয়। তিনি খোদা প্রদত্ত অপরিসীম জ্ঞান ও প্রতিভার মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিমের নিকট এ ভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচনে সফলভাবে সক্ষম হলেন। তাঁর সংস্কার কার্যের প্রভাব হারামাইন শরীফাইন (মক্কা ও মদীনা শরীফ) সহ পুরো মুসলিম বিশ্বে পুরোপুরিভাবে বিস্তার লাভ করল। তিনি কুফরী আক্বীদার কারণে পাঁচ ব্যক্তি যথাক্রমে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌং কাসেম নানুতভী, মৌং রশিদ আহমদ গাংগুহী, মৌং খলীল আহমদ আম্বেটভী, মৌং আশরাফ আলী থানভী ও মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে কাফের সাব্যস্ত করে ফতোয়া লিখে হারামাইন শরীফাইনে অবস্থানকারী চার মাজহাবের জগত বরেণ্য ওলামা কেরামের নিকট পেশ করেন। তাঁরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ফতোয়ার সমর্থনে নিজ নিজ অভিমত লিখিতভাবে প্রদান করেন। যা "হুসামুল হারামাইন 'আলা মানহারিল কুফরে ওয়াল মাইন" নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় (১)। অনুরূপভাবে তিনি শিয়া, ওহাবী, কাদিয়ানীসহ অপরাপর ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি লিখে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির 'মুজাদ্দিদ'-এর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি প্রায় পঞ্চান্ন বিষয়ের উপর সহস্রাধিক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। এ মহান মুজাদ্দিদ ১৯২১ সালে ইন্তেকাল করেন। পাক-ভারত উপমহাদেশে তিনি 'আ'লা হযরত' হিসেবে পরিচিত। তাঁর সমসাময়িক বিশ্বের আরো অনেক সুন্নী আলেম ওহাবী মতবাদ খণ্ডনে কিতাব রচনা করে সরলপ্রাণ মুসলমানদের ওহাবী-দেওবন্দীদের গোমরাহী ও ভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত করেন। মৌং ইসমাঈল দেহলভী কর্তৃক লিখিত ঈমান বিধ্বংসী কিতাব 'তাক্‌বিয়াতুল ঈমান'-এর খণ্ডনে বিশ্বের চল্লিশজন বিজ্ঞ আলেম পৃথক পৃথক কিতাব লিখেন। তন্মধ্যে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার মাওলানা মুখলেসুর রহমান চাট্‌গামী অন্যতম। তিনি 'শরহুস্‌সুদুর বে-দফয়ীশ্‌সুরুর' অন্যনামে- 'তাফ্‌বীয়াতুল ঈমান রদ্ধে তাক্‌বীয়াতুল ঈমান' নামে ফারসী ভাষায় দলিল সম্বলিত একটি অমূল্য গ্রন্থ লিখেন। এটা 'তান্‌কীদে তাক্‌বিয়াতুল ঈমান' নামে উর্দু ভাষায় ভারতে প্রকাশিত হয়েছে।

অতঃপর পাক-ভারত উপমহাদেশে ওহাবী মতবাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়। অনুরূপভাবে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুন্নী ওলামা কেরাম এ মতবাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

অসারতা ও ভ্রষ্ঠত্য তুলে ধরার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আ'লা হযরত ইমাম আহ্‌মদ রেযা ফাজেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পর তাঁর শিষ্য ও খলীফাগণ ওহাবী, তাবলিগী, আহলে হাদিস, কাদিয়ানী ও শিয়াদের, বিরুদ্ধে কলমের জিহাদ অব্যাহত রাখেন। ভারত ও পাকিস্তানে যাঁরা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতাদর্শ রক্ষায় ও বাতিল প্রতিরোধে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের তালিকা বেশ দীর্ঘ। তন্মধ্যে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা সৈয়দ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী, হাকিমুল উম্মত মুফাস্‌সিরে কোরআন হযরত আল্লামা মুফতি আহ্‌মদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী, সদরুশ্‌শরীয়ত আল্লামা আমজাদ আলী রেজভী, গয্‌যালীয়ে যামান, হযরত আল্লামা আহমদ সাঈদ কাযেমী , মুফিত-এ- আযাদ-এ-হিন্দ হযরত আল্লামা মোস্তাফা রেযা খাঁ বেরলভী, মুহাদ্দিসে আযম-এ-হিন্দ হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ আশরাফী কাসওয়াসাবী, হাফেজে মিল্লাত হযরত আল্লামা আবদুল আযীয মুবারকপুরী, হযরত আল্লামা ওকারুদ্দীন, হযরত আল্লামা শফী ওকাড়বী, হযরত আল্লামা সরদার আহমদ লায়লপুরী এবং হযরত আল্লামা হাশমত আলী খাঁ রেজভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আরো অনেক বিশ্ববরেণ্য ওলামা কেরাম সারাটা জীবন ইসলামের মূল ধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে জান্নাতবাসী হয়েছেন।

বাংলাদেশের ধর্মীয় অংগনে ওহাবীয়াতের অনুপ্রবেশ একশ বছরের অধিক হবে না। যেসব এলাকা বর্তমানে ওহাবীদের প্রভাবাধীন, সেসব এলাকার বয়োঃবৃদ্ধ সুন্নীদের সাক্ষাৎকারে প্রমাণিত হয় যে, ঐসব এলাকায় পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে ধর্মীয় কার্যাবলী সুন্নী মতাদর্শের আলোকে সম্পাদিত হতো। কেহ দেওবন্দ মাদ্রাসায় লেখা-পড়া করে আসার পর সে ফাতেহা, মীলাদ-কেয়াম ইত্যাদি পূণ্য কাজকে বেদআত বলে ফতোয়া দেয় এবং মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করে। এমনি করে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ঘৃণ্য মতবাদ প্রচারের লক্ষ্যে বাংলাদেশে খারেজী মাদ্রাসা গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকাশনার মাধ্যমেও বাংলাদেশে ওহাবী মতবাদ প্রচার করছে।

যখন বাংলাদেশের ধর্মীয় অংগনে ওহাবী মতবাদের আগ্রাসন মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং সরলপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান, আক্বীদা ও আমলের উপর কুপ্রভাব বিস্তার করে, তখন এদেশের সুন্নী ওলামা কেরাম আর বসে থাকতে পারেননি। দেশব্যাপী তাদের বিরুদ্ধে জোরালো ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসলেন। শুরু হলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোনাযারা (তর্কযুদ্ধ) মাহফিল। এক্ষেত্রে সুন্নী ওলামা কেরামের তালিকা অনেক দীর্ঘ। যাঁরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা ও আদর্শের প্রচার-প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন

করেছেন এবং সরলপ্রাণ মুসলমানদের নিকট বাতিলের মুখোশ উন্মোচনে সফল ভাবে সক্ষম হয়েছেন, দেশের সর্বস্তরের সুন্নী মুসলমান তাঁদের কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ। এক্ষেত্রে যাঁদের ভূমিকা সর্বাধিক আলোচিত তাঁদের দু'জন হলেন, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন-ও-মিল্লাত, আশেকে রাসুল,হযরতুলহাজ্ব আল্লামা গাজী সৈয়দ মুহাম্মদ আযিযুল হক শেরে বাংলা আল কাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি আমরণ বাতিলের বিরুদ্ধে , বিশেষতঃ ওহাবীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে 'মুজাহিদে মিল্লাত' এর সম্মানিত খেতাব ও সকল প্রকার ভ্রান্তির বিরুদ্ধে অপরিসীম সাহসিকতার কারণে,'শের-এ-বাংলা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তিনি গোটা জীবন ওহাবীদের সাথে অনেক মোনাযারা করে সফলভাবে জয়ী হয়েছেন। তাঁকে জানার জন্য তাঁর জীবনালেখ্য অধ্যয়নের আহবান রইল। অপরজন হলেন, মুজাহিদে আযম, হযরতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়দ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে তিনি যেমন দীর্ঘ জীবন লাভে ধন্য হয়েছেন, তেমনি তাঁর সংগ্রামী জীবনের ইতিহাসও দীর্ঘ। ভারত ও বাংলাদেশে সুন্নীয়াতের প্রচার-প্রসারে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সুন্নী জামা'আতের বিজ্ঞ আলেম ও মুনাযির হিসেবে তিনি সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর নাম শ্রবণেই বাতিলপন্থী ওহাবী, তাবলিগী ও গায়রে মুকাল্লিদগণ ছিল কম্পমান। তাঁর গঠনমূলক ভূমিকার ফলে অনেক বাতিলপন্থী নিজেদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পেরে তওবা করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা ও আদর্শ গ্রহণ করে নাজাতের পথ সুগম করেছেন।

আলোচিত দু'জনই ওয়ায নসিহত, মুনাযারা (বিতর্ক মাহফিল) ও লিখনীর মাধ্যমে বাতিল ফিরকাসমূহের ভ্রান্ত আক্বীদা খণ্ডন করেছেন। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেছেন। আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় লিখিত তাঁদের অমূল্য গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ আজ সময়ের দাবী। এ দাবী পূরণে সকল সুন্নী মুসলমানদের এগিয়ে আসতে হবে। অতঃপর এ মহান ইমামের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার ফলে তৈরী হয়েছে অসংখ্য দক্ষ ও বিজ্ঞ সুন্নী আলেম; যারা তাঁদের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে সুন্নী মতাদর্শের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা পালন করে আসছেন।

সাংগঠনিক পদ্ধতিতে সুন্নী আন্দোলন

দেশব্যাপী সুন্নী ওলামা কেরামের কোন একক সংগঠনের অস্তিত্বের কথা জানা নেই। এক সময় এর প্রয়োজনীয়তাও তেমন প্রকট ছিল না। তাই আমাদের পূর্ববর্তী সম্মানিত সুন্নী ওলামা কেরাম নিজ নিজ অঞ্চল থেকে সুন্নীয়াতের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাছাড়া সে সময় প্রতিপক্ষদেরও দেশব্যাপী একক কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাংগঠনিক অবস্থান ছিল না। তাই হয়তো তৎকালীন সুন্নী ওলামা কেরাম এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। অতীতে এ ব্যাপারে একাধিকবার উদ্যোগের কথা জানা গেলেও তার কোন সফল বাস্তবায়ন হয়নি নানা কারণে। কিন্তু, আজ দেশব্যাপী সুন্নী ওলামা কেরামেরও সুসংগঠিত হওয়া সময়ের দাবী। বাতিল পন্থীগণ যখন দেশব্যাপী নানা সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারে জোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত, তখন সুন্নী ওলামা কেরামের বিক্ষিপ্ত অবস্থান ও কর্মতৎপরতা আদৌ সময়োচিত নয়। এ ক্ষেত্রে আগে থেকেই সুন্নী ওলামা কেরামের অসচেতনতা বাতিল পন্থীদেরকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' নামে তথাকথিত সংগঠন করে দেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে চরমভাবে ধোকা দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। আজ সুন্নী মুসলমানদের মাযহাবী, রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাজিবী ও ছাত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পাক আমলের কথা বাদ দিলেও স্বাধীনতার পরও যদি সুন্নী ওলামা কেরাম নিজেদের সার্বিক অবস্থান সুসংহত করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসতেন তাহলে আজ সুন্নী মুসলমান ও তাদের কোমলমতি সন্তানরা বাতিলের খপ্পরে পড়ত না। ধর্মহীন রাজনীতির আগ্রাসন ও সুন্নী অংগনের সাংগঠনিক শূন্যতা অনেককে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাতিলপন্থীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছে-এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

বাতিল দল-উপদল সমূহের তালিকা

বিশুদ্ধ হাদিসের বর্ণনানুসারে উম্মাতের বিজ্ঞ ইমাম ও আলেমগণ মুসলমানদের মধ্যে আবির্ভূত ভ্রান্ত দলগুলোর তালিকা কেউ সংখ্যাকারে আবার কেউ নাম সহকারে প্রকাশ করেছেন। হাদিসের কিতাবে 'বাতিল ফিরকাসমূহ' শীর্ষক অধ্যায়ে বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, খারেজীদের অনুসারীদলের আবির্ভাব অব্যাহত থাকবে এবং তাদের সর্বশেষ দলের আত্মপ্রকাশ ঘটবে কানা দাজ্জালের সাথে। এতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, বাতিল ফিরকার আবির্ভাব অব্যাহত থাকবে কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত। অপরদিকে 'হাদিসের আলোকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' অধ্যায় 'কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত একটি দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে' বলেও বর্ণিত হয়েছে। বাস্তব অবস্থা, পাঁচশত হিজরীর মধ্যেই ভ্রান্ত দলের সংখ্যা বাহাত্তর অতিক্রম করেছে। এর পরবর্তী সময় আরো অনেক বাতিল দল-উপদলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এমতাবস্থায় কোন বাতিল ফিরকা নিজের ভ্রান্তি ও গোমরাহী ধামাচাপা দেয়ার মানসে একথা বলা, 'হাদিসে বর্ণিত 'বাহাত্তর ফিরকা' তালিকা নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে বিবৃত রয়েছে। সেখানে ওহাবী, তাবলিগী, কাদিয়ানী, বাহায়ী ও মওদুদীর নাম তো নেই, সুতরাং এসব দল ভ্রান্ত নয়' সম্পূর্ণরূপে মনগড়া বাস্তবতা বিরোধী ও হাদিসের পরিপন্থী।

হাদিস বিশারদগণ ও বিজ্ঞ ইমামগণ বাতিল সম্প্রদায় থেকে কিছু মূল দল চিহ্নিত করেছেন। ইমাম আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে যৌযী বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বেদআতী ফিরকার মূলদল ছয়টি, (১) হারুরীয়া বা খারেজী, (২) ক্বদরীয়া, (৩) জাহামীয়া, (৪) মুরজিয়া, (৫) রাফেযীয়া, (৬) জাবারীয়া। আবার এগুলোর প্রত্যেকটি বার শাখায় বিভক্ত।

খারেজীর উপদলসমূহ- (১) আযরাকীরা, (২) আবাযীয়া, (৩) সালাবীয়া, (৪) হাযেমীয়া, (৫) খালাফীয়া, (৬) কু'যীয়া, (৭) কান্যীয়া, (৮) শামরাখীয়া, (৯) আখনাসীয়া, (১০) মাহকামীয়া, (১১) মু'তাযিলা (এটা বহু আলোচিত মু'তাযিলা নয়, যার প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবনে আতা), (১২) সাইমুনীয়া।

ক্বদরীয়া ফিরকার উপদলসমূহ- (১) আহমারীয়া, (২) সানাবীয়া, (৩) মু'তাযিলা (কিন্তু, হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মু'তাযিলাকে মূল দল হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং তাদের উপদলের সংখ্যা বিশ বলে উল্লেখ করেন; (মিরকাত শরহে মিশকাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৪), (৪) কায়সানীয়া, (৫) শয়তানীয়া, (৬) শরীকীয়া, (৭) ওয়াহাসীয়া, (৮) রাবাভীয়া,(৯) বাত্বীয়া বা বাযীয়া , (১০) নাফেলীয়া, (১১) কাসেতীয়া ও (১২) নেযামীয়া।

জাহামীয়া ফিরকার উপদলসমূহ হচ্ছে- (১) মুয়াত্তেলা , (২) মুরাইসীয়া, (৩) মুলতাযিকা,(৪) ওয়ারেদীয়া, (৫) যানাদিকা, (৬) হারাকীয়া,(৭) মাখলুকীয়া,(৮) ফানফীয়া (৯) আ'রীয়া বা গায়রীয়া, (১০) ওয়াকেফীয়া, (১১) কবরীয়া ও (১২) নাযিয়া।

মুরজিয়া ফিরকার উপদলসমূহ-(১) তারেকীয়া,(২) সালেবীয়া,(৩) রা'জীয়া,(৪) শাকীয়া,(৫) বায়হাসীয়া,(৬) আসলীয়া, (৭) মুসৃতাশনীয়া,(৮) মুশাব্বেহা (মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ফিরকাটিকে মূল ফিরকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন- মিরক্বাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৪),(৯) হাশবীয়া,(১০) যাহেরীয়া,(১১) বেদঈয়া ও (১২) মনকুসিয়া।

রাফেযীয়া ফিরকার উপদল- (১) আলাভীয়া, (২) আমারীয়া, (৩) শিয়া (মোল্লা আলী ক্বারী এ দশটিকেও মূলদল হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এর উপদলের সংখ্যা বাইশটি বলে বর্ণনা দিয়েছেন), (৪) ইসহাকীয়া, (৫) নাদু'সীয়া,(৬) ইমামীয়া,(৭) যায়দীয়া,(৮) আব্বাসীয়া, (৯) মুতানাসিখা,(১০) রাযঈয়া, (১১) লায়েনীয়া ও (১২) মুতারাব্বেসা।

জাবরীয়া ফিরকার উপদল সমূহ- (১) মুফ্তারীয়া,(২) আফ আনীয়া,(৩) মাফরুগীয়া,(৪) নাজ্জারীয়া (এটাকেও মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

pdf By Syed Mostafa Sakib

মূলদল হিসেবে উল্লেখ করেছেন), (৫) মুবানীয়া, (৬) কাসাবিয়া, (৭) সাবেকিয়া, (৮) হুব্বীয়া,(৯) খাওফীয়া, (১০) যিক্‌রীয়া, (১১) হাসানীয়া ও (১২) মা'ঈয়া। (তালবীস-এ- ইবলিস পৃষ্ঠা ২২-২৯)।

অতঃপর ইমাম ইবনে যৌযী 'বাতেনীয়া' নামে আরেক ফিরকা ও তার ভ্রান্তআক্বীদা ও উপদলসমূহ উল্লেখ করেছেন। (১) ইসমাঈলিয়া, (২) সাবঈয়া, (৩) বাবকীয়া, (৪) মুহাম্মেরা, (৫) ক্বারামাতা, (৬) খাররাসীয়া এবং (৭) তাগলিবীয়া। এভাবে তিনি বিচ্ছিন্ন আরো কিছু ভ্রান্তদলের নাম ও তাদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন। এতেও প্রমাণিত হয় যে, হাদিসে বর্ণিত বাহাত্তর সংখ্যাটি আধিক্যার্থে ব্যবহৃত। তিনি উপরোল্লেখিত দল-উপদলসমূহের ভ্রান্ত ও কুফরী আক্বীদাসমূহ ও সেগুলোর প্রতিষ্ঠাতাদের নামসহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন 'তালবীস-এ-ইবলিস' নামক গ্রন্থে।

মুসলমানদের মধ্যে অতীতে সৃষ্ট দলগুলো সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলো। সরলপ্রাণ মুসলমানদের সতর্ক করা হলো। এগুলোর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এখানে ঐসব ভ্রান্ত দলসমূহের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন, যেগুলো বর্তমান মুসলিম বিশ্বে নিজের ভ্রান্তির কুৎসিৎ চেহারার উপর ইসলামের মুখোশ পরে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে প্রতিনিয়ত ধোকা দিয়ে ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস করে চলছে। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে যেসব বাতিল ফিরকার অস্তিত্ব বিদ্যমান সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- শিয়া, কাদিয়ানী, ওহাবী-দেওবন্দি, তাবলিগী ও মওদুদী বা জামাতে ইসলামী। এসব দল আজ মুসলিম বিশ্বের কোথাও রাজনৈতিকভাবে, কোথাও ধর্মীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করার সফল কৌশল হিসেবে অমুসলিম শক্তিগুলো মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ী দলাদলি সৃষ্টিকেই চিহ্নিত করেছে এবং এ পর্যন্ত নেপথ্যে থেকে দলাদলি সৃষ্টি করিয়ে আসছে। ফলে, আজ বিশ্ব মুসলিমের ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ক্রমেই হ্রাস পেয়ে শুধুমাত্র মৌখিক অবস্থানে উপনীত হয়েছে। যা আছে তাও স্বার্থ ভিত্তিক পরাশক্তির হাতের পুতুল হয়ে চলেছে। এর পেছনের কারণগুলো খতিয়ে দেখলে মুসলমানদের মধ্যকার আক্বীদাগত বিভেদই মূল কারণ হিসেবে সুস্পষ্ট হবে। মুসলিম দেশগুলোর ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পৃথক পৃথক আক্বীদা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরস্পর বিরোধী আক্বীদা-বিশ্বাসের শিক্ষা দিয়ে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যকার বিভেদ প্রসারিত করে চলেছে। অপরদিকে এর প্রভাব পড়ছে সাধারণ মুসলমানদের উপর। ফলে, সাধারণ মুসলমানগণও আক্বীদাগত দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে বিভক্ত হয়ে আছে। বিশ্বের অপরাপর মুসলিম দেশগুলোর কথা বাদ দিলেও পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের বেলায় এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ

নেই। মুসলমানদের এধরণের পরস্পর বিরোধী আক্বীদা-বিশ্বাস পর্যালোচনা করলে কারো মনে এ প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে যে, আসলে কি ইসলামের কোন সঠিক রূপরেখা, আক্বীদা ও বিশ্বাস নেই?

ইখ্‌তেলাফ (মতানৈক্য) ও তার প্রকার ভেদ

এ পৃথিবীতে যতো ধর্মমত রয়েছে প্রত্যেক ধর্মেই মতানৈক্য বিদ্যমান। মৌলিক নীতিবিধান থেকে শুরু করে সামান্য বিষয় পর্যন্ত এ মতভেদ বিস্তৃত। কিন্তু, মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলামে আক্বাঈদ বা মৌলিক বিশ্বাসে ইখতেলাফ বা মতানৈক্যের কোন অবকাশ নেই। এতদসত্বেও মুসলমানদের মধ্যে আক্বাঈদ বা মৌলিক বিশ্বাস বিষয়ে যতো মতভেদ এযাবৎ হয়ে আসছে অভিশপ্ত শয়তান, ইয়াহুদী-নাসারা ও অমুসলমানদের ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের নিকট বড়ো প্রশ্ন হলো, আল্লাহ-এক, রাসুল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক, কোরআন এক, কেবলা এক; এতদসত্বেও মুসলমানদের মধ্যে এতো মতভেদ কেন? আক্বীদাগত দিক থেকে সুন্নী, ওহাবী, তাবলিগী, মওদুদী ইত্যাদি। আমলের দিক থেকে-হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী। তরীকতের দিক থেকে কাদেরী, চিশ্‌তী, সোহরাওয়ার্দী ও নকশবন্দী ইত্যাদি। এ বিষয়ে বুঝতে হলে ইসলামী বিধানের প্রকারভেদ ও তার স্বরূপ জানতে হবে।

আক্বাঈদের নির্ভরযোগ্য কিতাব শরহে আক্বাঈদ-এ-নাসাফীর ভূমিকায় বর্ণিত-

ان الاحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل و تسمى فرعية وعملية و منها ما يتعلق بالاعتقاد و تسمى اصلية واعتقادية-

অর্থাৎ শরীয়তের বিধানসমূহের মধ্যে অনেকগুলোর সম্পর্ক আসল পদ্ধতি ও পর্যায়ের সাথে রয়েছে। (যেমন ফরয, ওয়াজিব, মোস্তাহাব, হারাম ও মাকরূহ ইত্যাদি)। এগুলোকে বলা হয় আমল সংক্রান্ত ও শাখা-প্রশাখা বিষয়। (এসব বিষয় যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তাকে বলা হয়- ফিকাহ শাস্ত্র)। শরীয়তের অনেকগুলো বিষয় আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোকে বলা হয় মৌলিক বা বিশ্বাস সম্পর্কিত বিধান। আমল সংক্রান্ত বিধানসমূহ তার বিস্তারিত দলীল সহকারে জানার নাম 'ইলমুল ফিক্‌হ', আক্বাঈদ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ তার দলীল দ্বারা জানার নাম 'ইলমে কালাম'। এক কথায় ইসলামের বিধান দু'প্রকার (১) আক্বাঈদ বা বিশ্বাস সম্পর্কিত বিধান। যেমন আল্লাহ তা'আলা একক অদ্বিতীয়, তিনি চিরন্তন, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। নবী রাসুলগণ মাসুম বা নিষ্পাপ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবরের আযাব সত্য ইত্যাদি। (২) আমল সম্পর্কিত বিধান। যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, সদকায়ে ফিতর ও কোরবানী ইত্যাদি। প্রথম প্রকার হলো আসল ও মূল ভিত্তি। দ্বিতীয় প্রকারের যাবতীয় বিধান গ্রহণযোগ্য হবার জন্য আক্বাঈদ বিশুদ্ধ হওয়া পূর্বশর্ত। এ জন্য ইমামগণ বলেছেন-

اِنَّ كَثْرَةَ الصَّلٰوةِ وَالصِّيَامِ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْعَقِيْدَةِ الْفَاسِدَةِ

অর্থাৎ আক্বীদা ভ্রান্ত হলে অধিক নামায ও রোযা কোন উপকারে আসবে না। এ জন্য কোরআন পাকে প্রথমে ঈমান, অতঃপর আমলের কথা বলা হয়েছে। যেমন

وَ الْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحٰتِ

ঐ মাহবুবের যুগের শপথ, নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু যারা ঈমান-এনেছে এবং সৎকাজ করেছে।

অর্থাৎ প্রথম প্রকরের গুরুত্ব বর্ণনা করে ইমামগণ বলেন, যে ব্যক্তি ইলমে কালাম বা আক্বাঈদ সম্পর্কে জানলো না, সে আম্বিয়া কেরাম, কোরআন, হাদিস, উসুলে ফিকাহ ও ফিক্বাহ কিছুই জানলো না। (নিবরাস শরহে আক্বাঈদ-এ-নাসাফী,পৃষ্ঠা ১৩)।

ইসলামী বিধানের প্রকারান্তরে ইখতেলাফও দু'প্রকার। (১) উসুলী ইখতেলাফ বা মৌলিক বিষয়ে মতভেদ, (২) ফুরোয়ী ইখতেলাফ বা আমল সম্পর্কিত বিষয়ে মতভেদ। অতঃপর পবিত্র কোরআন ও হাদিসে যে ইখতিলাফ ও মতভেদকে উম্মতের ধ্বংস বা ভ্রষ্টতার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলো প্রথম প্রকার মতভেদ। এ প্রকার ইখতেলাফ থেকে দূরে থাকার জন্য পবিত্র হাদিসে হুযুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে বার বার সর্তক করেছেন । হযরত এরবায ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে আছে, তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জিবীত থাকবে, তারা অদূর ভবিষ্যতে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তোমরা আমি ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকাকে অবলম্বন করো এবং মজবুতভাবে আকড়ে ধরো।(আংশিক) ইবনে মাজা, আবু দাউদ, তিরমীযী, আহমদ। অনুরূপভাবে হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত হাদিসে হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হয়েছে তাদের নবীগণ সম্পর্কে ইখতেলাফ বা মতভেদের কারণে'। (ইবনে মাজা শরীফ)। আক্বাঈদ সম্পর্কিত বিষয়ে ইজতেহাদ জায়েয নেই। এ বিষয়ে ইজতেহাদ ভ্রষ্টতা ও আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে পড়ার কারণ। নিশ্চয়ই এটা জঘন্য পাপ। আক্বাঈদ সম্পর্কিত বিষয়ে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের' আক্বিদা হলো সবচেয়ে নিরাপদ ও একমাত্র সঠিক পথ। (আল ঈমান ওয়াল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৭৬, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক)।

ইসলামে এ যাবৎ যতো ভ্রান্ত দল-উপদলের আবির্ভাব ঘটেছে, তারা মূলতঃ আক্বাঈদ বিষয়ে মতানৈক্যের ফলে ইসলামের মূল ধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। ওহাবী, তাবলিগী, কাদিয়ানী, শিয়া এবং মওদুদী ইত্যাদি আক্বীদাগত মতভেদ। নিঃসন্দেহে এগুলো গোমরাহী; বরং এদের অনেক আক্বীদা কুফরী। আক্বাঈদ পর্বে তা বিস্তারিত আলোচিত হবে।

দ্বিতীয় প্রকার ইখতেলাফ অর্থাৎ আমল সম্পর্কিত বিষয়ে মতভেদকে হাদিস শরীফে 'রহমত' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ বিষয়ের উপর হযরত আল্লামা আবদুর রহমান জাযরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'রহমতুল উম্মা আলা ইখতেলাফিল আইম্মা' নামক একটি কিতাবও লিখেছেন, যা ইমাম আবদুল ওহাব শা'রানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখিত এতদসম্পর্কিত কিতাবের সাথে মুদ্রিত হয়েছে। এ সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, 'আমাদের ইমামদের মতভেদ হলো শরীয়তের মাসআলাসমূহ ইজতেহাদ ভিত্তিক। তাঁদের মধ্যে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াবলী ও আক্বাঈদ সম্পর্কিত বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। অনুরূপভাবে তাঁদের মধ্যে শরীয়তের ঐসব বিষয়েও কোন মতানৈক্য নেই যা দ্বীনের মৌলিক বিষয় হিসেবে হাদিসে মুতাওয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শরীয়তের কিছু কিছু আমল সম্পর্কিত বিধান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এর কারণ হলো তাদের খোদাপ্রদত্ত বোধশক্তি ও দলিলের শক্তির তারতম্য। এ প্রকার ইখতেলাফকে পবিত্র হাদিসে উম্মতের জন্য "রহমত" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছানুসারে এটা উম্মতের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে। (আল ঈমান ওয়াল ইসলাম পৃষ্ঠা ৭৬)

চার মাযহাব

কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াস দ্বারা শরীয়তের বিধানসমূহ নির্ণয় করার পদ্ধতি ও নীতিমালা নিয়ে মুজতাহিদগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও দলীলের অবস্থানুসারে শরীয়তের আমল সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে ঈমামগণের মধ্যে ইখতেলাফ বা মতানৈক্য বিদ্যমান। ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পাঠ, মোকতাদিগণ উচ্চস্বরে 'আমিন' বলা, রুকু থেকে উঠে রফে ইয়াদাইন বা দু'হাত উঠানো ইত্যাদি। এমন অনেক বিষয় নিয়ে মুজতাহিদগণের মধ্যে মতভেদের ফলে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী হতে অনেক মাযহাবের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মহান চার ইমাম- ইমাম আযম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের চার মাযহাবই স্থায়ী হয়েছে। অপরাপর ইমাম মুজতাহিদগণের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখিত ইমামগণের কারো না কারো সাথে অভিন্ন ছিল বিধায় সেগুলো এ চার মাযহাবে অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে এ চার ইমাম ব্যতিরেকে অন্য কোন ইমামের মাযহাব আজ অবশিষ্ট নেই। সব গুলোই বিলুপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়েছে। হযরত আল্লামা শেখ আহমদ মোল্লা জীবন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী-এ চার মাযহাবের অস্তিত্ব বিদ্যমান। বিশ্বব্যাপী এগুলোর অগণিত অনুসারীর অবস্থান মহান আল্লাহর নিকট এগুলোর গ্রহণযোগ্যতারই উজ্জ্বল প্রমাণ। (তাফসীরাতে আহমদীয়া)।

ইসলামের মৌলিক বিধান বা আক্বাঈদের দিক থেকে চার মাযহাবই "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের" উপর প্রতিষ্ঠিত। চার মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে আক্বীদা নিয়ে কোন মতভেদ নেই। মহান চার ইমাম একজন অপরজনের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। মহান চার ইমামের অনুপম আদর্শের প্রভাব প্রত্যেক অনুসারীদের উপর পড়েছে। ফলে, শাফেয়ী মাযহাবের অনেক বিশ্ব বরেণ্য আলেম হানাফী মাযহাবের মহান ইমাম হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাতে ইমাম আবু হানিফাকে চার ইমামের মধ্যে "ইমাম আযম" বলে অকপটে স্বীকার করেছেন। ইমাম ইবনে হাজর মক্কী হাইসামী শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "আল খায়রাতুল হেসান-ফী মানাকেবে আবি হানিফাতান্ নো'মান" ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "তাবয়ীযুচ্ছাহীফা ফী মানাকেবে আবি হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি"। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাগদাদ অবস্থান কালে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযার শরীফ যিয়ারতের জন্য কুফা আসতেন। অতঃপর ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উসিলা নিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন। এও প্রমাণিত আছে যে, হাম্বলী মাযহাবের সম্মানিত ইমাম হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুনাজাত কবুল হবার জন্য ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উসীলা গ্রহণ করতেন। এতে তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিস্ময় প্রকাশ করলে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বললেন, নিশ্চয়ই হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মানুষের জন্য সূর্যের ন্যায় এবং দেহের জন্য সুস্থতার মত। (আদ্দুরারুস্সানীয়া, মুদাররিসুল হারাম পৃষ্ঠা ২৮ ও ফতোয়া এ-শামী-এর মোকাদ্দমা দ্রষ্টব্য)।

চার মাযহাবের সম্মানিত ইমামগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ আক্বীদাগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন হওয়ার ফলে পরস্পরের শ্রদ্ধাবোধ আজও অবশিষ্ট রয়েছে। এক মাযহাবের অনুসারী ইমামের পেছনে "ইকতেদা" করতে অন্য মাযহাবের অনুসারীদের কোন সংকোচ নেই, নেই দ্বিধা দ্বন্দ্ব। চার মাযহাবের পারস্পরিক মতভেদের ফলে ইসলামের কোন প্রকার ক্ষতি হয়নি; বরং এর ফলে কোরআন-সুন্নাহর চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্র প্রশস্থ হয়েছে। সাধারণ মুসলমানগণ ইসলামের বিধি-বিধান পালনের এক একটা সুন্দর পদ্ধতি ও তরীকা লাভ

করেছে। অন্যথায় প্রত্যেকে স্থান, কাল ও পাত্র অনুসারে আমল করে ইসলামকে হাসির খোরাক বানাতো। চার মাযহাবের সম্মানিত চার ইমাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে খোদাপ্রদত্ত প্রতিভাবলে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনার যাবতীয় বিষয়ে নীতিমালা ও সুষ্ঠু সমাধান উদ্ভাবন করে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে অপরিসীম অবদান রেখে গেছেন। তাঁরা "চার মাযহাব হক" এর উপর ইজমা বা ঐক্যমত পোষণ করেছেন এবং বলেছেন, যে মুসলিম চার মাযহাবের কোন একটির "তাক্বলীদ" অনুসরণ করবে না, সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভূক্ত নয়। (আল ঈমান ওয়াল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৮৫)। চার মাযহাব থেকে বহির্ভূত ব্যক্তি গোমরাহ (তাফসীরে সা'বী)। (বিস্তারিত জা'আল হক প্রথম খণ্ড দেখুন)। কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের আলোকে তাক্বলীদ ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মৌং মওদুদীর মন্তব্য কতো জঘন্য! তিনি বলেন, "ইসলামী শরীয়তে এইরূপ হানাফী, শাফেয়ী, আহলে হাদিস প্রভৃতি আলাদা আলাদা দল গঠন করিবার কোন অবকাশ নাই। এইরূপ দলাদলি মূর্খতার কারণেই হইয়া থাকে।" (ইসলামের হাকীকত পৃষ্ঠা ৮০)।

এখানে তিনি হানাফী, শাফেয়ী ও 'আহলে হাদিস'কে একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলেন। আর ঢালাওভাবে সবাইকে মুর্খতার শিকার বলে অভিহিত করলেন। তিনি পরোক্ষভাবে মহান চার ইমামকেই মূর্খ হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। (নাউযুবিল্লাহ)। মাযহাবী মতভেদের ফলে মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রকার দলাদলি বিদ্যমান নেই। তবে 'আহলে হাদিসের' কারণে দলাদলি বিদ্যমান। হাদিসের মহান ইমামগণের মধ্যে যারা "মুজতাহিদে মুতলাক" (পরিপূর্ণ বা সর্বোচ্চ মানের মুজতাহিদ) ছিলেন না তাঁরা সবাই চার মাযহাবের কোন না কোন একটির অনুসারী ছিলেন। এমতাবস্থায় এ যুগের সাধারণ আলেম ও মুসলমান কিভাবে খেয়াল-খুশী মোতাবেক হাদিস অনুসরণ করে চলবে? সত্য কথা হলো, মৌং মওদুদীর এ ধরণের মন্তব্য আজ মুসলমানদের মধ্যে নতুন করে দলাদলির জন্ম দিচ্ছে। কোন না কোন একজন ইমামের অনুসরণ ব্যতিরেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালন আদৌ সম্ভব নয়, বিধায় চার মাযহাবের কোন না কোন একটির অনুসরণ ওয়াজিব।

চার মাযহাব আক্বীদাগত দিক দিয়ে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমলের ক্ষেত্রে পদ্ধতি ও পর্যায়গত পার্থক্যের ফলে এ যাবৎ কোন প্রকার বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়নি। চার মাযহাবের ইমামগণ ও অনুসারীগণ আক্বীদাগত ভাবে এক ও অভিন্ন হওয়ার ফলে পারস্পরিক কোন হিংসা-বিদ্বেষও নেই; বরং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বিধায় চার মাযহাবের পৃথক পৃথক অবস্থান ইসলামী ঐক্যের ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়। ইসলামী বা মুসলিম রাষ্ট্রে চার মাযহাবের

pdf By Syed Mostafa Sakib

সহাবস্থানও সমস্যার নয়। আক্বীদাগত মতভেদই মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি ও অনৈক্যের মূল ও একমাত্র কারণ।

ইসলামী ঐক্যের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপনকারী মৌং মওদুদীর ভ্রান্ত মতবাদের ফলে পাক-ভারত উপমহাদেশে আজ মারাত্মক বিপর্যয় নেমে এসেছে। তার ঈমান বিধংসী ভ্রান্ত মতবাদ সমাজের প্রতিটি স্তরে দলাদলির জন্ম দিচ্ছে, ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে ঐক্যের প্রাচীরে। এ দলাদলি পরিবার থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে বিস্তৃত হতে চলেছে। অনেক পরিবারে মওদুদী মতাবলম্বী ভাইয়ের সাথে সুন্নী আক্বীদা পোষণকারী ভাইয়ের সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন হতে দেখা যাচ্ছে। অনেক সুন্নী পিতা মওদুদী মতাবলম্বী ছেলের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখতে পারছেন না। এ ভ্রান্ত মতবাদের ফলে অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে। এ হলো মওদুদীর তথাকথিত ঐক্যমন্ত্রের কুফল।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, বিচার করুন! দলাদলি কি চার মাযহাবের ফলে, না মওদুদীর মতো ইসলাম বিকৃতকারীদের ঘৃণ্য মতবাদের ফলে ?

চার তরীকা

শরীয়ত হলো মূল আর তরীকা বা তরীকত হলো শরীয়তের সহায়ক ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের উত্তম পন্থা। এ ক্ষেত্রে বিশ্বের ইমাম ও ওলামার নিকট গ্রহণযোগ্য মূল তরীকা হলো চারটি। (১) কাদেরীয়াঃ পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সোবহানী, কুতবে রাব্বানী গাউসে আযম শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামের সাথে সম্পর্কিত। তিনিই এ তরীকার প্রধান ইমাম হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত, (২) চিশতীয়াঃ সুলতানুল হিন্দ, গরীব নেওয়ায, আতাউর রসুল খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতী হাসান সাঞ্জারী আজমিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ তরীকার প্রধান ইমাম, (৩) সোহরাওয়ার্দীয়াঃ হযরত শেখ শেহাবুদ্দীন ওমর সোহরাওয়ার্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ তরীকার প্রধান ইমাম, (৪) নক্‌শবন্দিয়াঃ হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ মুশকিল কোশা বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ তরীকার প্রধান ইমাম। এগুলোর অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। মোজাদ্দেদীয়া তরীকা নক্‌শবন্দিয়ারই অন্যতম শাখা। এছাড়াও অনেক তরীকা রয়েছে। তন্মধ্যে যেগুলোর নীতিমালা কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের আলোকে তরীকতের মহান ইমামদের আদর্শ ভিত্তিক, ঐ গুলো গ্রহণ ও অনুসরণ যোগ্য। আর যে গুলো এর পরিপন্থী সেগুলো অগ্রাহ্য ও বর্জনীয়।

চার তরীকা বা ঐগুলোর গ্রহণযোগ্য শাখা-প্রশাখার মূল উদ্দেশ্য হলো

মুসলমানদের আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ও রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের আলোকবর্তিকা মূলতঃ তরীকতের মহান ইমামগণ ও তাঁদের অনুসারী আউলিয়া কেরামের মাধ্যমেই প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। আউলিয়া কেরামের আদর্শ চরিত্র ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদী, নাসারা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাঁদের সংস্পর্শে এসে মুসলমানগণ খাঁটি ঈমানদার ও শরীয়তের অকৃত্রিম অনুসারীতে পরিণত হয়েছে। শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত মানুষ আউলিয়া কেরামের নেক নজরে সচ্চরিত্রের অধিকারী হয়েছে। সুতরাং, যাঁদের সাহচার্য অবলম্বন করার পর মুসলমানদের আক্বীদা, আমল ও আখলাক আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত আদর্শ মোতাবেক গড়ে উঠবে না, নিঃসন্দেহে এ সাহচার্য হবে নিষ্ফল। আউলিয়া কেরামের সংশ্রবে গিয়ে অগণিত পাপীষ্ঠ লোক পরিপূর্ণ ঈমানদার, খাঁটি মুসলমান এমনকি, বেলায়তপ্রাপ্ত হয়েছে। আউলিয়া কেরামের জীবনী গ্রন্থে এর হাজারো দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

চার তরীকা ও এগুলোর নীতিভিত্তিক শাখা-প্রশাখাসমূহ 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের' উপরই পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। চার মাযহাবের ন্যায় এক্ষেত্রেও কোন প্রকার জটিলতা নেই। এক তরীকার অনুসারীগণ অন্য তরীকার মহান ইমাম ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এক্ষেত্রে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব-কলহ থাকার অবকাশ নেই। কারণ, সকল তরীকা আক্বীদাগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন। তরীকতের এমন অনেক সম্মানিত পীর মাশায়িখ রয়েছেন যাঁরা একজন একাধিক তরীকার 'খেলাফতপ্রাপ্ত' হয়ে মুসলমানদের মধ্যে যোগ্যতানুসারে তরীকতের দীক্ষা দান করে থাকেন। তরীকাসমূহের মধ্যে কোন প্রকার বৈপরিত্ব না থাকার এটাই উজ্জ্বল প্রমাণ। সুতরাং, চার তরীকা ও এগুলোর শাখা প্রশাখা ইসলামে দলাদলি নয়; বরং এ হলো বিভিন্ন পন্থায় অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের উপায় মাত্র। পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারকদের শীর্ষস্থানীয় অলী গরীবে নেওয়ায হযরত খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযার শরীফ যিয়ারতে চিশতীয়াসহ অপরাপর সকল তরীকার অনুসারীগণ অধীর আগ্রহ ও অকৃতিম শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিনিয়ত আজমীর শরীফ গমন করছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য যে কোন তরীকার আউলিয়া কেরামদের মাযার শরীফ যিয়ারতে গমন করে থাকেন। এটা তরীকতসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও সম্প্রীতির অকাট্য প্রমাণ। অতএব, কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও দ্বন্দ্ব-কলহকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপার বলে ধরে নিতে হবে। কোন তরীকাতেই কোন ধরণের অপকর্মের প্রতি সমর্থন নেই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাযহাব ও মাশরাব (তরীকা) এর পারস্পরিক সেতুবন্ধন

মাযহাব ও তরীকত উভয়ের মধ্যে রয়েছে গভীর সম্পর্ক। তাইতো মাযহাবের মহান ইমামগণ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে ইমাম হয়েও তরীকতের ইমামের শরণাপন্ন হয়েছেন। হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলতেন আমি যদি তাঁর দরবারে কিছু কাল সংস্পর্শে না থাকতাম তাহলে ধ্বংস হয়ে যেতাম। অন্যান্য ইমামদের বেলায়ও একই দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। অপরদিকে তরীকতের মহান ইমামগণ শরীয়তের বিধি বিধান পালনে চার মাযহাবের যে কোন একটির তাক্বলীদ করেছেন। চিশতীয়া তরীকার ইমাম সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন মাযহাবের দিক থেকে হানাফী। হযরত সেহাবুদ্দীন ওমর সোহরাওয়ার্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন শাফেয়ী। হযরত গাউসে আযম মাহবুবে সোবহানী শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন হাম্বলী। হযরত শেখ-এ- আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন মালেকী। (তারিখ ইলমে ফিকহ,)। মাযহাব ও মাশরাব (তরীকা) এর মধ্যে কোন প্রকার বৈপরিত্ব নেই; বরং পরস্পরের মধ্যে রয়েছে গভীর সেতুবন্ধন। বিশ্বের অসংখ্য হানাফী মাযহাবের অনুসারী গাউসে আযম হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তরীকা-এ-আলীয়া কাদেরীয়ার অনুসারী। অনুরূপভাবে হানাফী অধ্যুষিত বাংলাদেশের সকল সুন্নী মুসলমান হুযুর গাউসে আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন। অতএব, ভিন্ন ভিন্ন নাম ও আমলের পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও মাযহাব ও মাশরাবসমূহের মধ্যে মূলতঃ কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ, মাযহাব ও তরীকতগুলো ইসলামের একমাত্র সঠিক রূপরেখা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের' উপরই প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট সকল দলাদলি ও অনৈক্যের মূল কারণ হলো-আক্বীদাগত মতপার্থক্য। এটি যতক্ষণ দূরীভূত হবে না ততোক্ষণ পর্যন্ত দল-উপদলে বিভক্ত মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হবার সম্ভাবনাও নেই।

সুন্নাত ও সুন্নী জামা'আত

'সুন্নাত' শব্দটি এক বচন, বহু বচন-'সুনান'। 'সুন্নাত' শব্দ আভিধানিক দিক থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়-তরীকা, পথ, পদ্ধতি, নিয়ম, চরিত্র, আদর্শ, রীতিনীতি ও স্বভাব। এ সবকটি সুন্নাত এর অর্থ। এটি ভাল-মন্দ উভয় বিশেষণে ব্যবহৃত হয়। পবিত্র হাদিসে বর্ণিত- مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً অর্থাৎ যে ব্যক্তি

ভাল তরীকা প্রচলন করল। অতঃপর বর্ণিত আছে - مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً অর্থাৎ যে ব্যক্তি মন্দ তরীকা প্রচলন করল। সুন্নাত শব্দের বিপরীত শব্দ হলো 'বিদ্আত' বা নব আবিষ্কৃত। ইসলামের মূলধারা ও একমাত্র সঠিক রূপরেখা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের' শাব্দিক ব্যাখ্যা হবে আহলে সুন্নাত অর্থাৎ হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বা তরীকা, অর্থাৎ আক্বীদা ও আমলের অনুসারীগণ। আর 'আল জামা'আত' দ্বারা সাহাবা কেরামকে বুঝায়। অতএব, যেসব মুসলমান আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা কেরামের অকৃত্রিম অনুসারী তাঁরাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। উল্লেখ্য যে, হাদিস শরীফে বর্ণিত 'সুন্নাত' দ্বারা রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকাকে বুঝানো হয়েছে। আর তরীকা শুধুমাত্র বাহ্যিক আমলের নাম নয়; বরং আক্বীদা ও আমল উভয়ের সমষ্টি গত নাম। আর এক সুন্নাত হলো 'ফিকহী সুন্নাত' অর্থাৎ ফিকাহ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে আমলের পর্যায়গত একটি অবস্থান। যেমন মেসওয়াক করা, পাগড়ী ব্যবহার ইত্যাদি সুন্নাত। হাদিস শরীফে উল্লেখিত 'সুন্নাত' দ্বারা ফিকহী সুন্নাত উদ্দেশ্য নয়, বরং তরীকাই উদ্দেশ্য। 'ফিকহী সুন্নাত' দু'প্রকারঃ (১) সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ, (২) সুন্নাতে যায়েদাহ। আর 'সুন্নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বা রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা বলতে-ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মোস্তাহাব, মানদুব ও মোস্তাহসানা, সবই অন্তর্ভূক্ত।

বাতিলপন্থীদের এক ঘৃণ্য ধোকাবাজি

বাতিলপন্থী ওহাবী, তাবলিগী ও মওদুদী মতাবলম্বী আলেমগণ সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে সহজে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে বলে বেড়ায়-'যারা সুন্নাত পালন করে তারাইতো সুন্নী'। অর্থাৎ যারা দাড়ি রাখে, মিছওয়াক করে, পাগড়ী বাঁধে, টিলা করে, তারা সবাইতো সুন্নী। অথচ 'সুন্নাত আমল' ও 'সুন্নী' এক নয়। যদি কেবলমাত্র সুন্নাত পালনের মাধ্যমে সুন্নী হয়, তাহলে কোন বাতিল ফিরকাকেই অন্য নামে চিহ্নিত করা যাবে না। কারণ, এ যাবৎ মুসলমানদের মধ্যে আবির্ভূত সকল বাতিল ফিরকা বাহ্যিক আমল তথা সুন্নাত পালনে বেশ যত্নবান দেখা গেছে। আর এভাবেই তারা সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে সহজে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস করে চলছে। তাইতো বিশুদ্ধ হাদিস শরীফে বাতিল দলসমূহের আকর্ষণীয় আমল দর্শনে ধোকায় না পড়ার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সতর্ক করেছেন। পূর্বোল্লেখিত 'হাদিস শরীফের আলোকে বাতিল ফিরকা সমূহ' অধ্যায় দেখুন। যদি শুধুমাত্র সুন্নাত পালনের মাধ্যমে সুন্নী হয় তাহলে খারেজী, শিয়া, রাফেযী, মো'তাযিলা,

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্বদরীয়া, জবরীয়া, মোশাবেহা প্রভৃতি সবাইকেই সুন্নী বলতে হবে। কারণ, প্রত্যেকের মধ্যেই সুন্নাত আমলের বেশ উপস্থিতি বিদ্যমান। সুতরাং, এটা বাতিলপন্থীদের চরম ধোকাবাজি ও কোরআন হাদিসের ঘৃণ্য অপব্যাখ্যা। প্রকৃতপক্ষে সুন্নী হলো তারা, যাঁরা ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা সমূহে বিশ্বাসী।

ইসলামী ফিকাহর দৃষ্টিতে যেসব বিষয় সুন্নাত হিসেবে স্বীকৃত ঐগুলোর আমল নিঃসন্দেহে ঈমানদারের জন্য সাওয়াব জনক এবং আল্লাহ তা'আলা ও রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেযামন্দি হাসিলের অনন্য মাধ্যম এবং নবী প্রেমের স্বাক্ষর। যে ক্ষেত্রে আক্বীদা বিশুদ্ধ না হলে অধিক নামায, রোযা ও অপরাপর আমল নাজাতের উসিলা হতে পারে না, সে ক্ষেত্রে জঘন্য আক্বীদাপোষণ করে সুন্নাতের আমল বৃথা; বরং ধোকাবাজির নামান্তর। সুন্নাত আমল উপকারে আসবে সুন্নীদের জন্য। অর্থাৎ যাদের আক্বীদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মোতাবেক তাদের জন্যই ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইত্যাদি কাজে আসবে এবং নাজাতের উসিলা হবে। যারা নবীকুল শিরোমনি হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান শানে জঘন্য বেয়াদবী করে তাদের 'সুন্নাত' পালনের কিইবা গুরুত্ব থাকতে পারে? এদের সুন্নাত পালন সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধোকায় ফেলে ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস করার অপকৌশল মাত্র।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত -এর নামকরণ

বর্ণিত হাদীসে 'নাজাত প্রাপ্ত একমাত্র দল' -এর নামকরণ 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' কখন হয়, তা ঠিক করে বলা মুশকিল। তবে এতটুকু জানা যায় যে, আব্বাসীয় খলীফা মুতাওয়াক্কিল-এর শাসনামলে ইমাম আবুল হাসান আশআরী কর্তৃক পেশকৃত আক্বাঈদ প্রকাশিত হবার পর 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' নামটি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করে। এই সময় জমহুর উম্মাহ, জামা'আত এবং আহলুস্ সুন্নাহ এই জাতীয় নামের স্থলে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' এই পরিভাষাটি অধিকতর প্রচারিত হয়। মুহাম্মদ আলী যাবী 'আল ফিরাকুল ইসলামীয়া' গ্রন্থে লেখকের উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, এই সময় মুসলিমগণ সাধারণত আবুল হাসান আল আশআরীর মাযহাব অবলম্বন করেন, যা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' সংক্ষেপে সুন্নী নামে অভিহিত হয়। (মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৩০)।

ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী হলেন, হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অধঃস্তন সপ্তম পুরুষ। তিনি 'আহলে সুন্নাত ওয়াল

জামা'আতের' দুই মহান ইমামের অন্যতম একজন। তাঁর অনুসারীদেরকে 'আশায়েরা' বলা হয়। 'কাশ্‌ফ'-এর অধিকারী জনৈক অলি হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইমাম আবুল হাসান আশআরী সম্পর্কে স্বপ্নে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমিই বলেছি, আমার উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য আর তা হলো -

الايمان امان والحكمة ايمانيه

ইমাম আবুল হাসান আশআরী প্রথমে প্রখ্যাত মো'তাযেলী আবু আলী জুব্বায়ীরের শিষ্য ছিলেন। অতঃপর তিনি 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে' ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ মো'তাযেলা সম্প্রদায়ের ভ্রান্তআক্বীদা খণ্ডনে আত্মনিয়োগ করেন। ইমাম আবুল হাসান মাযহাবের দিক থেকে শাফেয়ী ছিলেন। তিনি ২৬০ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩৩০ হিজরী পরবর্তী সময়ে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আবুল মনসুর মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ সমরকন্দি মাতুরিদী তাঁর উপাধি আলামুল হুদা (হিদায়তের চিহ্ন)। তিনি হলেন ওলামা-এ-আহলে সুন্নাতের ইমাম। তিনি মাযহাবের দিক থেকে হানাফী ছিলেন। ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শিষ্য ইমাম মুহাম্মদের ছাত্র হযরত ইমাম আবু বকর জউযানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র হলেন হযরত আবু নসর আয়ায। তাঁর শিষ্য হলেন ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত আবুল মনসুর মাতুরিদী। আক্বাঈদ বিষয়ে তাঁর অনুসারীগণ মাতুরিদী হিসেবে পরিচিত। তিনি বাতিল ফিরকা সমূহের খণ্ডনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখে গেছেন। কিতাবুত তাওহীদ, কিতাবুল মাকালাত, আওহামুল মো'তাযিলা, রদ্দুল উসুলিল খামাসা লে-আবি মুহাম্মদ, হাবী ইত্যাদি। হানাফীগণ আক্বাঈদের ক্ষেত্রে তাঁকেই অনুসরণ করেন। এ মহান ইমাম ৩৩৫ হিজরী সনে জাকারদিস নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। তাঁর রওযা শরীফ জিয়ারত করে যিয়ারতকারীগণ সর্বদা বরকত হাসিল করেন। (নিবরাস, পৃষ্ঠা ২৯৯)।

এ দু'জন মহান ইমাম তাঁদের সমকালীন সকল ভ্রান্তআক্বীদা খণ্ডন করেছেন কোরআন-সুন্নাহর আলোকে। যা 'হক ও বাতিল' আক্বীদার পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছে। পরবর্তী সময়ে নতুন নতুন বাতিল দল-উপদলের আবির্ভাব হলে, প্রত্যেক যুগে তাঁদের অনুসারীগণ এসব বাতিল আক্বীদা সমূহের খণ্ডন করেছেন এবং যেসব মুসলমান ঐসব বাতিল আক্বীদা হতে বিরত থেকে সেসব ওলামা কেরামের পদাংক অনুসরণ করেছেন, তারাই হলেন সুন্নী মুসলমান। কেউ কেউ নিজেদের ভ্রান্তআক্বীদা গোপন করে বলে বেড়ায়, আমরা তো ইমাম আবুল হাসান আশআরী ও ইমাম আবুল মনসুর মাতুরিদীর প্রকৃত

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুসারী, সুতরাং আমরাও সুন্নী। এটা তাদের চরম ধোকাবাজী। কারণ, এ দু'মহান ইমামের পরবর্তী যুগে এমনসব ভ্রান্তির আবির্ভাব ঘটেছে যা তাঁদের যুগে ছিল না। বিধায় সেসব নিয়ে তাঁরা কোন আলোচনা ও সিদ্ধান্ত দেননি। অথচ ঐসব নতুন ভ্রান্তআক্বীদা নিঃসন্দেহে কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী। যেমন "আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন; কিন্তু বলেন না।" (ওহাবীদের আক্বীদা)। "হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেয়ালের পেছনে কি আছে, তাও জানেন না।" (বারাহিনে ক্বাতেয়া, কৃতঃ মৌং খলীল আহমদ আম্বেটেভী)। এধরণের অনেক ভ্রান্তআক্বীদা আছে যা আক্বাঈদ পর্বে আলোচিত হবে। অতএব এধরণের জঘন্য আক্বীদা পোষণ করে শুধুমাত্র তাঁদের অনুসারী হবার বাহানা দিয়ে নিজেদেরকে সুন্নী দাবী করা প্রহসন নয় কি?

অনুরূপভাবে বাতিল ফিরকার আলেমগণ "বাহরুর রায়েক" কিতাবের একটি হাদিসের আশ্রয়ে নিজেদের অসংখ্য ভ্রান্ত আক্বীদাসত্ত্বেও সুন্নী বলে দাবী করে বলে বেড়ায়, নিম্নোক্ত ১০টি নিদর্শন বা চিহ্ন থাকলেই সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী বা সুন্নী।

(১) পাঁচওয়াক্ত নামায জামা'আত সহকারে আদায় করা, (২) সাহাবা কেরামের সমালোচনা ও তাঁদের কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকা, (৩) ন্যায়পরায়ন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা, (৪) স্বীয় ইমামে সন্দেহ মুক্ত হওয়া, (৫) দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রকার বাড়া-বাড়ী না করা, (৬) তাক্বদীরের (ভাল-মন্দ) উপর ঈমান রাখা, (৭) তাওহীদবাদী কাউকে কাফির আখ্যায়িত না করা, (৮) কোন আহলে কিবলার জানাযার নামায পড়া থেকে বিরত না থাকা, (৯) সফরে কিংবা বাড়ীতে (শরীয়ত সমর্থিত) মোজার উপর 'মসেহ' করাকে বৈধ মনে করা এবং (১০) নেক্কার ও বদকার নির্বিশেষে প্রত্যেক লোকের পেছনে নামায পড়াকে যায়েয মনে করা । (তাক্মালাতুল বাহরীর রায়েক, কৃতঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আত্তাউরী)।

অতঃপর 'হারী' কিতাবের উদ্বৃতি দিয়ে আরো বর্ণিত হয় যে, ঐ মুসলিম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী হবে যার মধ্যে এ দশটি বিষয় বিদ্যমান। (১) আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে এমন কোন উক্তি না করা, যা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর ক্ষেত্রে শোভা পায়না। (যেমন আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন বলে বিশ্বাস করা), (২) আল্ কোরআন আল্লাহর কালাম, সৃষ্টি নয় বলে বিশ্বাস করা, (৩) জুমা এবং দু'ঈদের নামায প্রত্যেক নেককার বা বদকারের পেছনে যায়েয মনে করা, (৪) তাক্বদীর (ভাল-মন্দ) আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বাস করা, (৫) দু'মোজার উপর মসেহ বৈধ মনে করা, (৬) ন্যায়পরায়ন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা, (৭) খোলাফায়ে রাশেদীনকে সকল সাহাবা কেরামের

উপর শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করা, (৮) গুনাহের কারণে কোন আহলে কিবলাকে (অর্থাৎ কিবলার দিকে নামায আদয়কারী) কাফির না বলা, (৯) আহলে কিবলার জানাযার নামায বৈধ মনে করা এবং (১০) সুন্নী জামা'আতকে রহমত ও অন্য ফিরকাকে আযাব মনে করা। (তাকমালতুল বাহরীর রায়েক, পৃষ্ঠা ১৮২)

আহলে সুন্নাত এর পরিচয় সম্বলিত আরো একটি হাদিসের উদ্বৃতি শরহে আক্বাঈদ-এ-নাসাফীতেও বর্ণিত আছে। হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের' পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন শেখাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে মুহাব্বত করা। খাতানাইন অর্থাৎ হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা সম্পর্কে সমালোচনা না করা এবং দু'মোজার উপর মসেহ করা।(শরহে আক্বাঈদ-এ-নাসাফী)।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, শুধুমাত্র উপরোক্ত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে কাউকে সুন্নী বলার অবকাশ নেই। কারণ প্রথমতঃ এগুলো নির্দশন বা চিহ্ন। স্মরণযোগ্য যে, কোন কিছুর চিহ্ন তার বাস্তব নয় বরং চেনার উপায় মাত্র। গোঁফ, দাড়ি পুরুষের চিহ্ন কিন্তু হরমোনগত জটিলতার কারণে অনেক নারীরও গোঁফ-দাড়ি দেখা যায়। তখন শুধুমাত্র পুরুষের চিহ্নের ভিত্তিতে নারীকে পুরুষ বলা যাবে না। কারণ এগুলো পুরুষের বাস্তব নয়। অনেক পুরুষের গোঁফ-দাড়ি গজায় না তাকে এ কারণে নারী বলাও যাবে না। কারণ কেবলমাত্র গোঁফ-দাড়ি না থাকা নারীর বাস্তব নয়। দ্বিতীয়তঃ এ হাদিসের বিশুদ্ধতা নিয়েও আপত্তি রয়েছে, কারণ এ হাদিস সনদ বিহীন এবং সংকলক কোন্ কিতাব থেকে সংকলন করেছেন তারও উল্লেখ নেই। তৃতীয়তঃ নিদর্শন বা চিহ্ন সমূহের বর্ণনায় মিল নেই। কোন কোন চিহ্ন এক বর্ণনায় আছে অপর বর্ণনায় নেই। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো তখনকার যুগের পরিপ্রেক্ষিতে চিহ্ন হিসেবে প্রযোজ্য ছিল; বর্তমানে এসব চিহ্ন যথেষ্ট নয়। বর্তমানে শুধুমাত্র এসব চিহ্নের ভিত্তিতে সুন্নী বলার অবকাশ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, বর্ণিত চিহ্নসমূহের মধ্যে রয়েছে পাঁচওয়াক্ত নামাজ জামা'আত সহকারে আদায় করা। এখন কেউ পাঁচওয়াক্ত নামাজ জামা'আত সহকারে আদায় করলো। সাথে সাথে এ আক্বীদাও পোষণ করলো যে, "নামাযে রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধ্যান গরু-গাধার খেয়াল থেকে অনেক বেশী খারাপ।" (সিরাতে মোস্তাকিম, কৃতঃ মৌং ইসমাইল দেহলভী)। বলুন, এধরণের ঈমান বিধংসী আক্বীদা নিয়ে পাঁচওয়াক্ত নামায আদায়কারীকে কিভাবে সুন্নী বলা যাবে। বরং তাকে সুন্নী বলাতো দূরের কথা মুসলমানও বলা যাবে না। এখানে আরো কয়েকটি নিদর্শন নিয়ে ব্যাখ্যা ক

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রয়োজনীয়। যেমন, নেককার-বদকার নির্বিশেষে সকল মুসলিমের পেছনে নামায পড়াকে বৈধ মনে করা। কিন্তু ফক্বীহগণ এটাকে সহজভাবে দেখেননি। তাঁরা ফাসিকের পেছনে নামায পড়াকে মাকরুহে তানজীহ বলেছেন। অতঃপর ফাসিককে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) ফাসিকুল আমল, (২) ফাসিকুল আক্বীদা। (কবীর, শরহে মুনিয়াতুল মুসল্লী)। ফাসিকুল আক্বীদা অর্থাৎ ভ্রান্তআক্বীদা পোষণ কারীর পেছনে নামায পড়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। অতঃপর কোন মুসলমানকে গুনাহের কারণে কাফির না বলা; কারণ গুনাহের কারণে মুসলমানের ঈমান ধ্বংস হয় না। কিন্তু কোন মুসলমানের কুফরী প্রমাণিত হলে তাকে কাফেরই বলতে হবে, অন্যথায় নিজের ঈমান ধ্বংস হয়ে যাবে।

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর নামকরণ ঐতিহাসিকদের মতে খলীফা মুতাওয়াক্কিলের খেলাফত কালে অনুমেয় হলেও "বাহরুর রায়েক" কিতাবের বর্ণনা সূত্রে এটা হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবান থেকেই প্রমাণিত। যেমন-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عُمَرَ عِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اِسْتَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهُ وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا عَشَرُ حَسَنَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشَرُ دَرَجَاتٍ-

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমা হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করেন। তার প্রত্যেক কদমের জন্য দশটি পূণ্য লিপিবদ্ধ করা হবে ও তার দশ দরজা পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে (বাহরুর রায়েক ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮২)।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ الْمُؤْمِنُ اِذَا اَوْجَبَ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ اِسْتَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهُ وَقَضَى حَوَائِجَهِ غَفَرَلَهُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا وَكَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ-

অর্থাৎ হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈমানদার যখন আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসরণকে নিজের উপর অপরিহার্য করে নেয়, তখন আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন। তাঁর চাহিদাগুলো পূর্ণ করেন। গুণাহসমূহ মাফ করেন এবং তাঁকে জাহান্নাম ও নিফাক (মোনাফেকী) থেকে মুক্তি দান করেন। (বাহরুর রায়েক ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮২)।

সচেতন পাঠক বৃন্দ! এবার আপনাদের খেদমতে মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান বাতিল দলসমূহের ভ্রান্তআক্বীদা গুলো ঐ সব ভ্রান্তদলের কিতাবাদি থেকে উপস্থাপন করছি। পাশা পাশি 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' -এর আক্বীদাগুলোও তুলে ধরছি। যাতে মুসলমানদের মধ্যকার বিভেদের মূল কারণ সমূহ সহজেই অনুধাবন করতে পারে। এবং বাতিল দলগুলোর ভ্রান্ত আক্বীদার সাথে ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাগুলোকে তুলনামূলক যাচাই করে নিজ ঈমান আক্বীদা শুদ্ধ ও মজবুত করতে সহজ হয়। প্রত্যেক ভ্রান্তদলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রথমে উপস্থাপন করা হবে অতঃপর তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহ।

মওদুদী মতবাদ

মওদুদী মতাবলম্বীদের রাজনৈতিক সংগঠন- জামাতে ইসলামী প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তানের মৌং আবুল আলা মওদুদী। যিনি মাসিক "তরজুমানুল কোরআন" হায়দারাবাদ এর সম্পাদক থেকে জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীর হন এবং রাজনৈতিক ও ইসলামী শরীয়তে বিভিন্ন বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিংশ শতাব্দীর বিতর্কিত ব্যক্তিতে পরিণত হন। বিশ্ব ওলামা যেসব কারণে মৌং মওদুদীর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন তন্মধ্যে ইসলামী আক্বাঈদ ও শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় প্রাধান্য পেয়েছেন। তার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ও তৎপূর্ব অবস্থায় তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ে গঠনমূলক বক্তব্যের কারণে সাধারণ মুসলমান ও ওলামা কেরামের নিকট যেভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে একই বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, মনগড়া ব্যাখ্যা, নবী-রাসুল, সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, চার ইমাম, মুজাদ্দিদগণ, আউলিয়া কেরাম সম্পর্কে মানহানিকর উক্তির ফলে সেভাবে বিতর্কিতও হয়েছেন। তার আকর্ষণীয় ও ইসলামী গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ সমূহ অনেক আলেমকে তার প্রতি অন্ধভক্তে পরিণত করে। অনেকে শুধুমাত্র তার প্রবন্ধ পড়ে তাকে না দেখেও তার একান্ত সমর্থক হয়ে পড়েন। তন্মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ মানযুর নো'মানী অন্যতম। নো'মানী "মাসিক তরজুমানুল কোরআন" পাঠে রীতিমত অভ্যস্থ হয়ে গেলেন এবং মওদুদীর মাধ্যমে একটি সফল ইসলামী আন্দোলন হতে পারে বলে দৃঢ় বিশ্বাস করতে লাগলেন। অতঃপর নো'মানী মওদুদীর সাথে পত্র মারফত সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইতোমধ্যে মওদুদী ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে অকৃত্রিম ইসলামী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা মুসলমানদের নিকট পেশ করে মাসিক তরজুমানুল কোরআনের মাধ্যমে। নো'মানী বলেন, আমি এতে তার সাথে একমত ছিলাম। অতঃপর মওদুদী পত্রলিখে আমাকে জানালেন যে, এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্য হায়দারাবাদ অনুকূল ক্ষেত্র নয়। একারণে আমি পাঞ্জাবে আমার অবস্থান ও এ পরিকল্পনার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি স্থান নির্ণয় করেছি এবং এখানে স্থানান্তরিত হবার কারণে আমি ব্যস্ত। এরপর তিনি আমাকে একসময় খবর দিলেন যে, আমি অমুখ তারিখ দিল্লী আসতেছি, এখানে আমি মহল্লা চুড়ী দালান শামণী কটেজে অবস্থান করব। আপনি উক্ত তারিখ দিল্লী আসেন, সেখানে বসে ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। (মাওঃ মওদুদীকে ছাত মেরী রেফাকাত কী ছারগুযিস্ত আওর আ'ব মেরা মাওকাফ পৃষ্ঠা ২১-২৪ কৃতঃ মাওঃ মানযুর নো'মানী)।

মাওলানা মানুযর নো'মানী বলেন, তখনও পর্যন্ত মওদুদীর সাথে আমার সকল সম্পর্ক সাক্ষাৎহীন। ইতোপূর্বে তার সাথে সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। অতএব, আমিও তার সাথে সাক্ষাত ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা নির্দ্ধারণে আলোচনার উদ্দেশ্যে দিল্লী সফর করলাম। ইতোপূর্বে আমি একথা শুনেছি যে, তার ঈমানী চেতনা লব্ধ প্রবন্ধসমূহ ও তার জীবন চলার পদ্ধতি একটি অপরটি থেকে ভিন্ন ধরণের। অর্থাৎ মওদুদী যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার জোরালো সমর্থক কিন্তু তার মধ্যে সেই ইসলামী জীবন পদ্ধতি নেই। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে আমাকে অবহিত করেছেন তিনি মওদুদীর পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। আমার মতে "তরজুমানুল কোরআন" দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি আমাকে মওদুদীর সম্পর্কে বলেছেন যে, মওদুদী দাঁড়ি মুণ্ডান। অর্থাৎ তিনি এখনও দাঁড়ি রাখেননি। নো'মানী বলেন, এটা শুনে আমি রীতিমত অবাক চিত্তে দুঃখপ্রকাশ ও আফসোস করলাম এবং হতাশায় নিমজ্জিত হলাম। কিন্তু দিল্লীতে এ সাক্ষাতের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে হায়দারাবাদ থেকেই এক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি যে, এখন মওদুদীর জীবন পদ্ধতিতে আমাদের জন্য মনোরম পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। একজন সম্মানিত ব্যক্তি লিখেছেন যে, এখন মওদুদীর চেহারায় ঈমানের ক্ষেত্র গযাতে শুরু করেছে। অর্থাৎ এখন দাঁড়ি রেখেছেন। এতে আমি বেশ আনন্দিত হলাম। যাই হোক আমি মওদুদীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দিল্লী পৌছলাম। চুড়ি দালানে "শামণী কটেজে" গিয়ে সাক্ষাত করলাম। বাস্তব হলো যে, তখন মওদুদীকে প্রথম বারের মত দেখে মন-মস্তিষ্ক নাড়া দিয়ে উঠল। কারণ তখনও পর্যন্ত মওদুদীর বাহ্যিক চাল চলন যা হওয়া উচিত ছিল তা থেকে অনেক ব্যতিক্রম। তখন যদিও একেবারে ক্লীনসেব ছিলেন না কিন্তু সেদিক থেকে তার মধ্যে নাম মাত্র পরিবর্তন এসেছিল। (মাওঃ মওদুদী কে ছাত মেরী রেফাকাত কী ছারগুযিস্ত পৃষ্ঠা ২৫ ও ২৬)। এসব হলো ১৯৩৭ সনের।

নো'মানী বলেন ইতোমধ্যে মওদুদী হায়দারাবাদ থেকে পাঞ্জাবের পাঠান কোর্টের নিকট 'দারুল ইসলাম' নামক নবনির্মিত কমপ্লেক্সে স্থানান্তরিত হয়েছেন। দিল্লীর সাক্ষাতের কয়েক মাস পর মওদুদী সংগঠন প্রতিষ্ঠাকল্পে এক সভার আহবান

জানালেন তরজুমানুল কোরআনের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট তারিখে এ অধমও দারুল ইসলামে পৌছেগেলাম। বড় আশা ছিল যে, মওদুদীর চাল চলনে পরিবর্তনের যে কর্মসূচী আরম্ভ হয়েছিল মনে হয় তা এখন অনেক অগ্রসর হয়েছে এবং তিনি বেশ বদলে গেছেন। কিন্তু এখানে এসে তার সাথে দু'একদিন কাটালাম তখন বেশ দুঃখ পেলাম এবং হতাশ হলাম। এখনো তিনি নিজেকে বদলানোর ইচ্ছে করেন নি। (মাওঃ মওদুদীকে ছাত মেরী রেফাকাত কী ছারগুযিস্ত আওর আ'ব মেরা মাওকাফ পৃষ্ঠা ২৭-২৯)।

নো'মানী বলেন, অতঃপর একপর্যায় 'এদারা-এ -দারুল ইসলামের' কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ১৯৩৯ সনে শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এ সময় আমি লাহোরে সফরে গিয়ে মওদুদীর ব্যক্তিগত জীবনে আমূল পরিবর্তনের খবর জানতে পেরে আনন্দিত হই এবং পূনরায় ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে তার সাথে আলাপ আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অতঃপর তার সাথে সাক্ষাৎ পূর্বক তার ব্যক্তিগত বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করার প্রস্তাব করলে তিনি রাযী হন। (মাওঃ মওদুদীকে ছাত মেরী রেফাকাত কী ছারগুযিস্ত আওর আ'ব মেরা মাওকাফ পৃষ্ঠা ৩৪-৩৮)

মওদুদীর সাথে নো'মানীর সম্মুখ আলোচনা

আলোচনার বিষয় (১) নির্দিষ্ট ইমামের তাক্লীদ, (২) দাঁড়ি ও (৩) সুন্নতী চুল। তখনও মওদুদীর দাঁড়ি খুব ছোট ও মাথায় ইংলিশ স্টাইলের চুল ছিল। (মাওঃ মওদুদীকে ছাত মেরী রেফাকাত কী ছারগুযিস্ত আওর আ'ব মেরা মাওকাফ পৃষ্ঠা ৩৮)।

নো'মানী উপরোক্ত কোরআন -সুন্নাহ ও হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদৃতি দিয়ে আলোচনা পেশ করলে মওদুদী শেষ পর্যন্ত হার মানেন এবং নো'মানীর সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন। (মাওঃ মওদুদী কে ছাত মেরী রেফাকাত কী ছারগুযিস্ত পৃষ্ঠা ৩৪-৩৮)। কিন্তু পরবর্তীতে মওদুদী উপরোক্ত বিষয়ে মত পরিবর্তন করে ফেলেন।

তাকলীদ সম্পর্কে মওদুদী বলেন, আমি না আহলে হাদিসের মাযহাবকে তার বিস্তারিত বিবরণ সহকারে সঠিক মনে করি, না আমি হানাফি বা শাফেয়ী কোন মাযহাবের অনুসারী। (রাসায়েল মাসায়েল, জামাতে ইসলামী কা শানদার মহল পৃষ্ঠা ৭৮)।

মওদুদী দাঁড়ি সম্পর্কে বলেন, দাঁড়ি কাটা ছাঁটা জায়েয। কেটে ছেটে একমুষ্ঠির কম হলেও ক্ষতি নেই। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পরিমান দাঁড়ি রেখেছেন সে পরিমাণ দাঁড়ি রাখাকে সুন্নাত বলা হয় এবং উহার অনুকরণে জোর দেয়া আমার মতে মারাত্মক অন্যায়। (রাসায়েল মাসায়েল ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৭৪; মিস্টার মওদুদীর নুতন ইসলাম পৃষ্ঠা ৪০)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ সভায় যোগদানের পূর্বে মওদুদীর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনে নিজকে সংযুক্ত রাখার মানসিকতা নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু উপরোক্ত কারণে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তাকে স্পষ্টভাবে আমার অপারগতা জানিয়ে দিলাম এবং সদস্য হওয়া থেকে বিরত থাকলাম। তখন গঠিত কমিটির নাম ছিল এদারা-এ- দারুল ইসলাম। যার আমীর মৌং মওদুদী, সদস্য ছিলেন চারজন।

জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা

১৩৬০ হিজরী শাবান ১৯৪১ হিজরী আগষ্ট মাসে জামাতে ইসলামী নামে একটি নতুন দল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর আমীর মওদুদী এবং নায়েবে আমীর ৪ জন (১) মৌং মুহাম্মদ মানুযর নো'মানী, (২) মাওঃ আমিন এছলাহী, (৩) মাওঃ ছিবগাতুল্লাহ মাদ্‌রাছী ও (৪) মাওঃ জাফর নদভী।

অতঃপর একসময় জামাতের কেন্দ্রীয় অফিস পুনরায় পাঞ্জাব পাঠান কোর্টের নিকটে দারুল ইসলামে স্থানান্তরিত হয়। অত্র অফিসে আমি এক সপ্তাহ কাল অবস্থান করতেই আমার নিকট এমন কিছু বিষয় ধরা পড়ে যদ্বারা বুঝতে পারলাম যে, জামাতের প্রত্যেক 'রুকন' এর শরীয়তের পাবন্দী আমলী তাকওয়ার ক্ষেত্রে যে ধরণের শর্তারোপ করা হয়েছিল স্বয়ং মওদুদী নিজেকে তখনও পর্যন্ত শরীয়তের প্রতি অতটুকু পাবন্দ বা যত্নবান করে তুলেননি। জামাতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন পূর্বে তার সাথে একান্ত আলোচনায় তাকওয়া ও শরীয়তের বিধান পালনে যত্নবান হবার যে অবস্থা মওদুদী সম্পর্কে আমি অনুধাবন করেছিলাম, বাস্তবে তার অবস্থা সেরূপ নয়। বরং এ বিষয়ে তার মধ্যে অলসতা পরিলক্ষিত হয়েছে যা তাকওয়ার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। (মাওঃ মওদুদীকে ছাত মেরী রেফাকাত কী ছারগুযিস্ত আওর আ'ব মেরা মাওকাফ)।

এমনি ভাবে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে মওদুদীর কথায় ও কাজে গরমিলের ফলে জামাতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার পর পৌনে দু'বছর যাবৎ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে শেষ পর্যন্ত জামাত থেকে ইস্তেফা দেন। (মাওঃ মওদুদীকে ছাত মেরী রেফাকাত কী ছারগুযিস্ত আওর আ'ব মেরা মাওকাফ পৃষ্ঠা ৬৮ ও ৬৯)।

অতঃপর নো'মানী বলেন, আমি আমার খোদার সামনে আরয করব যে, আমি আপনার কিতাব ও আপনার দ্বীনের আলোকে (মওদুদীর) এসব ভুল ভ্রান্তিকে বক্রতা, গোমরাহি ও উম্মতের জন্য ফিতনা মনে করি। এ জন্য ফরয মনে করি এগুলো সুস্পষ্ট ভাবে মুসলমানদের নিকট পেশ করা। বয়সের দিক থেকে মৃত্যু কাল নিকটে মনে করে গুরুদায়িত্ব পালন ও দায়মুক্ত হবার নিয়তে ঐ সব বিষয় লিখে প্রকাশ করলাম। (এ সম্পর্কে তার লিখিত কিতাবের নাম - মাওঃ মওদুদীকে ছাত মেরী রেফাকাত কী ছারগুযিস্ত আওর আ'ব মেরা মাওকাফ।

এমনিভাবে আরো অনেকে "জামাতে ইসলামীর"মনগড়া ইসলামের স্বরূপ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হয়ে জামাত ত্যাগ করে তাওবা করেছেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম দু'টি ছন্দে মুহিউদ্দীন আহমদ-এর পক্ষ থেকে জনৈক প্রকাশ করেছেন-

نه تنها ازیں بیگانه رفتم - علی اشرف و منظور هم رفت

زغازی و محی الدین احمد - زعالم ان شب دیجور هم رفت

অর্থাৎ আমি একা 'মওদুদীর অন্ধকার ঘর থেকে বের হইনি, বরং আলী, হাকীম, আবছার, রহিম, আশরাফ ও মৌং মানযুর নো'মানীও বেরিয়ে গেছেন। আর আবদুল জব্বার গাজী, মুহীউদ্দীন আহমদ ও মাওলানা মসউদ আলম নদভী থেকেও ঐ অন্ধকার রাত দুরিভূত হয়ে গেছে। (মওদুদী সাহেব আকাবেরে উম্মত কী নযর মে, পৃষ্ঠা ১৫৫)।

অনুরূপভাবে মৌং সায়াদ খালেদ, মাওঃ আবদুল গাফফার হাসান, শায়খ সোলতান আহমদ, মাওঃ আমিন আহসান এসলাহী, মাওঃ আবুল হাসান আলী নদভী ও মাওঃ কাউসার নেয়াযী প্রমুখ আলেমগণ জামাতে ইসলামীর স্বরূপ বুঝতে পেরে ত্যাগ করেন। (মিষ্টার মওদুদীর নতুন ইসলাম, পৃষ্ঠা ৭)।

যেসব বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাথে মৌং মওদুদীর মতবিরোধ

আল্লাহ তা'আলা, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মান-মর্যাদা, ফেরেস্তা, আম্বিয়া, সাহাবা, মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, ইমাম মাহদী, ওলামা কেরাম, পীর মাশাইখ, সাধারণ মুসলমান, ইসলাম, কোরআন, হাদিস, উসুলে হাদিস, তাফসীর , ফিকাহ, তাসাউফ, আসমাউর রেজাল, মাযহাব, তাক্বলীদ, আদম আলাইহিস সালামের সিজদা, সাত আসমান, পর্বত উত্তোলন, ঈসা আলাইহিস সালামের আসমানে উত্তোলন, দাজ্জাল, ইসলামী বিধি-বিধান, ইসলামী চাল চলন, সুন্নাত, দাঁড়ি, সিনেমা, নামায, রোযা, যাকাত, সেহেরী, ইফতার, মোতা বা সাময়িক বিয়ে, হারাম জীব জন্তু, বন্দুকের শিকার, সিজদায়ে তেলাওয়াত, মোজার উপর মসেহ, সফর, খোলা তালাক, যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর, গাউস, কুতুব, মোরাকাবা, মোশাহাদা, ফাতেহা, ওরশ, এস্‌মাতে আম্বীয়া ও পীরের হাতে বাইআত ইত্যাদি বিষয়ে "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত"-এর ওলামা কেরামদের সাথে মওদুদীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে। অনুরূপভাবে দেওবন্দী ওলামাদের সাথেও মওদুদীর মতবিরোধ রয়েছে। সুন্নী ও দেওবন্দী উভয় পক্ষের আলেমগণ মওদুদী ও জামাতে ইসলামীর ভ্রান্ত আক্বীদা ও মনগড়া মতবাদের খণ্ডনে কলম ধরেছেন। নিম্নে মওদুদী ও জামাতে ইসলামীর খণ্ডনে

pdf By Syed Mostafa Sakib

লিখিত কিতাব সমূহের তালিকা পেশ করা হলো-

- ইসলাম কী চার বুনিয়াদী এস্তেলাহিঃ হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁ নঈমী আশরাফী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- মুকালামা-এ- কায়েমী ও মওদুদীঃ গায্যালীয়ে জমাঁ আল্লামা আহমদ সাঈদ কাযেমী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- জামাতে ইসলামী কা শীষ মহলঃ আল্লামা মোস্তাক আহমদ নেযামী
- ইসলাম কা তাছাব্বুরে ইলাহ্ আওর মওদুদী সাহেব ঃ কাছওয়াছা শরীফ, ফয়েযাবাদ
- সতর্ক বাণীঃ মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুজুর
- 'জামায়াতে ইসলামী' নামধারী মওদুদী জামায়াতের স্বরূপঃ মাওলানা আজিজুর রহমান (শর্ষিনা হতে প্রকাশিত)
- জামায়াতে ইসলামী কোন পথঃ মুফতী মুফাজ্জল আলী
- মকামে আম্বিয়া ও সাহাবাঃ মাওলানা তাজাম্মুল আলী, লাউড়ী, সিলেট
- সত্যের মাপকাঠিঃ মাওলানা আঃ মতীন, ফুলবাড়ী, সিলেট
- ইসলামী ইউনিফরমঃ মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী
- মওদুদীর কলমে নবী রাসুলগণের অবমাননাঃ মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী
- সংশোধনঃ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (ছদর সাহেব)
- মওদুদী ফেতনাঃ মাওলানা যাকারিয়া
- ইসলামের নামে একটি নতুন ধর্মঃ মাওলানাঃ আবু তাহের, (কলিকাতা)
- জামায়াতে ইসলামী ছে মুখালাফাত কেউঃ মাওলানা হাবীবুর রহমান
- আদেলানা মে'য়ারঃ মাওলানা আবুল হাসান, হাটহাজারী।

পাকিস্তান হতে প্রকাশিত

- মওদুদী জামায়াত পর তানকীদী নজরঃ মাওলানা মাজাহার হোসাইন
- ঈজাহে ফত্ওয়া (উর্দু)ঃ মাওলানা আবদুল হক
- ছেরাতে মুস্তাকীম (উর্দু)ঃ মাওলানা আবদুস সালাম
- জামায়াতে ইসলামী পর এক নজরঃ শায়খ মুহাম্মদ ইকবাল এম.এ
- সাবীলুল মো'মেনীন (আরবী)ঃ মাওলানা কাজী আবদুস সালাম
- মওদুদী কী তাহরীকে ইসলামীঃ প্রফেসর মুহাম্মদ সরওয়ার
- জামায়াতে ইসলামী আওর ইসলামী দস্তুরঃ প্রফেসর মুহাম্মদ সরওয়ার
- জামায়াতে ইসলামী কা রুখে কিরদারঃ চৌধুরী হাবীব আহমদ
- জামায়াতে ইসলামী কা নজরিয়্যায়ে হাদীসঃ মাওলানা ইসমাঈল
- হক্ব পুরুস্ত ওলামা কী মওদুদীয়্যাত ছে নারাজী কি আছবাবঃ মাওলানা আহমদ আলী লাহোর

- আদেলানা দেফাঃ মাওলানা নুরুল হাসান বোখারী (লাহোর)
- আহমেদ হাজের কে দ্বীনি ফেৎনাঃ মাওলানা জাফর আহমদ
- রদ্দে মওদুদীয়্যাতঃ মাওলানা আবদুর রশীদ ইরাকী
- মওদুদীয়্যাত কা আক্ছঃ মাওলানা শফীকুর রহমান বেরলভী
- হক্ব ও বাতেল কা মা'রেকাঃ মাওলানা মুরতজা আহমদ খান
- মুহাসাবাহ্ঃ মাওলানা মুরতজা আহমদ খান
- হাকীকত কী রৌশনীঃ মুফতী আবদুল কুদ্দুছ রুমী
- এক্স রে রিপোর্টঃ মুফতী আবদুল কুদ্দুছ রুমী
- এক আয়না মেঁ তীন চেহ্রেঃ মুফতী আবদুল কুদ্দুছ রুমী
- মওদুদীয়্যত বে-নেকাবঃ মুফতী আবদুল কুদ্দুছ রুমী
- আলাইছা মিনকুম বজুলুর রশীদঃ মুফতী আবদুল কুদ্দুছ রুমী
- ডারহী কী শরয়ী হাইছিয়্যতঃ মাওলানা শামসুদ্দীন নক্শবন্দী
- বে-বাক মুহাছাবাঃ মাওলানা শামসুদ্দীন নকশবন্দী
- মওদুদীয়্যত কা পোষ্ট মর্টেমঃ মাওলানা খলিলুল্লাহ্ পানিপথী
- মওদুদীয়্যতকে এক্স-রে রিপোর্ট (২ খণ্ড)ঃ মুফতী আবদুল কুদ্দুছ
- ইসলাম আওর মা'আশী এসলাহাতঃ মাওলানা মূর্তজা আহমদ
- আয়নায়ে মওদুদীয়্যাতঃ মাওলানা শফীকুর রহমান বেরলভী
- ফেৎনায়ে মওদুদীয়্যাতঃ মাওলানা আবুল মুজাফফর
- জামায়াতে ইসলামী কা পাছ মানজারঃ মাওলানা ছানাউল্লাহ
- হাক্বায়েকে মওদুদীয়্যাতঃ মাওলানা ছানাউল্লাহ (অমৃতসরী)
- ডারহী কী শরয়ী হাইছিয়্যতঃ মাওলানা আহমদ মাদানী
- মওদুদী আক্বায়েদ পর এক নজরঃ হাফেজ মুহাম্মদ গোন্দলভী
- তানকীদুল মাছায়েলঃ হাফেজ মুহাম্মদ গোন্দলভী
- মওদুদীয়্যাত কা নছবুল আইনঃ মাওলানা লাল হোসাইন
- নজরিয়্যায়ে বাতেলঃ আখতার হুসাইন সাওয়াতী
- মওদুদী সাহেব আকাবেরে উম্মত কে নজর মেঁঃ হাকীম মাওলানা আখতার খলীফায়ে থানভী
- মওদুদী কী হুছে একতেদার (ছন্দে)ঃ মাওলানা এলহাম লাহোরী
- দাওয়াত ও ফিক্রঃ মাওলানা সিরাজুদ্দীন
- ফেৎনায়ে মওদুদীয়্যাতঃ এইচ, এস, আর,
- ফেৎনোঁকী রোক তামঃ হাফেজ মুহাম্মদ সাঈদ
- মওদুদীয়্যাতঃ ফিরোজ উদ্দীন মনছুর (লাহোর)
- মওদুদী এক আমরকী হাইছিয়্যাত মেঁঃ ফিরোজ উদ্দীন মনছুর
- মওদুদী মাসলাক পর নক্দ ও নজরঃ মাওলানা আমিনুল হক

pdf By Syed Mostafa Sakib

◆ মওদুদী আওর জামায়াতে ইসলামীঃ মমতাজ আলী (লাহোর)
◆ মওদুদী শাহপারেঃ নাজেম এদারায়ে তাহাফফুজ-পাকিস্তান
◆ মওদুদী আওর এক হাজার ওলামায়ে উম্মতঃ মাওলানা মনজুর আহমদ
◆ মওদুদী সাহেব খত্ ও কিতাবাতঃ ডক্টর আহমদ হোসাইন
◆ মওদুদী মাযহাবঃ মাওলানা কাজী মাজহার হোসাইন (লাহোর)
◆ এনকেশাফাতঃ ক্বারী আবদুল হামীদ (পাকিস্তান)
◆ মওদুদী হাক্বায়েক্বঃ মাওলানা আবু দাউদ মোহাম্মদ সাদেক।

ভারত থেকে প্রকাশিত

◆ জামায়াতে ইসলামী পর তাবছিরাহঃ আবদুস সামাদ রহমানী
◆ জামায়াতে ইসলামী পর তাবছিরাহ (২খণ্ড) ঃ আবদুস সামাদ রহমানী
◆ জামায়াতে ইসলামী কা দ্বীনি রুখঃ (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)
◆ জামায়াতে ইসলামী কে দ্বীনি রুজহানাতঃ মাওলানা জাফরুদ্দীন
◆ দেওবন্দ কা এক নাদান দোস্তঃ মাওলানা নাজমুদ্দীন
◆ মাকতুবে হেদায়াতঃ মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী
◆ আয়নায়ে তাহরীকে মওদুদীয়াতঃ মাওলানা মুফতী মাহদী হাসান
◆ কাশফে হাকীকতঃ মাওলানা মুফতী মাহদী হাসান
◆ এ'ফাউল লেহয়াতেঃ মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী
◆ মুসলমান আগরচে বে আসল হোঃ মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী
◆ মাকতুবাতে সালাছাঃ মাওলানা আবদুর রশীদ মাহমুদ
◆ হাকীকতে মে'রাজঃ মাওলানা মোহাম্মদ সালেম
◆ দারুল উলুম কা এক ফতওয়া হাকীকতঃ ক্বারী তৈয়্যব
◆ কাওলে ফাইছেলঃ ক্বারী তৈয়্যব
◆ দুরারে মনছুরাহঃ মাওলানা মোহাম্মদ মিয়া
◆ দো জরুরী মাসআলেঃ মাওলানা মোহাম্মদ মিয়া
◆ মওদুদী মাযহাবঃ মাওলানা আজীজ আহমদ কাছেমী বি, এ
◆ মওদুদী মাযহাব (দ্বিতীয় খণ্ড)ঃ মাওলানা আজীজ আহমদ কাছেমী বি,এ
◆ এজতেমায়ে গাংগুহঃ হাকীম আবদুর রশীদ গাংগুহী
◆ তা'বীর কী গালাতীঃ মাওলানা ওহিদুদ্দীন খান
◆ তাহরীকে জামায়াতে ইসলামীঃ মাওলানা দাউদ রায়
◆ নয়া মযহাবঃ মাওলানা দাউদ রায়
◆ কামেলুন নেছারঃ মুফতী মাহবুব আলী খান কাদেরী
◆ কহরে মা'বুদী পর জাসারতে মওদুদীঃ মুফতী মাহবুব আলী খান কাদেরী
◆ মওদুদী কা উল্টা মযহাবঃ মুফতী মাহবুব আলী খান কাদেরী

◆ আয়নায়ে মওদুদীয়্যাতঃ মুফতী রেজওয়ানুর রহমান বেরলভী
◆ ঈমান ও আমলঃ মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী
◆ আল্ উস্তাজুল মওদুদী (আরবী)ঃ মাওলানা ইউসুফ বিন্নোরী (রহঃ)
◆ ফেতনায়ে মওদুদীঃ মাওলানা যাকারিয়া
◆ হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) আওর তা'রিখী হাক্বায়েক্বঃ তকী ওসমানী
◆ আছরে হাজের মেঁধীন কী তাফহীম ও তাশরীহঃ হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী
◆ জামায়াতে ইসলামী হে মজলিসে মাশারাহ্তক্বঃ হযরত মাওলানা মানজুর নো'মানী
◆ মওদুদী সাহেব কে গলৎ নজরিয়্যাতঃ মাওলানা করীমুদ্দীন
◆ এজহারে হাকিক্বতঃ মাওলানা ইসহাক সিন্দিলভী
◆ মওদুদী দস্তুর ও আক্বাঈদ কী হাকীকতঃ শায়খুল ইসলাম, মাওলানা হোসাইন আহম্মদ মাদানী (রহঃ)
◆ তানকীদ আওর হক্কে তানকিদঃ মাওলানা ইসহাক লুধয়ানবি
◆ তফসীর বির রায় কা শরয়ি হুকুমঃ মুফতি সাইয়্যেদ আবদুর রহিম
◆ তাছবীর কা দোসরা রুখঃ মাওলানা আবদুল কুদ্দুছ রুমী।

ইসলাম ও মুসলিম সমাজের উদ্ভুত ফিতনা সমূহের মধ্যে মওদুদী জামাতের ফিতনা খুবই মারাত্মক। তার পূর্ববর্তী সমস্ত বাতিল ফিরকার ভ্রান্ত মতবাদের অধিকাংশের বিশ্বাসী, অথচ স্থানভেদে সুন্নী লেবেলে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে সাধারণ মুসলমান সন্দেহের আবর্তে জর্জরিত। মওদুদী -জামাতীদের আক্বীদার সাথে ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা তুলনামূলকভাবে উপস্থাপন করা গেল। যাতে সচেতন পাঠক মহল নিজ ঈমান, আক্বীদা ও আমলকে হেফাজত করতে পারেন।

মওদুদী আক্বীদা

সমগ্র সৃষ্টি জগতের রহমত ও কল্যাণ হুযুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মওদুদীর জঘন্য মন্তব্য-"রাসুল না অতি মানব, না মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত। তিনি যেমন খোদার ধনভাণ্ডারের মালিক নন, তেমনি খোদার অদৃশ্য জ্ঞানেরও অধিকারী নন বলে সর্বজ্ঞও নন। তিনি অপরের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন তো দূরে নিজেরও কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে অক্ষম।" ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে লণ্ডনে ইউরোপীয় ইসলামী পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত তিনমাসব্যাপী ইসলামী সম্মেলনে মওদুদীর লিখিত এ ভাষণটি পাঠ করে শুনান- অধ্যাপক গোলাম আযম। (লণ্ডনের ভাষণ পৃষ্ঠা ১৬)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

অতি মানব অর্থ অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি, সুতরাং হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসন্দেহে অতি মানব। তিনি অবশ্যই মানবীয় দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ পুত পবিত্র। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা ধনভাণ্ডারের বন্টনকারী ও খাজাঞ্চি করেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমাকে জমিনের খনি সমূহের চাবি দেয়া হয়েছে। (বোখারী শরীফ)।

সুতরাং, তিনি রূপক অর্থে আল্লাহর ধনভাণ্ডারের মালিক। নিঃসন্দেহে তিনি খোদা প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ও সৃষ্টির তুলনায় সর্বজ্ঞ। তিনি খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা দ্বারা সৃষ্টির কল্যাণ সাধনে সক্ষম, অকল্যাণ সাধনের ক্ষমতা থাকলেও রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে সৃষ্টির অকল্যাণ করেন না। কল্যাণ সাধনে অক্ষম বলা মানে- وما ارسلنك الا رحمة للعلمين এর প্রকাশ্য অস্বীকার। তার দ্বারা সৃষ্টির কল্যাণ সাধন যদি অসম্ভব হয়, তা হলে সমগ্র সৃষ্টির জন্য নবী হিসেবে আগমন করে লাভ কি। তিনি কি অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজকে সত্য ও ন্যায়ের আলোতে আলোকিত করেন নি। এটা কি কল্যাণ নয় ?

মওদুদী আক্বীদা

"ইসলামী সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ" এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে মওদুদী ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সমালোচনা করে বলেন, এটা এমন স্পর্শকাতর বিষয় যে, একসময় সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মত নিঃস্বার্থ খোদাভীরু আপাদমস্তক লিল্লাহিয়াতে পূর্ণ ব্যক্তিও এটাকে পূর্ণ করতে ভুল করেছেন। (তরজুমানুল কোরআন পৃষ্ঠা ৩২)।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! মওদুদী মতাবলম্বীদের মতে "রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরের কল্যাণ সাধনে অক্ষম," আর তাদের ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ সমাজের সার্বিক কল্যাণ করতে সক্ষম এ হলো তাদের স্বরূপ। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারাটা জীবন পরের কল্যাণে উৎসর্গ করেছেন। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আবু তালেব (হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা) এর কোন কল্যাণ করেছেন ? উত্তরে হুযুর বললেন-হ্যাঁ (বোখারী শরীফ)। তিনি যদি পরের কল্যাণ করতে অক্ষম হন "হ্যাঁ" কিভাবে বললেন। এক্ষেত্রে তারা বলবে এটা তো কোরআনের ঘোষণা- قُلْ لَا اَمْلِكُ نَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ (হে প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনি বলুন,

আমি আমার লাভ-ক্ষতির মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। মওদুদী এখানে বড় ধরণের বর্ণচুরি করেছেন, তিনি اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ। অর্থাৎ "কিন্তু, আল্লাহর ইচ্ছা ক্রমে" এ অংশ টুকু এক্ষেত্রে গোপন করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অবমাননা করার সুযোগ নিলেন। বাতিল পন্থীগণ এভাবেই সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে থাকে।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

এটা আল্লাহ তা'আলা ও হুযুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকেও সমালোচনার বিষয় পরিণত করার ক্ষেত্রে মওদুদীর সূক্ষ্ম আক্রমণ। যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অকপটে স্বীকার করেছেন; তিনিও মওদুদীর সূক্ষ্ম আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। সাহাব কেরাম নিয়ে এ ধরণের মন্তব্য হারাম।

মওদুদী আক্বীদা

ব্যক্তি পূজা সম্পর্কিত জাহেলী ধ্যান-ধারণার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে মওদুদী ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর সূক্ষ্মভাবে আক্রমণ চালালেন- 'পয়গাম্বর সুলভ ব্যক্তিত্বের মহান মর্যাদার যে প্রভাব (হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর) হৃদয়ে অংকিত ছিল। এরই ভিত্তিতে তিনি (হযরত ওমর) তাঁর (হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের) ওফাতের বিষয়টিকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন না।' (তরজুমানুল কোরআন, মওদুদী, জামাতে ইসলামী পৃষ্ঠা ৩৩০)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

বিশুদ্ধ হাদিসের স্পষ্ট মর্মের মনগড়া ব্যাখ্যা পূর্বক মওদুদী হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নবী প্রেমের অকৃত্রিম নিদর্শনকে জাহেলী যুগের ব্যক্তি পূজার সঙ্গে তুলনা করলেন। এটা সাহাবীর শানে সুস্পষ্ট সমালোচনা; বিধায় হারাম। এ উক্তি দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, সাহাবা কেরামের মধ্যে জাহেলিয়াতের চরিত্র কোন কোন সময় প্রকাশ পেত। নাউযুবিল্লাহ। হাদিস শরীফে সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে সমালোচনার পাত্র বানাতে বারং বার আল্লাহর নামে নিষেধ করেছেন। কিন্তু, মওদুদী ঐ সব বিশুদ্ধ হাদিসেরও তোয়াক্কা করেন না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মওদুদী আক্বীদা

খোলাফায়ে রাশেদার উপর জাহেলীয়াতের আক্রমণ কিভাবে করলো তা মওদুদীর মুখেই শুনেন। একদিকে ইসলামী হুকুমতের দ্রুত প্রসার লাভের ফলে (রাষ্ট্রপরিচালনার) কাজ কঠিন হতে চলেছিল। একদিকে যেমন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যাঁর উপর এ বিরাট কাজের দায়িত্ব অর্পিত ছিল, তিনি ঐসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন না, যা তাঁর পূর্ববর্তী সম্মানিত ব্যক্তিদের ছিল। এ কারণে ইসলামী সামাজিক ব্যবস্থায় জাহেলীয়াত প্রবেশের পথ সুগম হয়েছিল।.(তাজদীদ ওয়া এহইয়া এ দ্বীন কৃতঃ মওদুদী, জামাতে ইসলামী পৃষ্ঠা ৩৪)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

বিশুদ্ধ হাদিসে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরবর্তী ত্রিশ বছর ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এ দিক থেকে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাসনামল 'ইসলামী খেলাফত' বা খোলাফায়ে রাশেদা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু, মওদুদীর দৃষ্টিতে খোলাফায়ে রাশেদাও জাহেলীয়াতের অনুপ্রবেশ ও মিশ্রন মুক্ত নয়। এটা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকাশ্য অস্বীকার। মওদুদীর বিবেচনায় হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে খলীফা হবার বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক গঠিত ছয় সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনী কমিটির সদস্যবর্গ যথাক্রমে হযরত আলী, হযরত ওসমান, হযরত যুবাইর, হযরত তালহা, সাআদ ও হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমদের মত বিজ্ঞ পাঁচ জন সাহাবীদের বিবেচনায় হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খলীফা হবার যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন। বিধায় তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করেছেন। "হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এদের চেয়ে খেলাফতের অধিক যোগ্য আর কেউ হতে পারে না। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের উপর সন্তুষ্ট অবস্থায় ওফাত পেয়েছেন" (বোখারী শরীফ)। অতএব হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুই ছিলেন বরহক খলীফা।

মওদুদী আক্বীদা

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফতের উপর আলোচনা করে মওদুদী প্রশংসার কৌশলে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, এরপর (অর্থাৎ হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফত কাল শেষ হবার পর) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এগিয়ে

আসলেন। তিনি ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও পরিবেশকে জাহেলীয়াতের প্রভাবমুক্ত করার জন্য অসীম চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তার বিনিময় এ উল্টো আন্দোলনকে দমাতে পারলেন না। (তাজদীদ ওয়া এহইয়া-এ দ্বীন, জামাতে ইসলামী-পৃষ্ঠা ৩৫)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফত কালীন রাজনৈতিক গোলযোগকে জাহেলীয়াতের প্রভাব হিসেবে মূল্যায়ন করা মওদুদীর চরম ভ্রষ্টতা ও সাহাবা কেরামের প্রতি লাগামহীন মন্তব্যের শামিল। জগত বরেণ্য ইমাম মুজতাহিদগণ ঐসব বিষয়গুলোকে "ইজতেহাদী ভুল" হিসেবেই মূল্যায়ন করেছেন এবং এর সমালোচনা করতে নিষেধ করেছেন। এ সিদ্ধান্ত হাদিস শরীফের আলোকে সম্পূর্ণ সঠিক। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের গ্রহণযোগ্য মত। (আক্বাঈদ-এ-নাসাফী)। এর চেয়ে জঘন্য আক্রমণ করেছেন জামাতে ইসলামীর অগ্নিপুরুষ, মাসিক তাজল্লী এ দেওবন্দ এর প্রশাসক মৌং আমের ওসমানী (হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হত্যার বিচারের দাবী জানানো হলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন অবস্থা প্রতিকূলে নয়। প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে অবশ্যই বিচার করা হবে। এর উপর সমালোচনা করতে গিয়ে মৌং আমের ওসমানী বলেন, ইনসাফ করুন! যদি তোমরা মুয়াবিয়া বা সিরিয়ার একজন সাধারণ নাগরিক হতে তাহলে বর্ণিত পরিস্থিতিতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর উত্তরকে-বাহানা, উপেক্ষা ও সুন্দর অস্বীকার ছাড়া সৎ উদ্দেশ্যের উপর প্রয়োগ করতে ? (তাজাল্লী - এ- দেওবন্দ; ডিসেম্বর-১৯৫৮ সন, জামাতে ইসলামী পৃষ্ঠা ৩৫)।

মওদুদী আক্বীদা

আল্লাহ তা'আলা কখনো নবীগণের উপর থেকে হেফাজত বা রক্ষণের দৃষ্টি উঠিয়ে নেন, যাতে তাঁদের দ্বারা কোন গুনাহ (ত্রুটি-বিচ্যুতি) প্রকাশ পায় এবং একথাও প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা মানুষ ছিলেন, খোদা নন। (তাফহীমুল কোরআন)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

নবী আলাইহিস সালাম সর্বদা আল্লাহরই হেফাজত বা রক্ষণাবেক্ষনেই থাকেন; তাঁরা সর্বদা নিষ্পাপ নবুয়্যাত প্রকাশের পূর্বে ও পরে। এ বিষয়ে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমাম ও ওলামা কেরাম ঐকমত্য পোষণ করে।

নবী আলাইহিমুস সালাম যে খোদা নন বরং মানুষ তা প্রমাণ করার জন্য মৌং

pdf By Syed Mostafa Sakib

মওদুদী যে ভুল ত্রুটি হওয়ার কথা বলেছেন সেটা তার মন গড়া। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে খোদা ছিলেন না তা প্রমাণ করার জন্য তথাকথিত গুনাহ সম্পাদনকে অপরিহার্য করে নেয়া একটা নেহায়ত বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহার, চলা ফেরা এবং ওফাত মোবারক কি এতে যথেষ্ট ছিল না? মনগড়া মতবাদ দ্বারা তিনি নবী আলাইহিমুস সালামদের কি মানহানি করেন নি?

মওদুদী আক্বীদা

দজ্জাল কখন কোথায় আবির্ভূত হবে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হয়নি। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফে দজ্জাল সম্পর্কে বলেছেন প্রকৃত পক্ষে তা তাঁর কাল্পনিক ও অনুমানমাত্র। এ ব্যাপারে তিনি নিজেও সন্দিহান ছিলেন। (নাউজুবিল্লাহ) (তরজুমানুল কোরআন- পৃষ্ঠা ৪৬)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

অতীতে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে এমনকি কে বেহেশ্‌তী, কে জাহান্নামী, কে কখন কি কাজ করবে সব কিছুই হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত। কারণ হাদিস দ্বারা তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব জগৎকে আমার সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন। অতএব আমি বিশ্ব জগতকে এবং কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব কিছু এমন স্পষ্টভাবে দেখেছি যেমনি আমার হাতের মুষ্ঠি বা তালুকে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। (শরহে মাওয়াহেব, আল্লামা জুরকানী)। সুতরাং কেয়ামতের চিহ্ন ও দজ্জালের আত্মপ্রকাশের ভবিষ্যদ্বাণীকে অস্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা নেই। বোখারী ও মুসলিম শরীফ ইত্যাদি সর্বজনমান্য হাদিস গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হাদিস সমূহের অস্বীকার গোমরাহী ব্যতীত আর কি হতে পারে?

মওদুদী আক্বীদা

রাসুলে খোদা ব্যতীত কোন মানুষকে সত্যের মাপকাঠি মানা যাবে না। কাউকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করা যাবে না। (দস্তুরে জামাতে ইসলামী পৃষ্ঠ ৭৪,গঠনতন্ত্র জামাতে ইসলামী)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

সাহাবা কেরাম সত্যের মাপকাঠি-এতে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের ইমাম

ও আলেমদের দ্বিমত নেই। তাঁদের সমালোচনা করা হারাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে সমালোচনা ও মানহানির লক্ষ্যস্থলে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা ইসলামের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে কামিয়াব। (সুরা বাইয়্যেনাহ-৮)

মওদুদী আক্বীদা

আলেম ব্যক্তির জন্য 'তাক্বলীদ' বা মাযহাব গ্রহণ কবীরা গুণাহ, বরং তার চেয়েও জঘন্য। (নাউজুবিল্লাহ)। (ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

তাক্বলীদ বা মাযহাব অনুসরণ করা ওয়াজিব। তার উপর 'ইজমা' হয়েছে। হযরত গাউসে পাক আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। হযরত গরীব নেওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত মোজাদ্দিদে আলফেছানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম নাসায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও 'মাযহাবের' অনুসারী ছিলেন। মৌং মওদুদী কি এঁদেরকে পাপী হিসেবে চিহ্নিত করতে অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন?

মওদুদী আক্বীদা

ফাতেহা, জেয়ারত, নজর-নেওয়াজ ও ওরশ ইত্যাদি শিরক। (ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

ফাতেহা, জিয়ারত, বুজর্গানে দ্বীনের দরবারে নজর, নেওয়াজ, ওরশ, অলীর মাজারে আলোক সজ্জা, ফুলের তোড়া ও গিলাপ চড়ানো জায়েয এবং সাওয়াবের কাজ। (ফতোওয়া-এ- শামী, আলমগীরী, হাজী এমদাদুল্লাহর হাফ্‌ত মছয়ালা)।

মওদুদী আক্বীদা

মোরাকাবা, মোশাহাদা, কাশ্‌ফ ও ওজীফা পাঠ ইত্যাদি তরীকতের কার্যাদি শিরক। (ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

মোরাকাবা মোশাহাদা, নির্জনে বসে এবাদত, ওজীফা পাঠ সুন্নাত। হুযুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা পর্বতের গুহায় এসব কার্যাদি সম্পাদন করেছেন, আউলিয়া কেরামেরও তা অন্যতম আমল। মওদুদীর এ ফতোয়া কি হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আউলিয়া কেরামের সুন্নাত নিয়ে বিভ্রান্ত করার শামিল নয় ?

মওদুদী আক্বীদা

ইবনে তাইমিয়া ইমাম গাজ্জালী অপেক্ষাও শক্তিশালী মুজাদ্দেদ ছিলেন- মওদুদী।

ইবনে তাইমিয়া ছিলেন সপ্তম হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ- মৌং আব্দুর রহিম।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

ইবনে তাইমিয়া একজন ভ্রান্ত। কারণ তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি শুধু আউলিয়া কেরামের মাজার, হাদিস শরীফের নির্দেশাবলী উপেক্ষা করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা পাক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে হারাম বলতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তারই অনুসরণে বর্তমানে মৌং মওদুদী ও আবদুর রহিম এ ধরণের ভ্রান্তি ও কুফরী মতবাদ প্রচারে সোচ্চার। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য যে, এসব ভ্রান্ত ও বাতিল পন্থীদের সমর্থন, তাদের দলে যোগদান ও তাদের সাহায্য প্রদান শরীয়ত মতে হারাম ও গোমরাহীর নামান্তর মাত্র।

মওদুদী আক্বীদা

নবীগণ 'মাসুম' বা গুনাহ থেকে পবিত্র নন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম নবুয়্যাত লাভের পূর্বে এক মিশরীকে হত্যা করে কবীরা গুণাহ করেছেন। (রাসায়েল ও মাসায়েল, কৃতঃ মৌং মওদুদী)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

নবী আলাইহিমুস সালামগণ নবুয়্যাত প্রকাশের পূর্বে ও পরে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। (আক্বাঈদ -এ- নাসাফী ও তফসীরে খাযাইনুল ইরফান) ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম শাসনের উদ্দেশ্যে এক মিশরীকে শাস্তি দিয়েছিলেন। এতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তা হল শাসন ও ন্যায় বিচার, গুনাহ নয়।

মওদুদী আক্বীদা

পীর সাহেবান ও বুজর্গানে দ্বীনের রূহানী শক্তি থেকে কোন সাহায্যের আশা করা এবং তাদেরকে ভয় করা পরিষ্কার শিরক।(কলেমা তৈয়বা,কৃতঃ মৌং আব্দুর রহিম)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

পীর সাহেবান ও বুজর্গ ব্যক্তিদের রূহানী শক্তি থেকে সাহায্য চাওয়া জায়েয। (ফতোয়া -এ- আযিযী ১ম খণ্ড ঃ য়য়াউল কুলুব, তাযকিরাতুল আউলিয়া ইত্যাদি)।

মওদুদী আক্বীদা

কোন নবী বা অলীর মাজার জেয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম। (ইবনে তাইমিয়াহ ও মৌং আব্দুর রহিম)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

আম্বিয়া কেরাম, আউলিয়া কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে বিশেষতঃ হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারক জিয়ারতের নিয়তে সফর করা সর্ব সম্মত জায়েয এবং সাওয়াবের কাজ। (ফতোয়া-এ-শামী ১ম খণ্ড, শেফাউস সিকাম ফী জিয়ারাতে খায়রিল আনাম)।

মওদুদী আক্বীদা

কোরআনুল করীমে ঘোষিত শাস্তির বিধানের সমালোচনা করে মৌং মওদুদী লিখেন, যেখানে চরিত্রের মাপকাঠি এতো অবনতির দিকে যে অবৈধ সম্পর্ক সমূহকে বেশী দুষনীয় বলে মনে করা হয় না। সেখানে 'যেনা ও অপবাদ' এর শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে জুলুম। (তাফহীমুল কোরআন ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৮১)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

কোরআন পাকে 'যিনা'র যে শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে তন্মধ্যে কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থা বাদ পড়েনি। এ পরিপ্রেক্ষিতে মওদুদীর উল্লেখিত অবস্থায়ও ঐ সকল শাস্তি প্রযোজ্য হবে। কিন্তু এটাকে জুলুম বলা আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহ করা। মওদুদীর দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে জুলুম।

এখন মওদুদীর নিকট জিজ্ঞাস্য যে, তা'যিরাত (শাস্তির হুকুম) সম্পর্কিত আয়াতগুলো কি মনসুখ (রহিত) বা মুকায়্যাদ বিশেষ অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট ? তা নাহলে কি পবিত্র কোরআন করীমকে এ জঘন্য অপবাদ থেকে রক্ষা করা যাবে? আল্লাহর পানাহ্।

মওদুদী আক্বীদা

মৌং মওদুদী কোরআন পাক সম্পর্কে লিখেছেন, কোরআনুল করীম নাজাতের জন্য নয় বরং নিছক হেদায়তের জন্য। (তাফহীমুল কোরআন ১ম খণ্ড পৃষ্ঠ ৩১২)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

কোরআনুল করীম নাজাত ও হেদায়ত উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখন মৌং মওদুদীর নিকট জিজ্ঞাস্য যে, যারা হেদায়তের সাথে সাথে নাজাতও চায়, তারা কোরআন পাক ছাড়া কোন কিতাবকে নাজাতের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করবে?

মওদুদী আক্বীদা

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও মনোবৃত্তিকে সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণা ও মনোবৃত্তির মত মূল্যহীন চিহ্নিত করে মৌং মওদুদী নুবুয়্যাতের মর্যাদার উপর আক্রমণ করে বলেন, "রাসুল হিসাবে যে সকল দায়িত্ব হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অর্পিত হয়েছিল এবং যেসব সেবামূলক কাজ তাঁকে সোপর্দ করা হয়েছিল এগুলোর পরিচালনায় তাঁকে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও মনোবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করার জন্য স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেয়া হয়নি।" (তরজুমানুল কোরআন, মনসবে রেসালত পৃষ্ঠা ৩১০)।

এর পর লিখেছেন-

বাকী রইল বিবেক তো কোন মতেই এটা মেনে নেয় না যে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুল নির্বাচিত করা হবে এবং তাঁকে রেসালতের কার্যক্রম নিজস্ব মনোবৃত্তি স্বীয় ও অভিমতানুযায়ী পরিচালনা করার ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে। (মনসবে রেসালত পৃষ্ঠা ৩১০)।

এর পর তিনি আরও লিখেছেন, এখন কি খোদার পক্ষ থেকেই এ অসতর্কতার আশা করা যায় যে, তিনি এক ব্যক্তিকে স্বীয় রাসুল নির্বাচিত করবেন বিশ্ববাসীকে তাঁর উপর ঈমান গ্রহণের আহ্বান করবেন, তাঁকে নিজের তরফ থেকে আদর্শের মাপকাঠি দাঁড় করবেন (ইত্যাদি ইত্যাদি) আবার এসব কিছু করার পরও তাকে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা রেসালতের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার জন্য ছেড়ে দেবেন? (মনসবে রেসালত পৃষ্ঠা ৩১১)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনি ভাবে সৃষ্টি করেছে যে, জীবনে কখনো তিনি খোদার ইচ্ছার পরিপন্থী কোন কাজ করেননি এবং কথা বলেননি। যা বলেছেন বা করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী করেছেন। কোরআন করীমের ভাষায় -

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى-

অর্থাৎ তিনি স্বীয় প্রবৃত্তি থেকে কিছু বলেন না। যা বলেন তা অবিকল ওহীই।

এজন্যই ইমামগণ বলেছেন অহী দু'প্রকার (১) মত্‌লু তথা পবিত্র কোরআন ও (২) গায়রে মতলু বা হাদিস শরীফ। সুতরাং তাঁর প্রত্যেকটা কথা ও কর্ম যে কোন প্রকার ওহীরই অন্তর্ভূক্ত। বস্তুতঃ আম্বিয়া কেরাম বিশেষতঃ আমাদের প্রিয় নবী হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম ও অনুমোদন ওহী সম্মত হওয়া সৃষ্টিগত। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শক্কে সদর বা বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা এ হাকীকাতকে আরো স্পষ্ট করে দেয়।

সুতরাং হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাকে ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া বা না দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠেনা; শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তাতো সহীহ্ হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। হজ্ব প্রতি বছর ফরয কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন - لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ অর্থাৎ যদি আমি হ্যাঁ বলতাম তবে তা প্রতি বছর ওয়াজিব (ফরয) হতো। এসব নিয়ে আলোচনা করার পেছনে মৌং মওদুদীর উদ্দেশ্য হল তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও মনোবৃত্তিকে সাধারণ মানুষের পর্যায় থেকে সামান্য উন্নত বলেও মনে করেন না। যেভাবে সাধারণ মানুষ স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও মনোবৃত্তি অনুযায়ী চললে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তেমনিভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও যদি নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও মনোবৃত্তি মত রেসালতের কার্যাদি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া হতো, তাহলে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী কাজ করে বসতেন। (আল্লাহর পানাহ)।

আল্লাহপাক এরশাদ করেন-

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ-

অর্থাৎ সে মহান সত্তা (আল্লাহ তা'আলা) যিনি আপন রাসুল (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে প্রেরণ করেছেন হেদায়ত ও সত্যদ্বীন সহকারে। যাতে করে তিনি সেটাকে (ইসলাম) সকল ধর্মের উপর বিজয় দান করেন। (সুরা সফ্‌ফাত)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের বিজয়ের জন্য রাসুলকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু মওদুদীর আক্বীদা তার পরিপন্থী।

মওদুদী আক্বীদা

মৌং মওদুদী নবীকুলের সর্দার হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের

pdf By Syed Mostafa Sakib

যোগ্যতার উপর আক্রমণ করে বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরবের মধ্যে যে বিশেষ সফলতা অর্জিত হয়েছে তার কারণ এটাই তো ছিল যে, তাঁর (ভাগ্যে) আরবের উত্তম মানবীয় পুঁজি জোটে ছিল, খোদা না চান, যদি তিনি সাহসহীন, দুর্বল ইচ্ছা সম্পন্ন অযোগ্য মানুষের দল পেতেন, তার পরও কি এ সফলতা অর্জন হতো? (না)। (তাহরীকে ইসলামী কী আখলাকী বুনিয়াদী, পৃষ্ঠা ১৭)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

মওদুদীর প্রতি এ প্রশ্ন জাগে যে, তিনি কি একথা বলতে চান যে, 'হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরবে যে মহান বিজয় অর্জিত হয়েছে তাতে খোদার গায়বী সাহায্য হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়গাম্বর সুলভ যোগ্যতা বিশ্বব্যাপী মহত্ব এবং 'কলমা-ই-হকের সমুজ্জল সততার কোন দখলই ছিল না।'

(মওদুদীর ভাষায়) সৌভাগ্যক্রমে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুযোগ্য লোকদের পেয়েছিলেন । খোদা না চান যদি এধরণের লোকদের না পেতেন তবে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অকৃতকার্যতা অনিবার্য ছিল। (আল্লাহর পানাহ)। অর্থাৎ সমস্ত যোগ্যতা কি যারা মু'মিন হয়েছেন তাদের জন্য? যিনি তাদের মু'মিন বানিয়েছেন তাঁর কি কোন কামালিয়াতই ছিল না। কেমন সুস্পষ্ট রূপে নুবুওয়াতের কামালাত এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে মওদুদী অস্বীকার করলেন।

উল্লেখ্য যে, মওদুদী জামাতীদের মতবাদসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহের সাথে পূর্ববর্তী যুগে ইবনে তাইমিয়া, ইবনে আবদুল ওহাব নজদী, খারেজী, শিয়া, মোতাজিলা প্রভৃতি বাতিল দলসমূহের ভ্রান্ত মতবাদের সাথে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে।

মওদুদী আক্বীদা

ইসলামে এক নুতন অধ্যায় সৃষ্টি প্রয়োজন। প্রবীণ ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকদের জ্ঞান পুঁজি এখন কোন কাজে আসবে না। কারণ জগত অনেক উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। (তানক্বীহাত)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

প্রবীণ ইসলামী চিন্তাবিদগণের গবেষণালব্ধ রচনাবলী পরবর্তী মুসলিম উম্মার জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে পুঁজি ও পথ প্রদর্শক নিঃসন্দেহে। এদের একান্ত প্রচেষ্টা ও সারা জীবনের গবেষণার ফলে ইসলাম প্রত্যেক যুগে তার বিরোধী শক্তির হাত

থেকে রক্ষা পেয়েছে। আজও কোরআন হাদিসের সঠিক অর্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাঁদের রচনাবলীর আশ্রয় নিতে হয়। জগত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবার পেছনে তাঁদের অবদানকে অস্বীকার করলে জগতের উন্নতিকেই অস্বীকার করা হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের ক্ষেত্রে তাঁদের রচনাবলীর একান্ত প্রয়োজন রয়েছে বলেই বিশ্বের গবেষণাগারসমূহে সেগুলো সংগ্রহ করে সংরক্ষিত রেখেছে। প্রবীণ মুসলিম গবেষকদের গ্রন্থাবলী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অমুসলিমরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তুলনামূলক ভাবে বেশী। ফলে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে তারাই সফলকাম হয়ে চলেছে। আর মুসলিম নামধারী গবেষক(?) মুসলিম চিন্তাবিদ ও গবেষকদের অপরিসীম অবদান অস্বীকার করতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হননি মওদুদী। কারণ "জগত অনেক উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছে"। বলা যেতে পারে মুসলিম গবেষকদের রচনাবলী ইসলাম ও তার মৌলিক নীতিমালার আলোকেই রচিত। এতে বুঝা গেল ইসলাম ঐ রচনাবলী হতেও পুরাতন। তাহলে কি এখন ঐ ইসলামও কোন কাজে আসবে না। ইসলাম কি সর্বকালের জন্য গ্রহণযোগ্য ধর্ম নয়? মওদুদী উপরোক্ত উক্তির অনুচ্চারিত ধ্বনি হলো, এখন ইসলামকেও পরিবর্তন করে ঢেলে সাজাতে হবে। (নাউজুবিল্লাহ)।

মওদুদী আক্বীদা

কোরআন বুঝার জন্য কোন তাফসীরের প্রয়োজন নেই। একজন দক্ষ প্রফেসার যথেষ্ট, যিনি গভীর দৃষ্টিতে কোরআন অধ্যয়ন করেছেন। (তানক্বীহাত, পৃষ্ঠা ৩১২)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

কোরআনুল করীমের বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তার বিস্তারিত ও স্পষ্ট অর্থ বুঝার জন্য তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাফসীর ছাড়া কোরআনের সরাসরি শব্দের অর্থ করলে অনেক সমস্যা রয়েছে। এমনকি ঈমান হারানোর আশংকাও আছে। এ ক্ষেত্রে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা কেরাম ও তাবেয়ীনের প্রদত্ত ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়া অপরিহার্য। পবিত্র হাদিস হলো কোরআনুল করীমের সর্বোত্তম তাফসীর, তারপর সাহাবা কেরাম ও তাবেয়ীনের তাফসীর। তাঁরা আরবী ভাষাভাষী বলে তাঁদের তাফসীর নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য। (আত্‌তানবীর ফী উসুলীত্ তাফসীর)।

তাফসীর রেওয়ায়াত দ্বারাই হতে হবে। এতে কারো মনগড়া কিছু বলার অবকাশ নেই। ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি কোরআনের তাফসীর নিজস্ব মত বা ধ্যান -ধারণার আলোকে করবে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু মওদুদী একজন অভিজ্ঞ আলেমের কথাও বললেন না। বরং একজন দক্ষ প্রফেসারকেই কোরআন তাফসীরের ক্ষমতা দিয়ে দিলেন এবং অন্য কোন তাফসীরের প্রয়োজনীয়তাকেও স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেছেন। একজন প্রফেসারকে এ ক্ষমতা দিয়ে মওদুদী কি উপরোক্ত হাদিসের সরাসরি বিরোধীতা করেননি? এটা তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠে যে, আমি "তাফহীমুল কোরআনে" কোরআনের শব্দগুলোকে উর্দু ভাষায় হুবহু অনুবাদ করার স্থলে এ চেষ্টা করেছি যে, কোরআনের একটি এবারত বা বচন পড়ে যে মর্মার্থ আমার বুঝে আসে এবং যে প্রভাব আমার অন্তরে বিস্তার করে ওটাকেই সম্ভাব্য রূপে শুদ্ধভাবে নিজ ভাষায় রূপান্তরিত করি। (তাফহীমুল কোরআন ভূমিকা ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১০)।

মওদুদীর এ উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কোরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে আরবী ভাষা ভিত্তিক কোন নীতিমালা অনুসরণ করতে রাজী নন। অন্যথায় তিনি এ ধরণের লাগামহীন উক্তি করতেন না। কোরআন অবতীর্ণের পর হতে অদ্যাবধি যারা পবিত্র কোরআনের তাফসীর করার কাজে হাত দিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই হাদিস শরীফ ও আরবী পরিভাষাসহ আরবী ব্যাকরণের নীতিমালা এবং আরবী ভাষার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় সমূহকে সামনে রেখেই করেছেন। উল্লেখ্য যে, এ নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা যেভাবে তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে অনুবাদের ক্ষেত্রেও। অন্যথায় অনুবাদক মারাত্মক ভ্রান্তির স্বীকার হবেন ।

মওদুদীর উপরোক্ত উক্তিই তার "তাফ্হীমুল কোরআন"-এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে পাঠক সমাজকে সন্দিহান করে তোলে এবং বাস্তবেও তা প্রমাণিত হয়েছে। (বিস্তারিত দেখুন তাফহীমুল কোরআন ফী তানকীদী জায়েযা।)

শিয়া সম্প্রদায় ও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা

শিয়া সম্প্রদায় হযরত ওসমান যিননুরাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফতকালীন রাজনৈতিক গোলযোগ এবং শাহাদাত বরণের সময় সৃষ্ট একটি ভ্রান্তদল। এদলের মূল প্রবক্তা ইয়েমেনের রাজধানী 'সানা'র এক প্রভাবশালী ইয়াহুদী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। ইবনে সাবা'র বংশ ইয়াহুদীদের ধর্মীয় জ্ঞান ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ছিল। ইবনে সাবা স্বয়ং তাওরিত-ইঞ্জিলের অভিজ্ঞ আলেম ছিল। আরবী ভাষায়ও তার যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। স্বীয় আক্বীদায় কট্টর পন্থী ছিলো। সে তীক্ষ্মমেধা, দুরদর্শীতা, সতর্কতা, অটলতার অধিকারী ছিল। তার মাথায় কুট কৌশলের ভাণ্ডার ছিল। মানুষের মন-মস্তিক উপলব্ধির বেশ ক্ষমতা ছিল। সুযোগ ও ক্ষেত্র নির্ণয়ে বেশ পটু ছিল। ইসলামে সার্বিক বিজয়ের

ফলে ইয়াহুদীদের অস্তিত্ব চরমভাবে বিপন্ন হবার বিষয়টি সব সময় তাকে পীড়া দিত। এর প্রতিশোধ গ্রহণের মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় ইবনে সাবা সকল প্রকার কুট-কৌশল নিয়ে প্রহর গুণছিল। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফত কালকে যথোপযুক্ত সময় বিবেচনা করে সে মদীনা শরীফ আগমন করে তৃতীয় খালীফা হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর হাতে ইসলাম কবুল করে। অতঃপর তাঁর খেলাফত কালীন রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে সে তার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে শুরু করে। উমাইয়াদের বিরুদ্ধে হাশেমী অপরাপর আরবদের ক্ষেপাতে আরম্ভ করে। সরল প্রাণ মুসলমান অনেকে তার কুট-কৌশলের জালে আটকে পড়ে। অতঃপর সে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা শুরু করে। ফলে তাকে মদীনা শরীফ থেকে বের করে দেয়া হয়। সে বসরা গমন করে সেখানে তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। অতঃপর যখন সে দেখল কিছু মুসলমান তার অনুগত হয়ে উঠেছে, তখন সে তার মূল কর্মসূচী বাস্তবায়নে পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন ভিত্তিহীন মনগড়া আক্বীদা প্রচার আরম্ভ করে। তা হলো "হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনঃরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন"। এর পূর্বে সে নিজেকে "আহলে রাসুল" বা নবী বংশের বড় ভক্ত হিসেবে প্রকাশ করে। সে তার ভ্রান্তআক্বীদার পক্ষে আয়াতে কোরআন -

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ-

অর্থাৎ হে প্রিয় রাসুল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) "নিশ্চয় যিনি কোরআনের বিধান পালন আপনার উপর ফরয করেছেন তিনি আপনাকে প্রত্যাবর্তন স্থলের দিকে ফিরিয়ে দিবেন।" (সুরা ক্বাসাস) কে কৃত্রিমভাবে দলীল গ্রহণ করে মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়। অতঃপর সে শিয়াদের অন্যতম আক্বীদা "ইমামত" এর প্রচার শুরু করে। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর একজন "ওয়াসি" উযির বা স্থলাভিষিক্ত থাকে। যেমন হযরত মুসা আলাইহিস সালামের উযির ছিলেন হযরত ইউশা ইবনে নু'ন আলাইহিস সালাম। তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের "ওয়াসি" হলেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাওহীদ, রিসালাতের মতো "ইমামতের" উপরও বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। পরবর্তীতে এ আক্বীদা আরো বিস্তৃত হয়ে এরূপ পরিগ্রহ করে যে, নবীগণ যেভাবে আল্লাহর পক্ষথেকে প্রেরিত, ইমামগণও সেভাবে প্রেরিত। ইমাম নবীর মত শরীয়তের বিধানসমূহ প্রবর্তন করবেন এবং কোরআনের যে বিধান যখন ইচ্ছা মানসুখ বা রহিত করতে পারবেন। আলে রাসুল বা নবী বংশের মুহাব্বতের উপর কৃত্রিমভাবে প্রতিষ্ঠিত ইবনে সাবার এ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভ্রান্ত আক্বীদাগুলো উমাইয়া বিরোধী লোকজন সহজে গ্রহণ করলো এবং এরা ইসলামের একটি নতুন ফিরকা 'শিয়া' নামে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে এদের মধ্যে অনেক দল-উপদলের আবির্ভাব ঘটে। এগুলোর পৃথক পৃথক কুফরী আক্বীদা রয়েছে। তন্মধ্যে ইসনা আশারীয়া বা দ্বাদশ ইমামী ও ইসমাঈলীয়া বা সপ্ত ইমামী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে ইরানের সাফাভী বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহ ইসমাঈল দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী শিয়াদের মতবাদকে ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করে। অদ্যাবধি ঐ মতবাদই ইরানে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে বিদ্যমান। ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খামেনী দ্বাদশ ইমামী শিয়া।

শিয়া আক্বাঈদ

শিয়াদের কালেমা-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ আলীউন ওয়াসিউল্লাহ ওয়া ওয়াসিও রাসুলিল্লাহ ওয়া খলীফাতুহু বেলাফাসলিন।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসুল। আলী আল্লাহর বন্ধু। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিও তাঁর পরেই খলীফা। অন্য বর্ণনায়, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ ওয়া আলীউন খলীফাতুল্লাহ। (শিয়া-সুন্নী ইখতেলাফ, পৃষ্ঠা ১৬, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৩২)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

ঈমানের মূলমন্ত্র কালেমা-এ তাইয়্যেবা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ।" অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল।

শিয়া আক্বাঈদ

আক্বীদা-এ- ইমামত অর্থাৎ মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় যাবতীয় বিষয়ের একমাত্র কর্ণধার যিনি-তিনি ইমাম। এ ইমাম নবী রাসুলের ন্যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং নিষ্পাপ। ইমামের আনুগত্য ফরয যেমন নবী রাসুলের আনুগত্য উম্মতের উপর ফরয। ইমামদের মর্যাদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমান এবং অন্যান্য নবীদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। শুধু উম্মতের উপর নয় বরং সমগ্র পৃথিবীর উপর যে কেউ হুকুমত (রাজত্ব) করবে, সে হক ধ্বংসকারী, যালিম ও সীমালংঘনকারী । ইমাম নবীর মতো শরীয়তের বিধান প্রবর্তন করেন এবং কোরআনের যে কোন বিধান যখন ইচ্ছা করেন মানসুখ বা রহিত করতে পারেন। (ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ২৮,. শিয়া-সুন্নী ইখতেলাফ পৃষ্ঠা ৯, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৩৩)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

ইমাম খোলাফায়ে রাশেদীন-এর নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন। তিনি তাঁর কার্যকলাপের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। ইমামের জন্য নিষ্পাপ হওয়া জরুরী নয়। শুধু নবী-রাসুলগণই মাসুম বা নিষ্পাপ। কোন ইমাম বা ওলী কোন নবীর স্তরে পৌছতেই পারে না। ইমামের মর্যাদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমান মনে করা কিংবা অন্যান্য নবীদের চেয়ে উর্ধ্বে মনে করা নবী-রাসুলগণের মহান মর্যাদার চরম অবমাননা; বিধায় কুফরী। শরীয়ত সম্মত পদ্ধতীতে নির্বাচিত যে কোন মুসলমান, এমনকি নিগ্রো হাবশী দাসও খলীফা নির্বাচিত হতে পারেন। এমতাবস্থায়ও তার পূর্ণ আনুগত্য করা মুসলমানদের উপর একান্ত কর্তব্য। ইমাম কোরআন-সুন্নাহর কোন বিধান মানসুখ বা রহিত করার ন্যূনতম ক্ষমতা রাখেন না। কোরআনের কোন বিধান রহিত করার অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের।

শিয়া আক্বাঈদ

শিয়াদের একটি বিরাট অংশ, বিশেষ করে ইসমাঈলিয়ারা বিশ্বাস করে যে, ইমাম ইসমাঈল আখেরী নবী। (মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৩৩)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন্ নাবীয়্যীন অর্থাৎ শেষ নবী। তাঁর পর কোন নবীর আবির্ভাবের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করা পবিত্র কোরআনের সরাসরি অস্বীকার। এটা নিঃসন্দেহে কুফরী।

শিয়া আক্বাঈদ

হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সকল সাহাবা কেরাম নিষ্পাপ ইমাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাতে বাইআত না করার কারণে কাফির এবং মুরতাদ হয়ে গেছেন। (শিয়া-সুন্নী ইখতেলাফ, পৃষ্ঠা ১২)।

অপর বর্ণনায় শুধুমাত্র তিনজন সাহাবী ইসলামের উপর অটল ছিলেন। ঐ তিনজন হলেন, হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ, হযরত আবুযার গিফারী ও হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহুম। (ইরানী ইনকিলাব,পৃষ্ঠা ২২৩)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সকল সাহাবা ঈমান-ইসলামের উপর অটল অবিচল ছিলেন এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন রক্ষায় জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে খলীফা নির্বাচিত করে সময়োচিত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শিয়াদের এ আক্বীদা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়াতের বিরুদ্ধে এক ধরণের প্রকাশ্য বিদ্রোহ। কোন মুসলমান বিশ্বাস করতে পারে না যে, তেইশ বছরে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তৈরী সাহাবা কেরামের এ বিরাট জামা'আত তাঁর ওফাতের সাথে সাথে সকলেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন।

শিয়া আক্বাঈদ

তাহরীফে কোরআন। অর্থাৎ শিয়াদের মতে কোরআন শরীফ যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেভাবে সংকলিত হয়নি; বরং, এতে অনেক বিকৃতি হয়েছে। কোরআন শরীফের সর্বমোট আয়াতের সংখ্যা ১৭,০০০ (সতর হাজার)। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফত ও আহলে বায়তে রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত আয়াত গুলো কোরআন শরীফ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। বর্তমান আয়াতের সর্বমোট সংখ্যা ৬,৬৬৬ (ছয় হাজার ছয়শত ছিষট্টি)। শিয়াদের মতে ১০,৩৩৪ (দশ হাজার তিনশত চৌত্রিশ) আয়াত বাদ দেয়া হয়েছে। যে বিশ্বাস করে যে, কোরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে সংকলিত হয়েছে সে বড় মিথ্যাবাদী। কোরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেভাবে একমাত্র হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তৎপরবর্তী ইমামগণ সংকলন করেছেন। ঐ কোরআন নিয়ে তাদের ইমামে গায়েব (অদৃশ্য ইমাম) "সুররামান্‌রা" পাহাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। যখন তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন "মাস্‌হাফে আলী" বা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক সংকলিত কোরআন নিয়ে আসবেন। (ইরানী ইন্‌কিলাব পৃষ্ঠা ২৫৯, ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব পৃষ্ঠা ৫৪ ও ৫৫)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

পবিত্র কোরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত। এর নিশ্চয়তা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন। কোরআন শরীফের সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ৬,৬৬৬ (ছয় হাজার ছয়শত ছিষট্টি)। আহলে বায়তে রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা নবী বংশের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত আয়াত বর্তমানেও পবিত্র কোরআনে বিদ্যমান। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও সর্বশেষ হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র কোরআন যথাযথভাবে সংকলিত হয়েছে। ঐ কোরআন করিম অদ্যাবধি মুসলমানদের মধ্যে অবিকৃত রূপে বিদ্যমান। এতদ বিষয়ে বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা অমূলক, মনগড়া, ভ্রান্ত ও

বিভ্রান্তিকর। তার প্রমাণ প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে শিয়াদের কোন কোন আলিম "কোরআন বিকৃতির" এ জঘন্য আক্বীদাকে ঘৃণ্য বলে মন্তব্য করেছেন। তাদের বিশুদ্ধ কিতাব "উসুলে কাফী" ও তাদের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ নূরী তাবুরুসীর "ফাসলুল খেতাব ফী এসবাতে তাহরীফে কিতাবে রব্বীল আরবাব" নামক কিতাবে কোরআন শরীফ বিকৃত হবার বিষয়ে ভিত্তিহীন বর্ণনায় পরিপূর্ণ। (ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব পৃষ্ঠা ৫৪ ও ৫৫, ইরানী ইনকিলাব পৃষ্ঠা ২৬১ ও ২৬২)।

শিয়া আক্বাঈদ

শিয়াদের মতে হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আ'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'গাদীরে খোম' নামক স্থানে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে তাঁর পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত ও খলীফা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং খেলাফতের একমাত্র অধিকারী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রথম তিনজন খলীফা যথাক্রমে হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক-এ-আযম ও হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম খেলাফতের অবৈধ দাবীদার ও দখলদার। তাঁরা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ষড়যন্ত্র মূলক খেলাফতের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। বিধায় তারা-যালিম, মুনাফিক ও জাহান্নামী। এতে শিয়াগণ হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর তুলনায় প্রথম দু'জন খলীফাকেই জঘন্য অপরাধী মনে করে। তারা বলে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর ফারুক-এ-আযম ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ও আহ্‌লে বায়তে রাসুল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অন্যায় ও যুলুম করেছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মনগড়া হাদিসের মাধ্যমে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে তাঁর পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। (ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব পৃষ্ঠা ৪৮)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষদিকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে মসজিদে নববী শরীফে তাঁর স্থলে ইমামতি প্রদানের মাধ্যমে তাঁর পরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফতের দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফতের দলীল পেশ করেছেন। (তারীখুল খোলাফা)। ইমাম দারে কুতনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করে আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাদের জন্য খলীফা মনোনয়ন করে দিন। তিনি

pdf By Syed Mostafa Sakib

বললেন না। আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের কল্যাণ কামনা করেন তাহলে তোমাদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তোমাদের উপর খলীফা নিযুক্ত করবেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের মঙ্গল চেয়েছেন- অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে আমাদের উপর খলীফা নিযুক্ত করেছেন। সুন্নীদের মতে শ্রেষ্ঠত্ব, যোগ্যতা ও সার্বিক বিবেচনায় খোলাফায়ে রাশেদীন যথাক্রমে হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক-এ-আযম, হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম চারজনই বৈধ ও নির্বাচিত খলীফা। নবীদের পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি এ চার জন। (শরহে আক্বাঈদ-এ:নাসাফী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৩৩, ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব, পৃষ্ঠা ২৫০)।

শিয়া আক্বাঈদ

শিয়াদের হাদিস বা সুন্নাহর পৃথক কিতাব; তারা সেহাহ সিত্তার হাদিস গ্রন্থগুলো মানে না। তাদের নিকট বিশুদ্ধ কিতাব, উসুলে কাফী, আল জামেউল কাফী, নাহজুল বালাগা ইত্যাদি।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

সুন্নী মুসলমানদের নিকট পবিত্র কোরআনের পর বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ বোখারী শরীফ। অতঃপর বাকী পাঁচটি কিতাব। যেগুলোকে "সেহাহ সিত্তা" বা হাদিস শাস্ত্রের ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাব হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়াও আরো অনেক বিশুদ্ধ হাদিসের কিতাব রয়েছে। শিয়াদের হাদিসগুলো মনগড়া ও জালকৃত।

শিয়া আক্বাঈদ

শিয়াদের কোরআনে "সুরাতুল বেলায়াত" নামে একটি সুরা রয়েছে। তাদের মতে এটা কোরআন শরীফ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। শিয়াদের প্রখ্যাত মুজতাহিদ নুরী তাবরুসী "ফাসলুল খেতাব" নামক কিতাবে ঐ সুরা উল্লেখ করেছেন। যার প্রথম আয়াত নিম্নরূপ-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِالنَّبِيِّ وَبِالْوَلِيِّ الَّذِيْنَ بَعَثْنَا هُمَا بِهُدَايَاتِكُمْ اِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمًا-

(ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ২৭৮ শিয়া সুন্নী ইখতেলাফ, পৃষ্ঠা ২৬)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

সুন্নীদের মতে পবিত্র কোরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে অবিকৃত, সংরক্ষিত ও সংকলিত। "সুরাতুল বেলায়াত" শিয়াদের মনগড়া ও বানানো।

যদিও বা এটা তাদের নির্ভরযোগ্য কিতাবে সংরক্ষিত আছে। শিয়াগণ কোরআন বিকৃতিতে বিশ্বাসী।

শিয়া আক্বাঈদ

শিয়াদের মতে "মোতা" বা সাময়িক বিয়ে বৈধ, বরং সাওয়াবের কাজ। অর্থাৎ একজন মুসলমান পুরুষ ও নারী অর্থের বিনিময় কিছুক্ষণ যৌনসঙ্গম করতে পারবে। (শিয়া আলেমদের সর্ব সম্মতি ক্রমে প্রকাশিত ইশতেহার, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পাকিস্তান। ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব, পৃষ্ঠা ৪৩৮, ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ৮৯)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

সুন্নীদের মতে 'মোতা' বা সাময়িক বিয়ে সম্পূর্ণভাবে হারাম। এ ধরণের সাময়িক বিয়ে আর যিনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ ধরণের সাময়িক বিয়ের বৈধতাদান ইসলাম ও মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের কুট-কৌশল মাত্র। মোতা বা সাময়িক বিয়ে হারাম হওয়ার উপর ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শিয়া আক্বাঈদ

তাকীয়া অর্থাৎ আসল বিষয়কে গোপন করে, মুখে ভিন্ন ধরণের মত প্রকাশ করা শিয়াদের অন্যতম ধর্মীয় নীতি। অনুরূপভাবে "তাবাররা" অর্থাৎ শিয়া না এমন সব মুসলমানদের মনে প্রাণে ঘৃণা করা। যদিও সাহাবী হোক না কেন। এটাও তাদের উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় বিধান। (শিয়া ওলামাদের সম্মিলিত ইশতেহার, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পাকিস্তান। ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব, পৃষ্ঠা ৪৩৭ ও ৪৩৮)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

"তাকীয়া" চরম মোনাফেকী ও "তাবাররা" নিঃসন্দেহে হারাম। মুসলমানের মুহাব্বত ও শত্রুতা হতে হবে আল্লাহর ওয়াস্তে ও ইসলামের স্বার্থে। তখনই মুসলমানের ঈমান কামিল ও পরিপূর্ণ হবে। শিয়াদের "তাবাররা" মুসলমানদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও হানাহানি সৃষ্টির এক নিরব হাতিয়ার মাত্র।

শিয়াদের এমনি আরো অনেক ভ্রান্তআক্বীদা ও বিশ্বাস রয়েছে। যা সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা দুষ্কর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাদের কয়েকটি জঘন্য আক্বীদা পেশ করা হলো। যাতে সরলপ্রাণ মুসলমানগণ নিজেদের ঈমান-আক্বীদা রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং শিয়াদের মোনাফেকী চরিত্রের শিকার হয়ে ঈমান-আক্বীদা না হারায়। কারো মনে এ ধারণা লাগতে পারে, এসব জঘন্য কুফরী আক্বীদা আগেকার শিয়াদের ছিল, বর্তমানে এগুলোর প্রায়ই পরিহার করেছে। শুধুমাত্র নবী বংশের প্রতি লাগামহীন ভালবাসা প্রকাশ করে। বর্তমান ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও শিয়াদের ধর্মীয় ইমাম ও নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা

pdf By Syed Mostafa Sakib

খামেনীর ব্যাপারেও মুসলিম বিশ্বের অনেকে, বিশেষতঃ জামাতে ইসলামী ও দেশের তথাকথিত কিছু আলেম অজ্ঞাত কারণে তাকে বিশ্ব মুসলিমের একমাত্র "কায়েদ" নেতা, ও "রাহনুমা" পথ প্রদর্শক হিসেবে মনে করেন এবং তা প্রচার করেন। তাই এখানে খামেনীর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচিত গ্রন্থের উদ্বৃতি সহকারে পেশ করা হলো।

'আক্বীদা-এ-ইমামাত বা ইমাম সম্পর্কিত বিশ্বাস' এতদ বিষয়ে খামেনী বলেন-

اِنَّ مِنْ ضَرُوْرِيَّاتِ مَذْهِبِنَا اَنْ لاَ يَمْتَنَا مَقَامًا لاَ يَبْلِغُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ- অর্থাৎ আমাদের মাযহাব (শিয়া দ্বাদশ ইমামী)-এর মৌলিক বিষয়াবলীর মধ্যে অন্যতম একটি হলো যে, আমাদের ইমামগণের এতবড় মর্যাদা যেখানে কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেস্তা (জিব্রাইল আলাইহিস সালাম) ও কোন "মুরসাল" নবী পৌছতে পারে না। (আল হুকুমাতুল ইসলামীয়া, কৃতঃ আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খামেনী, শিয়া-সুন্নী ইখতেলাফ, পৃষ্ঠা ২৭,ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ৩৬)।

এখানে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, খামেনীর মতেও ইমাম এর মর্যাদা নবী রাসুল ও নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেস্তার মর্যাদা থেকে অনেক উর্ধ্বে। (নাউযুবিল্লাহ)।

"তাহরীফে কোরআন" বা "কোরআন শরীফ বিকৃত" এতদবিষয়ে শিয়াদের মৌলিক নীতি বিধানের সাথে একাত্মতা করে খামেনী বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা কোরআনে ইমাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেদিতেন, তখন যাঁরা (হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ও অন্যান্য সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) ইসলাম ও কোরআনের সাথে শুধুমাত্র দুনিয়া ও হুকুমত অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, এছাড়া ইসলাম ও কোরআনের সাথে তাদের আর কোন প্রকার সম্পর্ক নেই। তাদের জন্য এটা সম্ভব ছিল যে, তারা ঐ সব আয়াত কোরআন থেকে বাদ দিত। এ পবিত্র আসমানী কিতাবে বিকৃতি করত এবং কোরআনের এ অংশকে চিরদিনের জন্য বিশ্ববাসীদের দৃষ্টির আড়ালে করে দিত। কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমান ও তাদের কোরআন সম্পর্কে এটা লজ্জার বিষয় পরিণত হত। মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইয়াহুদী-নাসারা কর্তৃক তাদের আসমানী কিতাব বিকৃতির যে আপত্তি -দোষ আরোপিত হয়েছে ঐ দোষ তাদের (সাহাবাদের) উপর আরোপিত হত। (কাশফুল আসরার-কৃতঃ আয়াতুল্লা রুহুল্লা খামেনী- পৃষ্ঠা ১১৪, ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ৫৯, ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব, পৃষ্ঠা ৫৩)।

এখানে প্রমাণিত হলো যে, খামেনীর মতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও অপরাপর সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম কেবলমাত্র পার্থিব স্বার্থ ও ক্ষমতা লাভের মানসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল

(নাউযুবিল্লাহ)। "কাশফুল আসরার" কিতাবে তিনি জোরালো ভাষায় এ দাবী করেছেন। আরো বলেছেন যে, উপরোক্ত তিনজন ও তাঁদের সহযোগী প্রবীন সাহাবাগণ দুনিয়ালোভী এবং অত্যন্ত নিম্ন ধরণের দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। তারা হুকুমত দখলের লোভে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে ইসলাম কবুল করেছিল। এরা শুধু বাহ্যিক ভাবে মুসলমান ছিল, আন্তরীক ভাবে কাফির ও যিন্দিক ছিল। এরা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থের জন্য যে কোন ধরণের গর্হিত কাজ করতে পারত। এর জন্য প্রয়োজনে কোরআন শরীফ বিকৃত করতে পারত, মিথ্যা ও মনগড়া হাদিস বানাতে পারত। তাদের অন্তর আল্লাহর ভয়শূন্য ছিল। তারা প্রকৃতপক্ষে ঈমান থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা যদি মনে করত যে, তাদের এ হীন স্বার্থ ইসলাম ত্যাগ করে আবু জাহেল-আবু লাহাবের মত হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতার পথ অবলম্বন করার মাধ্যমেই চরিতার্থ হবে তাহলে তাও করত। (ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ৫২)।

উপরোক্ত উদ্বৃতি দ্বারা খামেনী হযরত সিদ্দিক আকবর, হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওসমান ও অন্যান্য সাহাবা কেরামের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম প্রতি কি ধরণের বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এটা শিয়াদের অন্যতম মূলনীতি "তাবাররা"-এর সাথে তার প্রকাশ্য সমর্থন। শিয়াদের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা রুহুল্লা খামেনী বলেন-

از مجموعه این مادها معلوم شد مخالفت کردن شیخین کردن شیخین از قران در حضرور مسلمانان یك امر خیلے مهمے نه بود مسلمانان نیز یا داخل در خزب خود انها یرده دور مقصود بانها بودند و یا اگر همراه نه بودند حیرات حرف زدن در انها که پیغنبز خدا و دختر او این طور سلوك می کردندندا شتند و جمله کلام انکه اگردر قران هم این امر یاصراحت لهجه ذکری شد بازانها دست از مقصود خود بر نمید اشتد و ترك ریاست برای گفته خدانمی کردند- منتها چوں ابوبکر ظاهر سازبش بیشتر بود بایك حدیث ساختگی کاررا تمام می کرد چنانچه راجع بایات ارث دیدند- راز عمر هم استباعادی ندا ست که امر بگوید خدا یا جبریل یا پیغمبر در فرستادیا اوردن این ایت اشتباه کردند مهجور شدند-

অর্থাৎ আমি যেসব দৃষ্টান্ত পেশকরেছি এতে 'শেখাইন' (অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার) কোরআনের বিরোধীতা প্রমাণিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হলো। মুসলমানদের (সাহাবা কেরাম) সম্মুখে তাদের এ ধরণের কর্ম-কাণ্ড কোন জটিল বিষয় ছিল না। (তখনকার) মুসলমানদের (সাহাবা কেরাম) অবস্থাও ছিল এ রকম, হয়তো তাদের (হযরত আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) দল অন্তর্ভুক্ত। হুকুমত ও ক্ষমতা লাভের ক্ষেত্রে তারা অভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গী সম্পন্ন ছিল। আর যদিও তাঁদের সমর্থক ছিল না, কিন্তু তাদের অবস্থা নিশ্চয়ই এমন ছিল যে, আল্লাহর পয়গাম্বর (হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর কন্যা (হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-এর সাথে দুর্ব্যবহার কারীদের সামনে সত্য বলার সাহস ছিলনা। মোট কথা হলো, যদি কোরআন পাকে স্পষ্ট ভাষায় এতদ বিষয় (হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফত সম্পর্কে) বর্ণিত হত, তারপরও তাঁরা (হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) উদ্দেশ্য হাসিল থেকে হাত গুটিয়ে নিত না এবং আল্লাহর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতার মসনদ ছাড়ত না। আবু বকর যিনি অধিক ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন, তিনি তো একটি হাদিস বানিয়ে উক্ত বিষয় চূড়ান্ত করে দিতেন। যেমনি ভাবে তিনি হযরত ফাতেমাকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য করে দেখিয়েছে। আর ওমরের জন্য এটা কোন অসম্ভব কিছু ছিল না যে, (হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ইমামাত ও খেলাফত সম্পর্কিত) আয়াত সম্পর্কে এ বলে উক্ত বিষয়ের সমাধান করে ফেলত যেন, হয়তো আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। অথবা জিব্রাইল বা রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ আয়াত পৌছানোর ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ)। (কাশ্‌ফুল আসরার, কৃতঃ ইমাম খামেনী পৃষ্ঠা ১১৯ ও ১২০, ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব, পৃষ্ঠা ৪৭ ও ৪৮)।

আলোচ্য উদ্বৃতিতেও খামেনী হযরত আবুবকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে কোরআনের বিরোধীতাকারী, ক্ষমতালোভী, হাদিস জালকারী, আল্লাহ, রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিব্রাইল আলাইহিস সালামের প্রতি ভুল আরোপ কারী, ষড়যন্ত্রকারী, রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্নেহের কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার প্রতি অসদাচরণকারী ও অপরাপর সাহাবা কেরামকে তাদের সমর্থক বা সত্য প্রকাশে অসমর্থ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির দাবী করলে তিনি যে হাদিস বর্ণনা করেছিলেন, তা কোরআনের পর বিশুদ্ধ কিতাব সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত-

اِنُّ مَعْشَرَ الْاَنْبِيَاءِ لَا نُوْرِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

অর্থাৎ আমরা (নবীগণ) সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাইনা। আমরা যা রেখে যাই তা সদকা। (রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি)। এ বিশুদ্ধ হাদিসকে খামেনী হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক জালকৃত বলে মন্তব্য করেছেন।

শিয়াদের অন্যতম ধর্মীয় বিধান "মোতা" বা সাময়িক বিয়ে সম্পর্কে খামেনীর রচিত কিতাব-"তাহরীরুল ওয়াসিলা" নামক কিতাবে প্রায় চার পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করেছেন। এতে তিনি বলেছেন, একেবারে কম সময়ের জন্য "মোতা" বা সাময়িক বিয়ে জায়েয। কিন্তু, তারপরও ঐ সময় নির্দিষ্ট করণ জরুরী। (তাহরীরুল ওয়াসিলা ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯০; ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ৮৯)।

আলোচ্য উদ্বৃতির আলোকে প্রমাণিত হলো যে, সুন্নীদের মতে "মোতা" বা সাময়িক বিয়ে সম্পূর্ণভাবে সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম ও যিনার সমতুল্য; কিন্তু খামেনীর মতে বৈধ। শুধু তাই নয়, বরং শিয়াদের মতে বড় ধরণের ইবাদাত। শিয়াদের প্রাচীন নির্ভরযোগ্য তাফসীর "মান্‌হাজুছ্ছাদেকীন" নামক কিতাবে একটি হাদিসের উদ্বৃতি রয়েছে।

مَنْ تَمَتَّعَ مَرَّةً فَدَرَجَتُهُ كَدَرَجَةِ الْحُسَيْنِ وَمَنْ تَمَتَّعَ مَرَّتَيْنِ فَدَرَجَتُهُ كَدَرَجَةِ الْحَسَنِ وَمَنْ تَمَتَّعَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَدَرَجَتُهُ كَدَرَجَةِ عَلِيٍّ وَمَنْ تَمَتَّعَ اَرْبَعَ مَرَّتٍ فَدَرَجَتُهُ كَدَرَجَتِيْ-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি একবার সাময়িক বিয়ে করবে, তার মর্যাদা হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অনুরূপ, দু'বার করলে হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মর্যাদা, তিনবার করলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মর্যাদা এবং চারবার করলে তার মর্যাদা আমার (রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের) মর্যাদার মত। (মানহাজুছ্ছাদেকীন প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৫৬, ইরানী ইনকিলাব পৃষ্ঠা ৬৩)।

হযরত ওসমান যিন্‌নুরাইন সম্পর্কে খামেনীর জঘন্য মন্তব্য

ইসলামের তৃতীয় খলীফা, পবিত্র কোরআনের সফল সংকলক, শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে আম্বিয়া কেরামের পর তৃতীয় স্থানে অধিষ্ঠিত হযরত ওসমান যিন্‌নুরাই রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং মানব ইতিহাসখ্যাত রাজনীতিবিদ, ওহী লেখক হযরত আমীরুল মো'মেনীন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে অভিশপ্ত ইয়াযিদের সাথে একই কাতারে গণ্য করে আয়াতুল্লাহ খামেনী বলেন-

.عقل پائدار و بخلاف گفته عقل هیچ کاری نه کند نه ان خدائے که
بنائے مرتفع از خدا پرستی و عدالت و دینداری بنا کند بخرابی

pdf By Syed Mostafa Sakib

ان کوشد و یزید و معاویه و عثمان وازیں قبیل چپاولچی هائے دگر بمردم امارت دهد-

অর্থাৎ আমরা এমন খোদার উপাসনা করি এবং এমন খোদাকে মানি, যাঁর সকল কর্মকাণ্ড বিবেক-বুদ্ধি ও হিকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা এমন খোদাকে মানি না, যিনি খোদার ইবাদত, ন্যায়পরায়নতা ও দ্বীনদারীর এক সুরম্য আলীশান প্রাসাদ তৈরী করে নিজেই তা ধ্বংস করার চেষ্টা করবেন; যে ইয়াজিদ, মুয়াবিয়া ও ওসমানের মত যালিম ও মন্দ শ্রেণীর লোকদেরকে নেতৃত্ব ও রাজত্ব দান করবেন। (কাশ্‌ফুল আসরার, কৃতঃ ইমাম খামেনী; ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ৬৯)।

এখানে আয়াতুল্লাহ খামেনী হযরত ওসমান ও আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে ইয়াযিদের সাথে এককাতারে দাঁড় করিয়ে যালিম ও মন্দ শ্রেণীর লোক হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। তাঁদের হাতে নেতৃত্ব ও হুকুমত দান করা মানে দ্বীনের সুউচ্চ প্রাসাদকে আল্লাহ তা'আলা নিজে তৈরী করে নিজে ধ্বংস করা। যে খোদা এমন যালিম ও খারাপ প্রকৃতির মানুষের হাতে রাজত্ব দেন, খামেনী ঐ খোদাকেও মানেন না। এমনি করে অসংখ্য জঘন্য কটুক্তি আয়াতুল্লাহ্ খামেনী তার রচিত "আল-হুকুমাতুল ইসলামীয়া" ও "কাশ্‌ফুল আসরার" নামক গ্রন্থ দু'টিতে করেছেন।

আয়াতুল্লাহ্ খামেনীর লিখিত গ্রন্থাদি থেকে তার ধ্যান-ধারণা ও আক্বীদা সংক্ষিপ্তাকারে সে সমস্ত সরল প্রাণ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা গেল যারা ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্র কায়েম ও খামেনী সম্পর্কে ইরান দূতাবাসের মাধ্যমে এদেশের ইরানপন্থী খামেনী সমর্থকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগীতায় প্রপোগাণ্ডা করছে যে, 'আয়াতুল্লা খামেনী শিয়া-সুন্নী মতবিরোধের সমর্থক নন; তিনি ইসলামী ঐক্যের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা, খোলাফা-এ-রাশেদীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সফল রাজনীতিবিদ। সুতরাং, তিনি বিশ্ব মুসলিমে জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।' আরো কতো বিশেষণ তার নামে সংযোজিত হয়, তার হিসেব কে রাখে। তার ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রতি বছর আলোচনা সভার আয়োজন হয়। কিন্তু খামেনীর বাস্তবরূপ কি, তার রচিত গ্রন্থ সমূহের উদ্বৃতির আলোকে খামেনীর ধ্যান-ধারণা ও আক্বীদা উপস্থাপন করা হয়না এ ভয়ে যে, পাছে যদি থলের বিড়াল বেরিয়ে যায়। মূলতঃ আয়াতুল্লা খামেনী হলেন, একজন "ইসনা আশারী" বা দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী কট্টর শিয়া। এদের সম্পর্কে জগত বরেণ্য ওলামা কেরামের মতামত ও ফতোয়ার কয়েকটি উদ্বৃতি নিম্নে উপস্থাপন করা গেল-

গাউসে আযম আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

গাউসে আযম আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শিয়া-তাহরীফে কোরআন (কোরআন বিকৃতি), ইসমাতে আইম্মা (ইমামগণ নিষ্পাপ), তাউহীনে মালায়েকা (ফেরেশতাদের অবমাননা) ইত্যাদি বাতিল আক্বীদার কারণে ঈমানের গণ্ডির বাইরে এবং কাফির। এ দল কুফর অবলম্বন করেছে, ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে; আর ঈমানের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে।

তিনি শিয়াদেরকে ইয়াহুদীদের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ, তাদের সাথে ইয়াহুদীদের আক্বীদাগত সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন-(১) ইয়াহুদীদের বিশ্বাস-হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের বংশধর ব্যতীত অন্য কারো জন্য ইমামত জায়েজ নয়; একইভাবে শিয়ারা বিশ্বাস করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর আওলাদ ব্যতীত অন্য কারো জন্য ইমামত জায়েয হবে না। (২) ইয়াহুদীদের ধারণা-হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আকাশ হতে অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত জিহাদ হইবে না; তেমনি শিয়াদের বিশ্বাস হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম প্রকাশ হওয়া ব্যতীত জিহাদ হবে না। (৩) ইয়াহুদীগণ তারকা উজ্জ্বল হবার পর মাগরিবের নামায আদায় করতো শিয়াদেরও একই অভ্যাস। (আকাশের তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে মাগরিবের নামায আদায় এবং রোযার ইফতার করে)। (৪) ইয়াহুদীরা ফজরের নামায আদায় করত কেবলমাত্র সূর্যোদয়ের পূর্বে; শিয়ারাও ঐ নিয়মে আদায় করে। (৫) ইয়াহুদীদের মেয়েরা ইদ্দত পালন করে না; শিয়ারাও ইদ্দত পালন করেনা। (৬) ইয়াহুদীদের নিকট তিন তালাক অর্থহীন; শিয়াদেরও একই বিশ্বাস। (৭) ইয়াহুদীগণ তাওরীত কিতাবে বিকৃতি সাধন করেছে; শিয়ারা কোরআনকে বিকৃত বলে বিশ্বাস করে, মূলতঃ তারাই বিকৃত করেছে। (যার দৃষ্টান্ত পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)। (৮) ইয়াহুদীগণ হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে শত্রু মনে করে; শিয়ারাও এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম অহী পৌছানোর ব্যাপারে ভুলবশতঃ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পরিবর্তে হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অহী পৌছিয়েছে। হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শিয়াদেরকে ১৬ দলে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে মারাত্মক দল 'কুম শহরে' বসবাস করে বলে উল্লেখ করেছেন। এদের জন্য গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বদ্‌দোয়া করেছেন। উল্লেখ্য যে, ঐ 'কুম শহরের' অধিবাসী হিসেবে খামেনী বা খোমেনী। (গুনিয়াতুত্তালেবীন; শিয়াধর্ম কৃতঃ শায়খুল হাদিস আল্লামা ফজলুল করিম নকশবন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পৃষ্ঠা ৩; শিয়া-সুন্নী ইখতিলাফ পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ-এ-আলফেসানী হযরত শেখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ-এ-আলফেসানী হযরত শেখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শিয়াদের অবস্থা হিন্দুস্থানের হিন্দুদের ন্যায়। তারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে; কিন্তু "কুফর" শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে। তারা নিজেদেরকে কখনো কাফির বলতে রাজি নয়। তেমনিভাবে শিয়াগণ নিজেদের জন্য রাফেযী শব্দ ব্যবহার করতেও সম্মত নয়। শিয়া সম্প্রদায় আহলে বায়তে রাসুলকে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার দুশমন মনে করে এবং আহলে বায়তের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে "তাকীয়া" (যখন যেমন, তখন তেমন)-এর ভিত্তিতে মুনাফিক ও ধোকাবাজ মনে করে। তারা বলে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পূর্বকার তিন খলীফার সাথে মোনাফেকী সুলভ সম্পর্ক ছিল। অর্থাৎ তিনি তাঁদেরকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করতেন না; বরং,বাহ্যিকভাবে শ্রদ্ধা দেখাতেন, আর আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন। (মাকতুবাত; শিয়া-সুন্নী ইখতিলাফ পৃষ্ঠা ৫৯-৬০)।

হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি রুহানীভাবে হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তাদের মাযহাব বাতিল। তাদের ভ্রান্তি 'ইমাম' শব্দ থেকে বুঝা যায়। যখন আমি এ রূহানী মোরাকাবা থেকে ফিরে আসি তখন বুঝতে সক্ষম হলাম যে, বাস্তবিক পক্ষে তাদের (শিয়াদের) মতে 'ঐ নিষ্পাপ ব্যক্তি, যাঁর আনুগত্য ফরয এবং যাঁর নিকট বাতেনীভাবে ওহী আসে।' এর দ্বারা নবী আলাইহিমুস সালাম বুঝানোই উদ্দেশ্য; যদ্বারা খাতামুন্নাবিয়্যীন (শেষ নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কেই অস্বীকার করা হয়। (দুররুস সামীন কৃতঃ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী; ইসলাম আওর খোমেনী মাযহাব পৃষ্ঠা ৮৬ ও ৮৭)।

হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ইসনা আশারী' দ্বাদশ ইমামী শিয়াদের খণ্ডনে 'তোহফা-এ-ইসনা আশারীয়া' নামক একটি কিতাব লিখেছেন। উক্ত কতাবে তিনি বলেন, শিয়াদের ধোকাবাজির মধ্যে

এটিও একটি ধোকা যে, তারা বলে বেড়ায়, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ যাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক ও হযরত ওসমান যিন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা কোরআনুল করীম পরিবর্তন করেছেন। তাঁরা এমন অনেক আয়াত ও সুরা বাদ দিয়েছেন যেগুলোতে আহলে বায়েত (হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধর)-এর ফযিলতসমূহ, তাঁদের অনুসরণ করার নির্দেশ, বিরোধীতা না করার আদেশ ও তাঁদেরকে মুহাব্বতের তাকিদ দেয়া হয়েছে। আর ঐসব আয়াত এবং সুরাতে তাদের শত্রুদের নামের বর্ণনা এবং তাদের উপর লা'নাত বা অভিশাপের বর্ণনা ছিল। একারণে এ বিষয়গুলো তাঁদের (হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের) নিকট বড় অপছন্দ হয়েছে। আহলে বায়তের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ তাদেরকে একাজে উৎসাহিত করেছে। যেমন সুরা "আলাম নাশরাহ" থেকে এ আয়াতকে বাদ দিয়েছে- وَجَعَلْنَا عَلِيًّا صِهْرَكَ অর্থাৎ " আলীকে আমি আপনার জামাতা করেছি।" এতে প্রমাণিত হয় (শিয়াদের মতে) শুধুমাত্র হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুই কেবল হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হয়নি। অনুরূপভাবে "সুরা বেলায়তকে" বাদ দেয়া হয়েছে, যাতে আহলে বায়তের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার বিবরণ ছিল। (তোহফা-এ-ইসনা আশারীয়া-আরবী অনুবাদ,পৃষ্ঠা৩০; শিয়া-সুন্নী ইখতেলাফ-পৃষ্ঠা ৬১)।

আলোচ্য উদ্বৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পাক-ভারতের অন্যতম মুহাদ্দিস হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দৃষ্টিতেও শিয়াদের পূর্বোল্লেখিত আক্বীদা সমূহ ভ্রান্ত। সর্বোপরি শিয়াদের ধারণা মতে পবিত্র কোরআনে সুরা বেলায়াত নামে একটি সুরা ছিল, এ বিশ্বাসটুকুও ভ্রান্ত। এগুলো কারো পক্ষ থেকে শিয়াদের উপর অপবাদ নয়।

شبہ نیست کہ فرقہ امامیہ منکر خلافت حضرت صدیق اکبر اند و درکتب فقہ مسطور است کہ ہر کہ انکار خلافت صدیق اکبر کند منکر اجماع قطعی شد و کافر گشت-

অর্থাৎ কোন সন্দেহ নেই যে, শিয়াদের ইমামীয়া ফিরকা (অর্থাৎ সপ্ত বা দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী শিয়া) হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফত অস্বীকার করে। ফিকাহ শাস্ত্র মতে, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতকে অস্বীকার করল, সে 'ইজমা ক্বাতয়ী' বা নির্দিষ্ট ঐকমত্যকে অস্বীকার করলো এবং কাফির হয়ে গেল। (ফতোয়া আযিযী পৃষ্ঠা ১৮২)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাফেযীগণ যদি আমিরুল মো'মেনীন আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শেখাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে, তাহলে-বেদ্আতী। (ফতোয়া-এ-খোলাছা, আলমগীরী ইত্যাদি)।

আর যদি তাঁদের দু'জনের বা যে কোন একজনের খেলাফত ও ইমামতকে অস্বীকার করে, তাহলে ফকীহগণ তাদেরকে কাফের বলে অভিহিত করেছেন এবং মুতাকাল্লেমীন বলেছেন, বেদআতী। এটাই সতর্কতা মূলক মন্তব্য। আর যদি আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে "বাদা" (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন বিষয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জ্ঞান রাখেন না বরং ঘটে যাবার পরই জানেন) মেনে থাকে অথবা বর্তমান কোরআন শরীফকে অসম্পূর্ণ, সাহাবা বা অন্য কেউ এতে বিকৃতি সাধন করেছে বলে বিশ্বাস করে, আমীরুল মো'মেনীন (হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বা আহলে বায়তের কোন ইমামকে আল্লাহ তা'আলার নিকট পূর্ববর্তী আম্বিয়া কেরামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, (যেমন আমাদের শহরের রাফেযী-শিয়া বলে থাকে)। তাদের এ যুগের মুজতাহিদ তা স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করেছে, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা কাফির। তাদের সম্পর্কে শরীয়তের বিধান মুরতাদদের মত। ফতোয়া-এ-মেহরীয়া এর উদ্বৃতিতে ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে বর্ণিত আছে। (ফাতাওয়াল হারামাইন বেরাজফে নাদওয়াতুল মাইন, মাকতাবা-এ ইশিক, তুর্কী। ইমাম আহমদ রেযা আওর রদ্দে শিয়া কৃতঃ আল্লামা আবদুল হাকীম শরফ কাদেরী, পৃষ্ঠা ২১)।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদ রেযা ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শিয়াদের সম্পর্কে বিশটি কিতাব লিখেছেন। এগুলোর তালিকা 'ইমাম আহমদ রেযা আওর রদ্দে শিয়া' নামক পুস্তিকার পৃষ্ঠা ১৬-১৮ বর্ণিত আছে।

আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনে হুম্মাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

হানাফী মাযহাবের বিশ্ববরেণ্য ইমাম ইবনে হুম্মাম বলেন-

وفى الروافض ان من فضل عليا على الثلثة فمبتدع وان انكر خلافة الصديق او عمر رضى الله عنه فهو كافر

অনুবাদ ঃ রাফেযী যদি শেখাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) কে গালি দেয় (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে সে কাফির।

অর্থাৎ শিয়াদের মধ্যে যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে পূর্বকার

তিনজন খলীফার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, সে বেদআতী। আর যদি হযরত আবু বকর সিদ্দিক বা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার খেলাফতকে (বৈধতা) অস্বীকার করে- সে কাফের। (ফত্হুল ক্বাদীর প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৪; মাসিক বাইয়্যেনাত পৃষ্ঠা ৮৮, করাচী, পাকিস্তান)।

ফতোয়া-এ- আলমগীরীতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- কাফির হয়ে যাবে মর্মে রায়টি নিঃসন্দেহে সঠিক।

অনুরূপভাবে যেসব শিয়া শেখাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হয়রত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে গালমন্দ করে তাদের সম্পর্কে শরীয়তের বিধান হলো-

الرافضى اذا كان يسب الشيخين ويلعنهما والعياذ بالله فهو كافر-

অর্থাৎ সেও কাফির। (ফতোয়া-এ- আলমগীরী; মাসিক বাইয়্যেনাত, পৃষ্ঠা ১৫৭, করাচী, পাকিস্তান)।

একইভাবে নিম্নোক্ত কিতাবগুলোতেও অনুরূপ বিধান রয়েছে।

ফতোয়া-এ-বায্যামীয়া,বাহরুর রায়েক, খোলাসাতুল ফতোয়া, দুর্‌রে মোখতার, রদ্দুল মোহতার ইত্যাদি।

বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ! শিয়া সম্প্রদায়ের ইসনা আশারী কুফরী আক্বীদার কারণে তাদেরকে ইসলামের সুমহান ইমামগণ বেদআতী ও কাফির বলে রায় পেশ করেছেন। অনুরূপ অভিমত পেশ করেছেন, পাক-ভারতের ওলামা কেরাম দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণও। তাদের মধ্যে মৌং হুসাইন মাহমুদ মদনী, মৌং আসগার হুসাইন, মৌং এ'যায আলী, মুফতি শফী, মৌং শাব্বীর আহমদ ওসমানী, মুফতি আযিযুর রহমান দেওবন্দী, মৌং আমজাদ মাদানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। অনুরূপভাবে মোযাহেরুল উলুম চাহারণপুর ইউ,পি, এর ওলামা কেরাম। দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার আলেমগণ। (বিশ্ব ওলামার বিস্তারিত অভিমত জানার জন্য দেখুন- মাসিক বাইয়্যেনাত তৃতীয় সংস্করণ, করাচী, পাকিস্তান)।

ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ খামেনীর লিখনিতেও ঐ কুফরী আক্বীদা উদ্বৃতি সহকারে পেশ করা হয়েছে। এবার আপনারই বলুন-খামেনী কি মুসলিম বিশ্বের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, ইরান কি ইসলামী রাষ্ট্র না শিয়া রাষ্ট্র! ইরানে কি কোরআন-সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠিত, না-শিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। খামেনী নিজেদের অদৃশ্য ইমাম "মাহদী মুন্তাযার" এর জন্মানুষ্ঠান উপলক্ষে এক ভাষণে (১৫ শাবান ১৪০০ হিজরী) বলেন, বুকে হাত দিয়ে শুনুন এবং নিজ ঈমানের আলোকে বিচার করুন।

ولقد جاء الانبياء من اجل ارساء قواعد العدالة فى العالم لكنهم

pdf By Syed Mostafa Sakib

لم ينجحوا حتى النبى محمد خاتم الانبياء الذى جاء لا صلاح البشرية و تنفيذ العدالة و تربية البشر لم ينجح فى ذالك وان الشخص الذى سينجح فى ذالك ويرسى قواعد العدالة فى جميع انحاء العالم فى جميع مراتب الانسانية للانسان و تقويم الخرافات هو المعدى المنتظر-

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সকল নবী আলাইহিমুস সালাম পৃথিবীতে ন্যায়ের মৌলিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন। কিন্তু, তাঁরা সফল হননি, এমনকি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত। যিনি মানবতার সংশোধন, ন্যায় প্রচলন ও মানব প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন; তিনি এতে সফল হননি। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি এ মহান উদ্দেশ্যে সফলকাম হবেন, যিনি সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের জন্য মানবতার সর্বস্তরে ন্যায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করবেন এবং বিশ্বব্যাপী সকল বক্রতা ও অন্যায়কে পরিশুদ্ধ করবেন, তিনি হলেন-মাহদী মুনতাযার। (এ ভাষণ তেহরান বেতার হতে প্রচারিত হয় এবং ২১/৬/৯০ ইং কুয়েতে "আর্‌রাইউল আলম" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব পৃষ্ঠা ৩৭৭ ও ৩৭৮)।

উল্লেখ্য যে, 'ইসনা আশারী' বা দ্বাদশ ইমামীদের মতে তাদের দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদ আল্ মুনতাযার আল মাহদী ৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 'সুররা মান্‌রাআ' পাহাড়ে মূল কোরআন নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান এবং পুনরায় মাহ্‌দী হিসেবে আবির্ভূত হবেন। আর সমগ্র পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় চূড়ান্তভাবে সফল হবেন। (ইরানী ইনকিলাব পৃষ্ঠা ২৯)। ঐ মুহাম্মদ আল মুনতাযার এর জন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে খামেনী উপরোক্ত মন্তব্য করে সকল নবী আলাইহিমুস সালাম বিশেষতঃ আমাদের মহান রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুবিশাল মর্যাদার অবমাননা করলেন।

প্রিয় পাঠক মণ্ডলী! আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের পূর্ণতা সম্পর্কে এরশাদ করেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ। অর্থাৎ আজ তোমাদের দ্বীন (ইসলামকে) পরিপূর্ণ করে দিলাম। অথচ খামেনীর দৃষ্টিতে নবী আলাইহিমুস সালামগণ ন্যায় ও মানবতা প্রতিষ্ঠায় সফল হননি। এবার কি আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা বিশ্বাস করবেন, না খামেনীর মন্তব্যে আস্থা স্থাপন করবেন? এ বিচার আপনাদের হাতে ছেড়ে দিলাম।

শিয়াদের দ্বাদশ ইমামের তালিকা

(১) হযরত আলী, (২) হযরত ইমাম হাসান, (৩) হযরত ইমাম হোসাইন, (৪) ইমাম যায়নুল আবেদীন, (৫) ইমাম মুহাম্মদ বাক্বির, (৬) ইমাম জাফর সাদিক, (৭) ইমাম মুসা কাযিম, (৮) ইমাম আলী রযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম, (৯) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী তুর্কী, (১০) ইমাম আলী ইবনে মুহাম্মদ নকী, (১১) ইমাম হাসান আসকারী ও (১২) ইমাম মুহাম্মদ আল মুনতাযীর আল মাহদী। ইনিই হলেন শিয়াদের মতে "ইমাম-এ-গায়েব" বা অদৃশ্য ইমাম, তিনিই ইমাম মাহদী। সুন্নী মুসলমানদের ইমাম মাহদী আর এ মাহদী এক নয়।

বিশ্ব ওলামার দৃষ্টিতে আয়াতুল্লা খামেনী দ্বাদশ ইমামী কট্ট'র শিয়া। সুতরাং বাংলাদেশের মত সুন্নী মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে এ কট্টর শিয়াকে নিয়ে এতো আয়োজনের পেছনে এ দেশের সরলপ্রাণ সুন্নী মুসলমানদেরকে ক্রমান্বয়ে শিয়া বানানোর কোন গভীর ষড়যন্ত্র আছে কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

মওদুদী-খামেনী গভীর সম্পর্ক

জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মৌং আবুল আ'লা মওদুদী ও ইরানের শিয়া ইমাম আয়াতুল্লা খামেনীর মধ্যে মহান রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী ও সাহাবা কেরামের সমালোচনা করা সহ উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এরই ভিত্তিতে উভয়ের সম্পর্কও ছিল বেশ গভীর।

মওদুদীর মৃত্যুতে পাকিস্তানের সাপ্তাহিক পত্রিকা "শিয়া" ৮ই অক্টোবর ১৯৭৯ সন এক শোক বার্তায় তার শিয়া সম্প্রীতির কথা উল্লেখ করে বলা হয়, 'মরহুম মওদুদী নিজের বিশেষ আক্বীদা পোষণ করা সত্ত্বেও তিনি একজন সর্বজন সমঝোতা মনোভাবের মানুষ ছিলেন। সত্য কথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করতেননা। তাঁর লিখিত খিলাফত ও মুলুকিয়াত স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

ইরানের শাহ্'র পতন হলে আয়াতুল্লা খামেনীকে অভিনন্দন জানিয়ে মওদুদী একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছিলেন। (সাপ্তাহিক শিয়া, লাহোর, ১-৮ অক্টোবর ১৯৭৯ সন)। অতঃপর খামেনীর পক্ষ থেকেও প্রতিনিধি দল মওদুদীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে করাচী আসে। বিমান বন্দরে জামাতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ তাদেরকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে এবং শ্লোগান দেয় 'খামেনী আওর মওদুদী হামারা রাহনুমা হ্যায়।' অর্থাৎ খামেনী ও মওদুদী আমাদের নেতা। 'মওদুদী খামেনী ভাই ভাই'। শিয়া-সুন্নীর মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। আমাদের নেতা খামেনী আমাদের নেতা খামেনী। (জামাতী অর্গান সাপ্তাহিক এশিয়া ১৯৭৯, 'ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব পৃষ্ঠা ৩৯৯-৪০১।)

জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীর সাথে এ গভীর সম্পর্কের কারণেই জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের অনুসারীগণ খামেনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রেসিডেন্ট রফসানজানী বাংলাদেশ সফরে আসলে তাঁকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা দেয়া হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইরানী নিউজ লেটার সরবরাহে জামাতের কর্মীরা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে থাকে।

শিয়া-সুন্নীর মধ্যে কি পার্থক্য তা উপরে আলোচিত হয়েছে। শিয়া-সুন্নীর মধ্যে মূলতঃ ঈমান ও কুফরের পার্থক্য। এতদসত্ত্বেও এসব জঘন্য ভ্রান্তিকে ধামাচাপা দিয়ে "শিয়া সুন্নী ভাই ভাই" শ্লোগান দিচ্ছে মওদুদীর দোসরগণ। এ সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে এদেশের সুন্নী মুসলমানদের সতর্ক থাকা উচিত। আশা করি শিয়া সম্প্রদায় ইমাম খামেনী ও বর্তমান ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে আলোচিত তথ্যাবলী সত্য উদঘাটনের মনোভাব নিয়ে যাচাই করে নিজ ঈমান-আক্বীদা রক্ষায় সচেষ্ট হবেন।

শিয়া সম্প্রদায় ও আয়াতুল্লাহ খামেনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন

১। শিয়া-সুন্নী ইখতিলাফ (উর্দু); শিয়া-সুন্নী বিরোধ (বাংলা) ঃ মৌং ওবাইদুল হক জালালাবাদী।
২। ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব ঃ মৌং বদর আলকাদেরী।
৩। তারীখে মাযহাবে শিয়াঃ মৌং আব্দুস শুকুর লখনবী।
৪। শিয়া ও মওদুদী মতবাদের পারস্পরীক সম্পর্ক ঃ আবু মাকনুন।
৫। ইরানী ইনকিলাবঃ মৌং মানযুর নোমানী।
৬। মাসিক বাইয়্যেনাত, তৃতীয় সংস্করণ, করাচী।
৭। ইমাম আহমদ রেজা আওর রদ্দে শিয়াঃ মৌং আবদুল হাকিম শরফ কাদেরী।

ওহাবী সম্প্রদায়

এ সম্প্রদায়ের প্রবক্তা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী ১১১৪/১৫ হিজরী, ১৭০৩ খৃষ্টাব্দ আরবের নজদ-এর দক্ষিণে "ওয়াদিয়ে হানাফিয়া"র ওয়াইনা নামক স্থানে বনি তামিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করে। সহী হাদিসে খারেজী সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসে আলোচ্য যুলখোয়াইসারা ও তামীমী গোত্রের কথা উল্লেখ ছিল। এ গোত্রের অবস্থান মদীনা শরীফ থেকে পূর্ব দিকে। এ দিক থেকেই বাতিল ফিরকা বের হবে বলে হাদিসে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। শেখ নজদী প্রথম থেকেই মেধাবী ও সুস্থ ছিলো এবং দশ বছর বয়সে কোরআন শরীফ পড়া সমাপ্ত করে। বার বছর বয়সে "বালিগ" (প্রাপ্ত বয়স্ক) হয়। ঐ বছরই তার বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ছোট বেলায় নিজ পিতার নিকট লেখা পড়া করে। পিতার কাছে **"হাম্বলী ফিকাহ"** পড়ে। অতঃপর লেখা পড়ার উদ্দেশ্যে একাধিকবার হেজাজ গমন করে। শেখ নজদী উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে গমন করে। এখানে কট্টরপন্থী গোড়া গায়রেমুকাল্লিদ

শেখ মুহাম্মদ হায়াত সিন্দীর সাথে শেখ নজদীর সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম ইবনে সাইফের সাহচর্য লাভ হয়। এ দু'জন ইবনে তাইমিয়ার কিতাব সমূহ দ্বারা শেখ নজদীর ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। (তারীখে নজদ ও হেজায পৃষ্ঠা ২৮-৩০; তারিখে ওহাবীয়া পৃষ্ঠা ৪৬, আদ্‌দুরাবষ্যনীয়া পৃষ্ঠা ৪২)।

শেখ নজদীর দাদা সুলাইমান ইবনে আলী শরফ হাম্বলী-যুগের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ছিলেন। তার চাচা ইব্রাহীম ইবনে সুলাইমানও প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ছিলেন। তাঁর পুত্র আব্দুর রহমান দেশ বরেণ্য ফকীহ, মুফতী ও আরবী সাহিত্যের পণ্ডিত ছিলেন। শেখ নজদীর পিতা শেখ ওহাব ইবনে সুলাইমান (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ওফাত ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ) অত্যন্ত নেক্‌কার, সুন্নী আক্বীদায় বিশ্বাসী বুযর্গ, আলেমে দ্বীন, ফকীহ ও 'ওয়াইনা' এর 'কাযি' (বিচারক) ছিলেন। এক সময় পিতা শেখ আব্দুল ওহাব (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও পুত্র শেখ নজদীর মধ্যে আক্বীদাগত বিষয় নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। এ সম্পর্কে মিশরের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা তান্‌তানাভী জৌহরী (ওফাত ১৩৫৮ হিজরী) লিখেন, শেখ নজদী স্বীয় পিতার পাঠদানপর্বে উপস্থিত হতো এবং তার দৃষ্টিতে যেগুলোকে বেদআত মনে করতো সেগুলো সম্পর্কে আপত্তি তুলতো। শেখ নজদীর পিতা শেখ আবদুল ওহাব এবং তার সহপাঠিরা সকল জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেন এবং বলতেন, ইসলামের মূলধারা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা-আমলের বিরুদ্ধাচারণ করোনা। শেখ নজদী তার পিতার উত্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে তর্কে লিপ্ত হতো এবং বলতো বিরোধীতা আমি করবোই। ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে শেখ আব্দুল ওহাবের ওফাত হলে শেখ নজদী প্রকাশ্যে তার ভ্রান্ত আক্বীদার প্রচার শুরু করে। (তারীখে নজদ ও হেজায পৃষ্ঠা ২১-২২)।

শেখ নজদীর ভাই শেখ সুলাইমান ইবনে আবদুল ওহাব (ওফাত ১২০৮ হিজরী) স্বীয় পিতার মতো সুন্নী আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিলেন তাঁর সম্পর্কে আল্লামা তান্‌তানাভী জৌহরী বলেন। শেখ আব্দুল ওহাব (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর দুই ছেলে যথাক্রমে (১) মুহাম্মদ (শেখ নজদী) ও (২) সুলাইমান। শেখ সুলাইমান প্রখ্যাত আলেম ও ফকীহ ছিলেন। "হারি মালায়" পিতার পরবর্তী সময়ে "কাযী" পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ছিল। (১) আব্দুল্লাহ (২) আব্দুল আযীয। এ দু'জন তাকওয়া ও ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সমূহের অন্যতম নিদর্শন ছিলেন। শেখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল ওহাব (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) সারা জীবন শেখ নজদীর ভ্রান্ত আক্বীদার বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। তিনি শেখ নজদীর ভ্রান্ত আক্বীদার খণ্ডনে 'আস্‌সাওয়ায়েকুল ইলাহিয়া' নামে নির্ভরযোগ্য দলীল সম্বলিত কিতাব রচনা করেন। যা সর্ব সাধারণের কাছে বেশ সমাদৃত হয়। (তারীখে নজদ ও হেজাজ পৃষ্ঠা ২৪)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শেখ নজদী পিতার জীবদ্দশায় "ওয়াইনার" সুন্নী মুসলমানদের প্রবল বিরোধীতার সম্মুখীন হয়ে সেখান থেকে হেজায গমন করেন। এখানে এসে শেখ মুহাম্মদ হায়াত সিন্দী ও ইবনে সাইফের কাছে আহ্‌লে হাদিসের শীষ্যত্ব গ্রহণ করায় তার গোমরাহী আরো বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে আল্লামা তানতানাভী লিখেন যে, 'শেখ নজদী বলেন, আমি একদা ইবনে সাইফের নিকট বসেছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি কি তোমাকে ঐসব হাতিয়ার দেখাব যা আমি মাজমাবাসীদের জন্য সংগ্রহ করেছি। আমি বললাম হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। যে কক্ষটি ইবনে তাইমিয়ার কিতাবে পরিপূর্ণ ছিল। ইবনে সাইফ বললেন এগুলো ঐ হাতিয়ার যা আমি মাজমাবাসীদের জন্য সংগ্রহ করেছি। ইবনে সাইফ ও মুহাম্মদ হায়াত সিন্দী-ই মূলতঃ শেখ নজদীকে ইবনে তাইমিয়ার ভ্রান্তিপূর্ণ রচনাবলীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আর সে থেকেই শেখ নজদী ভ্রান্তি থেকে ভ্রান্তির অতল গহবরে তলিয়ে যেতে থাকে। উল্লেখ্য যে, সকল মুসলমান নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত, উসিলা গ্রহণ এবং বুজর্গানে দ্বীনের সম্মানকে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে জায়েয মনে করে তাদেরকে শেখ মুহাম্মদ হায়াত সিন্দী কাফির বলে আখ্যায়িত করে। যেসব আয়াত মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে ঐগুলোকে মুসলমানদের বেলায় প্রয়োগ করত। (তারিখে নজদ ও হেজাজ পৃষ্ঠা ৩০-৩১)।(বোখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এটা খারেজীদের গোমরাহির অন্যতম কারণ। হাদিসের আলোকে খারেজীদের অধ্যায় দেখুন)।

অতঃপর 'ওন্‌ওয়ানুল মাজ্‌দ ফী তারীখে নজদ' -এর প্রণেতা ওসমান ইবনে বশর (ওফাত ১২৮৮ হিজরী)'র বর্ণনা শুনন, একদা শেখ নজদী হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে পেল যে, লোকজন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলায় প্রার্থনা করছে। তখন শেখ নজদী শেখ মুহাম্মদ হায়াত সিন্দীকে উদ্দেশ্য করে বলল, এসব মানুষ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? উত্তরে শেখ হায়াত কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন-

ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعلمون-

অর্থাৎ এরা ধ্বংস হবার, আর এদের আমল সমূহ বাতিল। (তারিখে নজদ ও হেজায পৃষ্ঠা ২৯; তারীখে ওহাবীয়া ৪৬-৪৭, কিতাবুত তাওহিদ এর ভূমিকা পৃষ্ঠা১১)।

অতঃপর মদীনা শরীফের সুন্নী মুসলমানদের নিকট তার স্বরূপ উন্মোচিত হলে সে মদীনা শরীফ ত্যাগ করে 'বসরা' গমন করে। সেখানে শেখ মুহাম্মদ মাজমুয়ী নামক এক গায়রে মুকাল্লীদ আলেমের নিকট কিছুদিন অবস্থান করে। এখানে সে

উপরোক্ত বিষয় সমূহের (উসিলা গ্রহণ ও শাফায়াত কামনা) কারণে মুসলমানদেরকে শিরক, কুফরের ফতোয়া দিতে শুরু করে। অবশেষে এখান থেকেও বিতাড়িত হয়ে 'সিরিয়া' যাওয়ার মনস্থ করে। কিন্তু সহায় সম্বলের স্বল্পতার কারণে সিরিয়া যাওয়ার পরিবর্তে পুনরায় 'হরাইমালায়' ফিরে যায়। এখানেও তার ভ্রান্ত আক্বীদার প্রচার শুরু করলে চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠে এবং জনসাধারণের প্রবল চাপের মুখে পৈত্রিক শহর 'ওয়াইনায়' চলে যায়। ওয়াইনার গভর্ণর আমীর ওসমান ইবনে মুয়াম্মারের সাথে সাক্ষাৎ করে এ পরিকল্পনা দিলো যে, আমীর যদি তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সফল হয় তাহলে অনতিবিলম্বে তিনি ওয়াইনার বাদশা হয়ে যাবেন। এতে খুশী হয়ে আমীর মুয়াম্মা'র কন্যা "জোহরা"র সাথে শেখ নজদীর বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর শেখ নজদী প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে তার মনগড়া দর্শন প্রচারে আরো অধিক সোচ্চার হয় এবং ওয়াইনার মুসলমানদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে ওহাবী বানানোর পরিকল্পনা হাতে নেয়। ফলে যারা তার ভ্রান্ত আক্বীদা কবুল করে তার দলে যোগ দিতো সে সকল প্রকার যুলুম নিপীড়ন থেকে রেহাই পেতো। আর যেসব ঈমানদার তার ভ্রান্ত আক্বীদা গ্রহণ করতো না তাদের উপর কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করা হতো; এতেও যদি ঈমানদারগণ তার ভ্রান্ত আক্বীদা গ্রহণ করতে সম্মত না হতো তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতো এবং তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিত। এমনি করে সে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কিছু অনুসারী তৈরী করে। (তারীখে নজদ ও হেজায ৪০-৪১ পৃষ্ঠা, তারীখে ওহাবীয়া পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯)।

শেখ নজদীর সর্বপ্রথম কর্মকাণ্ড

শেখ নজদী তার ওহাবী আন্দোলনের সুদূর প্রসারী কর্মসূচী সাহাবা কেরামের মাজার শরীফ ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে সূচনা করে। এ সম্পর্কে ওসমান ইবনে বশর বলেন, ১৪ হিজরীতে মুসাইলামা কাযযাব নামক ভণ্ডনবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হযরত যায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শহীদ হন। শেখ নজদী সর্ব প্রথম সেই হযরত যায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাজার শরীফ ভাঙ্গার দৃঢ় ইচ্ছে পোষণ করলো। অতঃপর আমীর ওসমানের সম্মতিক্রমে ছয়শত সৈন্য নিয়ে 'জাবীলা' নামক স্থানে যায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাজার শরীফ আক্রমণ করে স্বহস্তে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। (তারীখে নজদ ও হেজায পৃষ্ঠা-৪২; তারীখে ওহাবীয়া পৃষ্ঠা ৪৯; কিতাবুত তাওহিদ পৃষ্ঠা ১৩)।

অতঃপর শেখ নজদী আরো শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনে 'দেরঈয়া' গমন করে তার একান্ত অনুগতশিষ্য ইবনে সুয়াইলামের মাধ্যমে দেরঈয়ার গভর্ণর মুহাম্মদ ইবনে সউদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে। প্রথমদিকে ইবনে সউদকে সম্মত করতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমীর মুহাম্মদ ইবনে সউদকে সম্মত করতে সক্ষম হয়। (তারিখে নজদ ও হেজায পৃষ্ঠা ৪৩)। এ মুহাম্মদ ইবনে সউদ-ই হলেন বর্তমান সউদী রাজপরিবারের পূর্ব পুরুষ। তারই নামানুসারে নামকরণ করা হয় সউদী আরব। সূচনালগ্ন থেকেই শেখ নজদী সউদ রাজপরিবারের উপর প্রভাব বিস্তার করে যা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। এখানে ওহাবী মতবাদের পুরো ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব নয় এবং উদ্দেশ্যও নয়। এখানে ওহাবী সম্প্রদায়ের সামান্য পরিচিতি এবং তাদের ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ তুলে ধরাই মূল উদ্দেশ্য। নিম্নে ওহাবী মতবাদ সম্পর্কে বিশ্ব বরেণ্য কয়েকজন আলেমের অভিমত উপস্থাপন করছি।

হযরত আল্লামা শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(ফতোয়-এ-শামীর সংকলক)

হযরত আল্লামা শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারীগণ, যারা নজদ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং হারামাইন (মক্কা ও মদীনা শরীফ)-এর উপর দখল বিস্তার করেছে। তারা নিজেদেরকে হাম্বলী বলে দাবী করে, কিন্তু তাদের আক্বীদা বা বিশ্বাস হলো, মুসলমান শুধু তারাই; যারা তাদের আক্বীদার বিরোধীতা করে তারা মুসলমান নয়, বরং মুশরিক। এরই ভিত্তিতে তারা (ওহাবীগণ) "ওলামায়ে আহলে সুন্নাতকে হত্যা করা জায়েয মনে করে। " (ফতোয়া-এ-শামী, বাবুল বোগাত; তারীখে নজদ ও হেজায পৃষ্ঠা ১২২ ও তারীখে ওহাবীয়া পৃষ্ঠা ৬৬)।

হযরত আল্লামা শেখ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আস্‌সাবী মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াত- ان الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا

অর্থাৎ নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের দুশমন। সুতরাং তোমরা তাকে দুশমন হিসেবে গ্রহণ করো।

এর ব্যাখ্যায় খারেজীদের দৃষ্টান্ত পেশ করতে গিয়ে বলেন, বর্তমানে যে ফিরকা বা দল হেজাজে আত্মপ্রকাশ করেছে, যাদেরকে ওহাবী বলা হয়। তাদের ধারণা তারাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত পক্ষে এরা মিথ্যাবাদী। (তারীখে ওহাবীয়া পৃষ্ঠা ৬৫)।

মসজিদে হারামের অন্যতম শিক্ষক আল্লামা সৈয়দ আহমদ ইবনে যি'নী দাহলান শাফেয়ী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৩০৪ হিজরী) শেখ নজদী সম্পর্কে বলেন, শেখ নজদী বলতেন, হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে এ পর্যন্ত সবাই শিরকে লিপ্ত। সে মানুষের জন্য দ্বীনকে সংস্কার করেছে। যখন কেউ তার ধর্মে যোগদান করত এ অবস্থায় যে, ঐ ব্যক্তি পূর্বে হজ্ব আদায় করেছে, তখন তাকে

বলত-পুনরায় হজ্ব কর; কারণ, প্রথম হজ্ব মুশরিক অবস্থায় আদায় করেছ; তোমার হজ্ব আদায় হয়নি। বাইরের কেউ তার অনুসারী হলে তাকে বলত মুহাজির, আর এলাকার কেউ তাকে অনুসরণ করলে তাকে বলত আনসার। এতে বুঝা যায় যে, শেখ নজদী নুবুয়্যাতের দাবীদার। কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় দাবী করার সাহস পায়নি। যদি সম্ভব হতো তাও দাবী করত। সে তার অনুসারীদের বলত, আমি তোমাদের জন্য নতুন দ্বীন এনেছি। (আদ্‌দুরারুস্‌ সানীয়া পৃষ্ঠা ৪৬ ও ৪৭, ইস্তাম্বুল; ফিতনাতুল ওহাবীয়া পৃষ্ঠা ৬৭ ইস্তাম্বুল, তুর্কী)।

শেখ নজদীর রচনাবলী

(১) কিতাবুত তাওহীদ, (২) কাশফুশ্‌ শোবহাত, (৩) কোরআন শরীফের কিছু অংশের পাদটীকা মাসায়েল, (৪) কিতাবুল কাবায়ির, (৫) মাসায়েলুল জাহেলীয়া ও (৬) ফাওয়ায়েদু দ্দিরাতিন নববীয়া। (কিতাবুত তাওহীদ এর ভূমিক পৃষ্ঠা ১৬)।

ওহাবীরা বলে বেড়ায় যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারীদেরকে ওহাবী বলা শুদ্ধ নয়। কারণ, এ মতবাদের প্রবক্তার নাম মুহাম্মদ, আবদুল ওহাব নয়। অতঃপর যাদেরকে ওহাবী বলা হয়, তারা এ নামে পরিচিত হতে চায়না এবং এ পরিচয়ও দেয় না। (কিতাবুত তাওহীদের ভূমিকা পৃষ্ঠা ২০)।

এ আপত্তির একাধিক উত্তর হচ্ছে-

প্রথমতঃ কোন মাযহাবের প্রবক্তার নামে মাযহাবের নাম করণ না হওয়ার দৃষ্টান্ত স্বয়ং হাম্বলী মাযহাব। হাম্বলী মাযহাবের ইমামের নাম-আহমদ। আর হাম্বল হলেন তার দাদার নাম। সুতরাং, দাদার নামে মাযহাবের নাম করণ হতে পারলে পিতার নামে নাম করণ হতে আপত্তি কি। একইভাবে 'ওহাবী মতবাদ' শেখ নজদীর পিতার নামে নাম করণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ শেখ নজদীর নামে তার মতবাদের নামকরণ করতে গেলে, 'মুহাম্মদী' বলতে হবে। তখন প্রিয় নবীর মুবারক নামের অবমাননার সম্ভাবনা থাকত। ওহাবী মতবাদ নিঃসন্দেহে বাতিল। 'মুহাম্মদী' শব্দ উচ্চারণ পূর্বক এ ধরণের মন্তব্য করা কোন ঈমানদারের পক্ষে সম্ভব হতো না। অর্থাৎ মুহাম্মদী মতবাদ বা আক্বীদা বাতিল এটা উচ্চারণ করাও দুষ্কর হয়ে পড়ত।

তৃতীয়তঃ তখন শেখ নজদীর অনুসারীগণ নিজেদেরকে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত অনুসারী দাবী করার একটা সহজ সুযোগ হত।

চতুর্থতঃ শেখ নজদীর অনুসারীগণ নিজেদেরকে ওহাবী পরিচয় দিতে অস্বিকৃতীর কারণ নামের জটিলতা নয়, বরং নিজেদের ভ্রান্তিকে গোপন করার উদ্দেশ্যে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নজ্‌দী ওহাবী আক্বীদা

আল্লামা আবু হামেদ ইবনে মারযুক বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর মৌলিক ভ্রান্ত আক্বীদা চারটি। আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির মত মনে করা। অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর হাত, চেহারা ইত্যাদির শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলাকে দেহ বিশিষ্ট মনে করা। (আত্‌তাওয়াস্‌সুল বিন্নবী ওয়া জাহালাতুল ওয়াহাবীয়ীন, পৃষ্ঠা ১)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

সুন্নীদের মতে, আল্লাহ তা'আলার মত কোন বস্তু নেই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে বর্ণিত- হাত ও চেহারা ইত্যাদি আয়াতে মোতাশাবাহ্‌। এগুলোর উপর ঈমান রাখতে হবে এবং আল্লাহর জন্য শোভনীয় পন্থায় অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

তাওহিদ দুই ভাগে বিভক্ত; (১) তাওহিদে উলুহিয়াত, (২) তাওহিদে রাবুবীয়াত। এ দু'তাওহিদ সমার্থক নয়। শেখ নজদীর মতে তাওহিদে রাবুবীয়াত দ্বারা মুসলমান হবে না। কাশ্‌ফুশ্‌ শোবহাতে বলেন-

وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم فى الاسلام وان قصدهم الملائكة والانبياء والاولياء ويدعون شفاعتهم والتقرب الى الله بذالك هو الذى احل دماء هم واموالهم

অর্থাৎ তুমি জানতে পেরেছ যে, এদের (মুসলমানদের) তাওহিদে রাবুবীয়াতকে অর্থাৎ এক আল্লাহ তা'আলাকে রব (প্রতিপালক) স্বীকার করা তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করাবে না। ফেরেস্তা, নবী ও অলীগণের শাফায়াত প্রার্থনা করা এবং তাদের সম্মানের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার (বিশ্বাস) ফলে তাদের জান-মাল লুট করা হালাল হয়ে গেছে। (তারীখে নজদ ও হেজায, পৃষ্ঠা ৩৮; আত্‌তাওয়াস্‌সুল বিন্নবী ওয়া জাহালাতুল ওহাবীয়ীন, পৃষ্ঠা ১)।

প্রথমতঃ হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীনের সময় তাওহিদের এ প্রকারভেদ ছিল না। তাছাড়া হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদেরকে দু'ধরণের তাওহিদের কোন আহবান জানাননি। দ্বিতীয়তঃ তাওহিদে উলুহিয়াত ও তাওহিদে রুবুবীয়াত উভয় এক ও অভিন্ন। সুন্নীদের আক্বীদা যিনি ইলাহ (মা'বুদ), তিনিই রব (প্রতি পালক)। অনুরূপ যিনি রব, তিনিই ইলাহ। সুন্নীদের বিশ্বাস বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে কবরে জিজ্ঞেস করা হবে مَنْ رَبُّكَ "তোমার রব কে" উত্তরে رَبِّىَ اللّٰهُ "আল্লাহ আমার রব" বলতে হবে। এখানে উলুহিয়াতের পৃথক কোন প্রশ্ন হবে না। এতে প্রমাণিত হয় উভয় তাওহিদ এক ও অভিন্ন। এটাকে ভিন্নভাবে দেখা মুসলমানদেরকে কাফির বানানোর কুট-কৌশল মাত্র।

নজ্‌দী ওহাবী আক্বীদা

নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মান না করা। (তারীখে নজদ ও হেজায, পৃষ্ঠা ১৫৮; আত্‌তাওয়াস্‌সুল বিন্নবী ওয়া জাহালাতুল ওয়াহাবীয়ীন, পৃষ্ঠা ১ম)। এটি অত্যন্ত বাস্তব; কারণ, এ পর্যন্ত ওহাবীগণ ঐ সব বিষয়ে সর্বাধিক আপত্তি উত্থাপন করেছে, যেগুলো হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভূক্ত। শেখ নজদী এটাকে তাওহিদের হেফাযত ও সংরক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করতেন। (আদদুরারুস্‌সানীয়া পৃষ্ঠা ৪১)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন ঈমানদারের উপর ফরয। পবিত্র কোরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিক সম্মান করো।

নজ্‌দী ওহাবী আক্বীদা

তাক্‌ফীরুল মুসলেমীন অর্থাৎ মুসলমানদেরকে কাফির বানানো। (তারীখে নজদ হেজায পৃষ্ঠা ১৫৮; আত্‌তাওয়াস্‌সুল বিন্নবীওয়া জাহালাতুল ওয়াহাবীয়ীন পৃষ্ঠা ২।)

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

আল্লামা সৈয়দ আহমদ ইবনে যি'নী দাহলান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী "দেরঈয়া" এর মসজিদে প্রত্যেক খোৎবায় বলতেন, যে ব্যক্তি নবীর উসিলা গ্রহণ করবে, নিশ্চয়ই সে কাফির হয়ে যাবে। একদা তার ভাই শেখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল ওহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইসলামের রুকন বা ভিত্তি কয়টি? শেখ নজদী বললেন, পাঁচটি। তখন শেখ সুলাইমান বললেন, আপনি ছয়টিতে পরিণত করেছেন। ষষ্ঠটি হলো-যে ব্যক্তি আপনার অনুসরণ করবে না সে মুসলমান নয়। তখন তিনি কোন উত্তর দিতে পারলেন না। (আদ্‌দুরারুস্‌সানীয়া, পৃষ্ঠা ৩৯)।

এই চারটি আক্বীদার সবগুলোই শেখ নজদী ইবনে তাইমিয়ার কিতাব থেকে গ্রহণ করেছেন। (তারীখে নজদ ও হেজায, পৃষ্ঠা ১৫৮; আত তাওয়াস্‌সুল বিন্নবী ওয়া জাহালাতুল ওয়াহাবীয়ীন, পৃষ্ঠা ২)।

কোন মুসলমানকে কোন গুনাহর কারণে, এমনকি তা যদি কবীরা গুনাহও হয় কাফির বলা যাবে না। যতক্ষণ কোন মুসলমানের মধ্যে কুফরী নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে না; ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাফির বলা যাবে না। কোন মুসলমানকে কাফির বললে ফতোয়া দাতাই কাফির হয়ে যাবে। আর যখন কোন মুসলমানের কুফরী নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে, তখন যে ব্যক্তি, তার কুফরী ও স্থায়ী আযাব

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রাপ্তির বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবে, সেও কাফির হয়ে যাবে। (কিতাবুশ শেফা, কৃতঃ আল্লামা কাজী আয়ায মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

নজ্‌দী ওহাবী আক্বীদা

শেখ নজদী হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ থেকে বিরত থেকে বলতেন দরুদ শরীফের ধ্বনিতে তিনি কষ্টবোধ করতেন। বিশেষতঃ জুমার দিন দরূদ শরীফ পাঠ নিষেধ করতেন। মসজিদের মিনারায় উচ্চ স্বরে দরুদ শরীফ পাঠ নিষেধ করতেন। যে ব্যক্তি তার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দরুদ শরীফ পাঠ করত, তাকে কঠোর শাস্তি দিত। একজন পূণ্যবান সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী অন্ধ মুয়ায্‌যিন মিনারায় আযানের পর দরুদ শরীফ পাঠ করতেন। শেখ নজদী উক্ত মুয়াযযিন্‌কে দরুদ শরীফ পাঠে নিষেধ করলে মুয়ায্‌যিন তার নির্দেশ অমান্য করে পুনরায় দরুদ শরীফ পাঠ করলে শেখ নজদী তাকে হত্যা করে। শেখ নজদী এ প্রসঙ্গে বলত, মসজিদের মিনারায় দরুদ শরীফ পাঠ গুনাহ, একজন পতিতার ঘরে বাদ্যবাজনার মতই। শেখ নজদী-দালায়েলুল খায়রাত ও অন্যান্য দরুদ শরীফের অনেক কিতাব জ্বালিয়ে দিয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ)। (আদ্‌দুরারুস্‌সানীয়া পৃষ্ঠা ৪১, আত্‌তাওয়াস্‌সুল বিন্নবী ওয়া জাহালাতুল ওয়াহাবিয়িন পৃষ্ঠা ২৪৪; ফিতনাতুল ওহাবীয়া পৃষ্ঠা ৭৭; তারীখে ওহাবীয়া, পৃষ্ঠা ৬৩; তারীখে নজদ ও হেজায পৃষ্ঠা ১৫৮)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

জীবনে একবার দরুদ শরীফ পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক শ্রবণে প্রথমবার দরুদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। অতঃপর প্রত্যেকবার নাম মুবারক শ্রবণে দরুদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব। তাঁর মুবারক নাম শ্রবণে যে ব্যক্তি দরুদ শরীফ পাঠ করে না, পবিত্র হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বড় কৃপণ বলেছেন। (মিশকাত শরীফ)। হাদিস শরীফে জুমার দিন অধিক পরিমান দরুদ শরীফ পাঠের নির্দেশ এসেছে। (মিশকাত শরীফ)। সুতরাং জুমার দিনের দরুদ শরীফ পাঠ অধিক সাওয়াবের কাজ। দরুদ শরীফ পাঠের বৈধ ক্ষেত্রে বাধা দান, শাস্তিদান, হত্যা, দরুদ শরীফের কিতাব জ্বালিয়ে দেয়া ও অবমাননাকর উক্তি নিঃসন্দেহে পবিত্র কোরআনের বর্ণিত দরুদ শরীফ পাঠের আদেশ সূচক আয়াতের অস্বীকার ও মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান মর্যাদায় চরম অবমাননা, বিধায় এটা কুফরী। অধিক সংখ্যক দরুদ শরীফ পাঠকারী কেয়ামতের কঠিন দিবসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক নিকটে অবস্থান করবে। (মিশকাত শরীফ)। দরুদ শরীফ পাঠের ফযিলত ও সাওয়াব সম্পর্কে অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত। তাই সুন্নী

মুসলমানগণ অধিক সংখ্যায় দরুদ শরীফ পাঠ করে থাকেন।

নজদী ওহাবী আক্বীদা

শেখ নজদী পবিত্র কোরআনের মনগড়া তাফসীর করতেন। অনুরূপভাবে তার অনুসারীদেরকেও এর অনুমতি দিতেন। আর যদি কোরআনের কোন আয়াত তাদের জানা না থাকত তবে নিজেদের মনগড়া তাফসীর মোতাবিক আমল করার নির্দেশ দিতেন। ফিকাহ, তাফসীর ও হাদিসের কিতাব সমূহ পাঠে তার অনুসারীদেরকে নিষেধ করতেন। এ ধরণের অনেক কিতাব শেখ নজদী জ্বালিয়ে দিয়েছেন। মনগড়া মতামতকে নির্ভরযোগ্য কিতাব ও বিজ্ঞ ওলামাদের মতামতের উপর প্রাধান্য দিতেন। চার মাযহাবের ইমামগণের মতামতকে "কিছুই নয়" বলে উড়িয়ে দিতেন। তিনি কখনো বলতেন, শরীয়ত এক, সুতরাং চার মাযহাব কিসের ? আবার কখনো নিজেকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হিসেবে প্রকাশ করতেন। তার মূলনীতি ছিল "হক ওটা, যা তার মনপূতঃ। যদিও শরীয়তের দলীল সমূহ ও ইজমা-এ-উম্মতের পরিপন্থী হয়। আর বাতিল ওটা, যা তাঁর মনপূতঃ নয়।" (আদ্‌দুরারুস্‌সানীয়া পৃষ্ঠা ৪১ ও ৪২; আত্‌তাওয়াচ্ছুল বিন্নবী ওয়া জাহালাতুল ওয়াহাবীয়া পৃষ্ঠা ২৪৪ ও ২৪৫; তারীখে নজদ ও হেজায, পৃষ্ঠা ১৫৯; তারীখে ওহাবীয়া পৃষ্ঠা ৬২)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

পবিত্র কোরআনের মনগড়া ও ভিত্তিহীনভাবে তাফসীর করা হারাম ও নিষিদ্ধ। (এত্‌কান ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৩)। হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের মনগড়া তাফসীর করল, সে তার স্থান জাহান্নামে করে নিল"। (তিরমিযী শরীফ ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা ১১৯)।

সাহাবা কেরাম মনগড়া তাফসীরের ক্ষেত্রে বেশ কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। পবিত্র কোরআনের তাফসীর করতে হলে তার পনেরটি বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে। অন্যথায় তাফসীর বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকবে। অপর হাদিসে বর্ণিত, "কোন ব্যক্তি নিজস্ব ধ্যান-ধারণা মত তাফসীর করল, অতঃপর সেটা সঠিক প্রমাণিত হল। তারপরও সে নিঃসন্দেহে ভুল করল।" (তিরমিযী শরীফ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৯)। মনগড়া তাফসীর দ্বারা নিজেও গোমরাহ হবে এবং অপরকেও গোমরাহ করবে। তাফসীর বা ব্যাখ্যা হতে হবে বিশুদ্ধ হাদিস ও আরবী ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র ইত্যাদির বিধি নিয়মের আলোকে; অন্যথায় মনগড়া বলে বিবেচিত হবে। ইমাম মুজতাহিদগণের মতামতের তোয়াক্কা না করাও গোমরাহির পরিচয়। চার মাযহাবের ইখতেলাফ বা মতানৈক্য মৌলিক নয়, বরং তাঁদের এ ইখতেলাফ উম্মতের জন্য রহমত ও কল্যাণ স্বরূপ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নজদী ওহাবী আক্বীদা

নবী-ওলীদের উসিলা গ্রহণ শিরক। এমনকি নবীকুল শিরোমণি হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলা গ্রহণও শিরক। যারা উসিলা গ্রহণ করে তারা মুশরিক। (ফিতনাতুল ওহাবীয়া পৃষ্ঠা ৬৬; আত্তাওয়াস্সূল বিন্নবী ওয়া জাহালাতুল ওয়াহাবীয়ীন পৃষ্ঠা২৪৭)।

আক্বায়েদে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

নবী-অলীগণের উসিলা জায়েয এর পক্ষে কোরআন-সুন্নাহর অসংখ্য দলীল বিদ্যমান। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলা আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নিকট উসিলা তালাশ কর। বিস্তারিত অবগতির জন্য দেখুন-জা'আল হক আল বাচাঈর; ইস্তাম্বুল; আত্তাওয়াস্সূল বিন্নবী-ইস্তাম্বুল তুর্কী; রহমতে খোদার উসিলা এ আউলিয়া ইত্যাদি।

নজদী ওহাবী আক্বীদা

হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফ, নবী-অলীগণের রওজা শরীফের যিয়ারত শিরক এবং এতদুদ্দেশ্যে সফর করা বিদআত। (ফিতনাতুল ওহাবীয়া পৃষ্ঠা ৬৬; আত্তাওয়াস্সুল বিন্নবী পৃষ্ঠা ১১৮)।

আক্বায়েদে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

ইসলামী শরীয়তে কবর যিয়ারত সুন্নাত; আর হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত উত্তম ইবাদত ও সর্বোত্তম মুস্তাহাব, বরং ওয়াজিবের কাছা কাছি। (নুরুল ইজাহ, পৃষ্ঠা ১৮১)। অনুরূপভাবে অপরাপর নবী আলাইহিমুস সালাম ও আউলিয়া কেরামের মাজার শরীফ যিয়ারত সুন্নাত এবং সাওয়াবের কাজ। বিস্তারিত দেখুন-জা'আল হক শেফাউচ্ছেকাম, ইস্তাম্বুল, তুর্কী।

নজদী ওহাবী আক্বীদা

উসীলা গ্রহণের বেলায় হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী-অলীগণকে আহবান করা (যেমন ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়া গাউসে আযম দস্তগীর ইত্যাদি) শিরক। (ফিতনাতুল ওহাবীয়া পৃষ্ঠা ৬৬)।

আক্বায়েদে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

উসিলা গ্রহণের বেলায় ইয়া রাসুলাল্লাহ বলা নিঃসন্দেহে যায়েয। হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অন্ধ ব্যক্তিকে চোখ ফিরিয়ে পেতে যে পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন, তন্মধ্যে স্বয়ং তিনি এভাবেই আহবান করতে বলেছিলেন। অনুরূপ ভাবে সাধারণ মুসলমানদের কবর যিয়ারতের বেলায়ও বর্ণিত আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর। (তিরমিযী শরীফ)। বিস্তারিত দেখুন জা'আল হক; আনওয়ারুল ইস্তেবাহ ফী হিল্লে নেদায়ে ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ফতোয়া-এ-আলমগীরি, কছীদা বোরদা, কছিদায়ে ইমাম জয়নুল আবেদীন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, কছিদা নোমান (আবু হানিফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইত্যাদি।

নজদী ওহাবী আক্বীদা

হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-নবী ও অলীগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ও শাফায়াত কামনা করা শিরক। (ফিতনাতুল ওহাবীয়া পৃষ্ঠা ৬৭)।

আক্বায়েদে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

মুসিবতের সময় আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয। হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ কোন বস্তু হারিয়ে ফেলবে, আর সাহায্য চাইবে এমতাবস্থায় যে, সেখানে কোন আপনজন নেই। তখনই এভাবে আহবান করবে, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমাকে সাহায্য করুন। নিশ্চয় আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন যাঁদের তোমরা দেখনা। (আমলুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাঃ ইমাম আবু বকর ইবনুস্সুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আলকালিমাতুত তাইয়্যব ইবনুল কাইয়্যম ফিতনাতুল ওহাবীয়া, পৃষ্ঠা ৭)। বিস্তারিত দেখুন জা'আল হক, আল ইস্তেমদাদ কৃতঃ ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি; শেফাউস্সেকাম কৃতঃ ইমাম তকীউদ্দীন ছুবকী ইত্যাদি।

শাফায়াতের ক্ষেত্রে শেখ নজদী সে সব আয়াতের আশ্রয় গ্রহণ করেছে যেসব মূর্তি পূজক মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ। এসব আয়াতকে ঈমানদার মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করা খারেজীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা। (বোখারী শরীফের ২য় খণ্ড খারেজীদের বর্ণনা অধ্যায়)। খারেজী সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার বর্ণিত হাদিস অক্ষরে অক্ষরে আজও সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। আমাদের দেশে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব

pdf By Syed Mostafa Sakib

নজদীর অনুসারীগণ খারেজী হিসাবেও পরিচিত। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো 'খারেজী মাদ্রাসা' হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। আল্লামা শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও ওহাবীদেরকে খারেজী ফিরকার দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করেছেন। বিশুদ্ধ হাদিসে প্রত্যেক যুগে খারেজীদের অনুসারী বাতিল দল থাকবে বলেও উল্লেখ রয়েছে। এদের সর্বশেষ দলটি কানা দাজ্জালের সাথে মিলিত হবে। (হাদিসের আলোকে খারেজী ফিরকা অধ্যায় দেখুন)। শেখ নজদীর জঘন্যতম ভ্রান্ত আক্বীদা খণ্ডনে মুসলীম বিশ্বের চল্লিশের অধিক আলেম কলম ধরেছেন। তাদের নাম ও রচিত কিতাবাদীর তালিকা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। শেখ নজদীর এসব ভ্রান্ত আক্বীদার সাথে পাক-ভারত উপমহাদেশের ওহাবীদের বেশ মিল রয়েছে। যদিও বা তারা নিজেদের ভ্রান্তি লুকানোর উদ্দেশ্যে বলে থাকে, আমরা ওহাবী নই। এখানে কি ওহাবী আছে, ওহাবীতো সৌদি আরবে। ইদানিং আবার তারা এটা বলাও বাদ দিয়েছে। কারণ তাদের এ উক্তি যদি নির্ভরযোগ্য সূত্রে আরব বিশ্বে পৌঁছেযায় তাহলে তাদের পেটে বড় ধরেণের আঘাত পড়বে, আর্থিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। বস্তুতঃ তারা শেখ নজদীর আদর্শ প্রচারের নামেই সৌদি আরব সহ আরব বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রের মোটা অংকের আর্থিক অনুদান লাভ করে আসছে। এতে আরো অধিক সফলতা লাভের উদ্দেশ্যে তারা প্রকাশনার মাধ্যমে শেখ নজদীকে "ইসলামের মুজাদ্দিদ" (সংস্কারক) ও 'শাইখুল ইসলাম' (ইসলামের ইমাম) ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছেনা। চট্টগ্রামস্থ পটিয়া জমিরিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রকাশিত মাসিক আত্তাওহীদ বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৮, রবিউচ্ছানি ১৪১৮ হিজরী "ওহাবী কারা" শীর্ষক প্রবন্ধে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীকে অসাধারণ মনিষী, সংস্কারক ও তার আন্দোলন, সংস্কার আন্দোলন হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে মৌং মুহাম্মদ সোলতান জৌক সম্পাদিত, আল-জামেয়াতুল ইসলামীয়া পটিয়া (চট্টগ্রাম) থেকে প্রকাশিত আসসুবহুল জাদীদ (আরবী ত্রৈমাসিক পত্রিকা) ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা রবিউসসানী-রজব ১৪০৪ হিজরী "আস শেখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব" প্রবন্ধে শেখ নজদীকে হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও শাইখুল ইসলাম হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এরাও নজদীর ভ্রান্ত আক্বীদার অনুসারী বিধায় তারাও ওহাবী।

শেখ নজদীর ভ্রান্ত আক্বীদার আলোচনায় তার স্বরূপ ফুটে উঠেছে যে, তার সংস্কার আন্দোলনের মৌলিকত্ব ও রূপরেখা কি। তার আন্দোলন দরুদ শরীফ পাঠ, নবী অলীগণের উসিলা, যিয়ারত, শাফায়াতের মত কোরআন- সুন্নাহর আলোকে বৈধ প্রমাণিত ও সাওয়াবের বিষয় সমূহের বিরুদ্ধে। পাক-ভারতে

ওহাবী মতবাদ প্রচারের লক্ষ্যে প্রতিটি দেওবন্দ মাদ্রাসার সংশ্লিষ্ট আলেমদের লিখনী দ্বারা ওহাবী মতবাদের বেশ বিস্তৃতি ঘটেছে। শেখ নজদীর ভ্রান্ত আক্বীদার সাথে আরো অনেক ভ্রান্ত আক্বীদার সংযোজন ঘটেছে। দেওবন্দী ওহাবীদের আক্বীদাসমূহ তাদের লিখিত কিতাবাদির নির্ভরযোগ্য উদ্বৃতির আলোকে উপস্থাপন করছি।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

নামাযে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল ধ্যান গরু-গাধার চেয়ে শতগুণে নিকৃষ্ট; বরং শিরক পর্যায়। (সিরাতে মুস্তাকিম, পৃষ্ঠা ১১৮ কৃতঃ মৌং ইসমাঈল দেহলভী)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

নামাযে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহর নেকবান্দার প্রতি সালাম পাঠ করা ওয়াজিব। "তাশাহুদে" প্রত্যেক মুসল্লিকে বলতে হয়- আস্‌সালামু আলাইকুম আইয়্যুহান্নাবীউ ওয়ারাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সোয়ালেহীন। অতঃপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্মানিত বংশধরগণের উপর দরুদ পাঠ করা সুন্নাত বিধায় তাঁদের খেয়াল নিঃসন্দেহে জায়েয।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

শয়তান ও মালাকুল মউতের জ্ঞান-হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞানের তুলনায় অধিক। (বারাহীনে কাতেয়া, পৃষ্ঠা ৫১ কৃতঃ মৌং খলীল আহমদ আম্বিটভী)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

সৃষ্টির যে কারো জ্ঞান হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান থেকে বেশী বলে বিশ্বাস রাখা কুফর। (শেফা-এ কাযী আয়ায়)।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উর্দু বলার ক্ষমতা দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে অর্জন করেছেন। (বারাহীনে ক্বাতেয়া, পৃষ্ঠা ২৬, মৌং খলীল আহমদ আম্বিটভী)

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

আল্লাহ তা'আলা সকল ভাষাজ্ঞান হযরত আদম আলাইহিস সালামকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলম হযরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

আদম আলাইহিস সালামের চেয়ে বেশী। সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উর্দু বলার ক্ষমতা দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে অর্জিত নিঃসন্দেহে সে বেদ্বীন।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দেয়ালের পেছনের ইল্‌মও নেই। (বারাহীনে কাতেয়া, পৃষ্ঠা ৫১, মৌং খলীল আহমদ আম্বিটভী।)

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের রুকু-সিজদা ও তোমাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে কিনা তাও দেখি। (বোখারী শরীফ)। সুতরাং হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দেয়ালের পেছনের ইলম বা জ্ঞান নেই বলা তাঁর মহান মর্যাদার চরম অবমাননা। এটাকে ওহাবীগণ হাদিস হিসেবে উপস্থাপন করতে অপচেষ্টা চালিয়েছেন। এ সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণের অভিমত হলো, এটা জাল হাদিস। (ম'য়ুয়াতে কোবরাঃ মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মাদারেজুন্নবুয়াতঃ শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

নামাযে "আত্তাহিয়াতু" পড়ার সময় "আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবী" দ্বারা যদি এ সালাম সম্পর্কে নবী হাজের নাযের আছে বলে আক্বীদা পোষণ করে তাহলে শিরক হবে। (বারাহীনে ক্বাতেয়া, পৃষ্ঠা ২৪, মৌং খলীল আহমদ আম্বিটবী)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের সালাত-সালাম শুনতে পান এবং তাঁর উত্তর প্রদান করেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ আমাকে সালাম দাও আল্লাহ আমার মনযোগ ফিরিয়ে দেন। তখন আমি তার সালামের জবাব দিই। (মেশকাত শরীফ)। ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হে ঈমানদার! আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবী বলার পূর্বে তোমার অন্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপস্থিতি মনে কর। (মেরকাত শরহে মিশকাত, বাবুত তাশহ্‌হুদ- মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

মৌং রশীদ আহমদ গাংগুহীর শিষ্য মৌং হুসাইন আলী বলেন, আমি স্বপ্নে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম তিনি আমাকে "পুলসিরাত"

এর উপর নিয়ে গেলেন। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখলাম যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুলসিরাত থেকে পড়ে যাচ্ছেন। তখন আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিপতিত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছি। (বুলগাতুল জিরান কৃতঃ মৌঃ হুসাইন আলী; জা'আলহক উর্দু পৃষ্ঠা ৪২০)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে-সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক গোলাম পুলসেরাতের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে পার হয়ে যাবে। হুযুর পুলসেরাত থেকে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করবেন। রব্বে সাল্লিম (হে আল্লাহ নিরাপদ রাখ)। যে ব্যক্তি বলবে, আমি হুযুরকে পুলসেরাত হতে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করছি সে বেঈমান।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

অধিকাংশ মানুষ মিথ্যা বলে, আর আল্লাহ যদি বলতে না পারেন তাহলে মানুষের ক্ষমতা খোদার ক্ষমতা থেকে বেড়ে যাবে।(রেসালা-এ-একরোযী কৃতঃমৌং ইসমাঈল দেহলভী; দেওবন্দ কা নয়া দ্বীন কৃতঃ আল্লামা মোস্তাক আহমদ নিযামী,পৃষ্ঠা ৬৪)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

মিথ্যা নিঃসন্দেহে দোষ, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্ত্বা সকল প্রকার দোষ ত্রুটি থেকে পূতঃ পবিত্র। মিথ্যা বলতে না পারা আল্লাহর দূর্বলতা নয় বরং পবিত্রতা। আল্লাহর কুদরাত সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকাই এসব ভ্রান্ত আক্বীদার কারণ।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে ইলমে গায়ব আছে এ ধরণের ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান যায়েদ, আমর এবং প্রত্যেক শিশু, পাগল এমন কি সকল জীব-জন্তুরও আছে। (হিফযুল ঈমান কৃতঃ মৌং আশরাফ আলী থানভী, পৃষ্ঠা ১৬)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন গুণকে নিকৃষ্ট বস্তুর সাথে তুলনা করা বা তাঁর সমান বলা তাঁর শানে স্পষ্ট ও চরম অবমাননা; তাই এটা কুফর।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

মীলাদ শরীফে কেয়াম করা বেদআত, শিরক।(তাকবীয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৫২, রেসালা-এ-হাতেফ পৃষ্ঠা ১০ কৃতঃ ক্বারী আব্দুর রশীদ, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

মীলাদ শরীফে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানে কেয়াম করা মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান। (তাফসীরে রুহুল বয়ান। জা'আল হক ; ইকামাতুল কিয়াম ইত্যাদি)।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করা উচিত। (তাকবিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৭১, আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত, পৃষ্ঠা ৪)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করতে হবে মহান আল্লাহর পর সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে। এ জগতে মানুষের জন্য মাতা-পিতা হলেন অন্যান্য সকল আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সবচেয়ে অধিক সম্মানের পাত্র। আর নবীর মর্যাদা মাতা পিতার মর্যাদার তুলনায় অনেক অনেক বেশী। সুতরাং তাঁর সম্মানও করতে হবে অনুরূপ। যদিও আমাদের বুঝানোর জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদের জন্য ঐরূপ, যেরূপ পিতা সন্তানের জন্য। অপরদিকে তাঁর বাণী, "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো এবং তোমাদের ভাইয়ের সম্মান করো।" (আল হাদিস)। এর ব্যাখ্যায় হাদিস বিশারদগণ বলেছেন, এটা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নম্রতার বহিঃপ্রকাশ। (আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত,পৃষ্ঠা ৬১-৬৭)।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

যে কোন ব্যক্তি যত বড়ই হোক বা নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেস্তাই হোক আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা চামার (জুতা প্রস্তুতকরক ও মেরামতকারী) এর চেয়েও নিকৃষ্ট। তাকবিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা ২৩ কৃতঃ মৌং ইসমাঈল দেহলভী; অনুরূপভাবে উক্ত কিতাবের ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেন, সকল নবী আলাইহিমুস সালাম ও অলীগণ আল্লাহর কাছে অতি ক্ষুদ্র বালি কণা থেকেও নিকৃষ্ট। (নাউযুবিল্লাহ)

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

এ ধরনের আক্বীদা কোরআন হাদিসের পরিপন্থী; কারণ, সৃষ্টির মধ্যে শ্রেণী ভেদে অনেক সৃষ্টির আল্লাহর নিকট বিশাল মর্যাদা রয়েছে। নবী, রাসুল, সাহাবা কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, শহীদান, আউলিয়া কেরাম ও ঈমানদারগণ আল্লাহর নিকট মর্যাদা সম্পন্ন। আল্লাহর মহত্ব বর্ণনার এ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে বর্জনীয়। কারণ, নবী-রাসুলগণের মর্যাদা আল্লাহর মহত্বের প্রমাণ। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত, "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে অধিক সম্মানিত

যিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক পরহেযগার।"

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- اَلْعِزَّةُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ সম্মান আল্লাহর, তাঁর রাসুল ও ঈমানদারগণের জন্য। (আল-কোরআন)। বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ কোরআন মে (উর্দু); খোদার ভাষায় নবীর মর্যাদা (বাংলা); শানে হাবীবুর রহমান।

আলোচ্য আয়াতে মুত্তাকীর সম্মান বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যিনি যত বেশী মুত্তাকী বা খোদাভীরু হবেন। তিনি আল্লাহর নিকট ততো বেশী সম্মানী হবেন। এ হলো আল্লাহর ঘোষণা। আর ওহাবীদের নেতা মৌং ইসমাঈল দেহলভীর ঘোষণা হলো কোন ব্যক্তি যত বড়ই হোক (নবী অলীগণ) অথবা নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা আল্লাহর সামনে জুতা প্রস্তুতকারীর চেয়েও নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্র বস্তু থেকেও হীন। (নাউযুবিল্লাহ)।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ক্ষমতা নেই। তিনি দূর থেকে শুনতে পাননা। অনুরূপ এ ক্ষমতা কোন অলী বুযুর্গেরও নেই। আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক। (তাকবিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩ কৃতঃ মৌং ইসমাঈল দেহলভী)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

নবী রাসুলগণের ঈমাম হিসেবে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা রয়েছে। মোজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা। সাধারণ মানুষ কোন মাধ্যম ছাড়া দূর থেকে শুনতে পারেনা। নবীগণ দূর থেকে শুনতে পান। এটা তাঁদের মোজেযা। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম তিন মাইল দূর থেকে শুনতে পান এটা তাঁর কারামাত। হযরত সারিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নেহাবন্দে (মদীনা শরীফ থেকে এক মাসের দূরত্বের জায়গা) যুদ্ধাবস্থায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মদীনা শরীফ থেকে কৃত হুশিয়ারী শুনতে পেরেছেন। (শরহে আক্বাঈদ-এ-নাসাফী)।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারাও মীলাদ মাহফিল করা নাজায়েজ এবং সর্বাবস্থায় নাজায়েয। (ফতোয়া এ রশিদিয়া কৃতঃ মৌং রশীদ আহমদ গাংগুহী, দেওবন্দী আক্বাঈদ, পৃষ্ঠা ১৬; আততাহযীরু মিনাল বিদআ কৃতঃ আবদুল আযীয বিন বা'য)

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

মীলাদ শরীফ এর মাহ্‌ফিল জায়েয বরং সাওয়াবের কাজ। হুযুর সাল্লাল্লাহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং মীলাদ বা তাঁর বেলাদাত শরীফের বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী শরীফে মীলাদুন্নবী নামে পৃথক অধ্যায় রয়েছে। মৌং রশিদ আহমদ গাংগুহী পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মীলাদ মাহ্ফিল করতেন এবং এতে কেয়ামও করতেন। আরও বলেছেন যে, আমি এতে সাধ পাই। (ফয়সালা-এ-হাফত মাছয়ালা)।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

নামাযের পর ইমাম ও মুকতাদি সবাই মিলে হাত তুলে মোনাজাত করা বেদ্আত। (আহ্কামুদ্দাওয়াতিল মুরাওয়াজা, পৃষ্ঠা ১০ ও ১১ কৃতঃ মুফতী ফয়যুল্লাহ্, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম)।

আক্বায়েদে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

নামাযের পর ইমাম ও মুকতাদি সবাই মিলে হাত তুলে দোয়া করা এবং সম্ভাব্য মুহূর্তে দোয়ার বেলায় হাত তোলা মোস্তাহাব। (আল মোনাজাত (বাংলা), আত্ তোহফাতুল মাতলুবা ইত্যাদি)।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

খাদ্য সামগ্রী সামনে রেখে ফাতেহা পাঠ ভাত পূঁজা, গোমরাহদের কাজ। (রেসালা-এ-হাতেফ, পৃষ্ঠা ১১; তাকবীয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৯০ ও ৯৩)।

আক্বায়েদে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

খাদ্য সামগ্রী সামনে রেখে ফাতেহা পাঠ ও ইসালে সাওয়াব নিঃসন্দেহে জায়েয। খাদ্য সামগ্রী সামনে নিয়ে স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেহা দিয়েছেন। (বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড ও মেশকাত শরীফ)। বিস্তারিত দেখুন কানযুল ইরফান; সুবুতে ফাতেহা ও এসবাতে ফাতেহা উর্দু ; দিওয়ানে আযীয ফার্সী; জা'আল হক।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুষ্ঠান করা ও রবিউসসানী মাসে গিয়ারবী শরীফ করা বেদআত।

আক্বায়েদে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহফিল করা নিঃসন্দেহে জায়েয ও সাওয়াবের কাজ। স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সোমবার দিনকে তাঁর বেলাদাত শরীফের দিন হিসেবে নফল রোযার মাধ্যমে শোকরিয়া আদায় করতেন। (মিশকাত শরীফ

ও নাসায়ী শরীফ)। বিস্তারিত দেখুন আদ্দুররুস্সামীন; জা'আল হক, মাছাবাত বিস্সুন্নাহ; হুসনুল মাযছাদ ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাংলা)। অনুরূপভাবে 'গিয়ারবী শরীফ' অর্থাৎ হুযুর গাউসে আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বার্ষিক ফাতেহা শরীফও জায়েয এবং সাওয়াবের কাজ। (মাছাবাতা বিস্সুন্নাহ, কৃতঃ শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।)

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'হাযির-নাযির' মনে করা শিরক। (তাকবীয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা ২৭)

আক্বায়েদে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

'হাযির' শব্দের অর্থ উপস্থিত আর 'নাযীর' শব্দের অর্থ দ্রষ্টা। পৃথিবীর যে কোন স্থানে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনো উপস্থিত হতে পারেন এবং সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। অনুরূপভাবে রওজা শরীফে অবস্থান করে উম্মতের যাবতীয় অবস্থা অবলোকন করতে পারেন। এ হলো হাযির নাযিরের ব্যাখ্যা। নামাযে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'উপস্থিত' ব্যক্তির ন্যায়ই সম্বোধন পূর্বক সালাম দিতে হয়। এটাও তাঁর অন্যতম প্রমাণ। বিস্তারিত দেখুন কানযুল ইরফান, তাসকীনুল খাওয়াতীর (উর্দু); ফুয়ুযুল হারামাঈন (উর্দু-আরবী) কৃতঃ হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জা'আল হক (উর্দু ও বাংলা)।

দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা

আবদুন্নবী, আলী বখ্শ, হুসাইন বখশ, পীর বখশ, মাদার বখশ, গোলাম মুহিউদ্দীন ও গোলাম মুঈন উদ্দীন নাম রাখা শিরক। (তাকবীয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা ১২)।

আক্বায়েদে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

আবদুন্নবী, আবদুর রাসুল, গোলাম মোস্তফা, আবদুল আলী ইত্যাদি নাম রাখা জায়েয। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর উম্মতদের يَا عِبَادِىْ হে আমার বান্দাগণ বলে আহবান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বান্দা অর্থ অনুগত। পূর্ণ আয়াত-

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ...

অর্থাৎ হে প্রিয় রাসুল আপনি বলুন, হে আমার ঐসব বান্দাগণ যারা নিজেদের আত্মার উপর সীমাতিক্রম করেছো, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নৈরাশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইওনা। (আল কোরআন)। হযরত সৈয়্যদুনা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে খোতবায় বলেছিলেন-

قَدْ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ

অর্থাৎ আমি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি তাঁর আব্দ অর্থাৎ বান্দা ও খাদেম ছিলাম। এ হাদিসটি হযরত শাহ্ ওলী উল্লাহ্ মুহাদ্দেস দেহলভী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও এযানায়াতুল খাফা নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন। নির্ভরযোগ্য ফিকাহ্র কিতাব দুররে মোখতারের ভূমিকায় সংকলক বলেন-

فــانی اروبه عن شــیـخنا الشـیخ عــبـد النبی الخلیلی

.অর্থাৎ আমি এটা আমার শেখ আবদুন্নবী খলীলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেছি। দেওবন্দীদের শাইখুল হিন্দ মৌং মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী তাঁর পীর মৌং রশিদ আহমদ গাংগুহীর মৃত্যুতে রচিত 'মারসীয়া-এ রশিদ' (কবিতা) নামক কিতাবে লিখেন-

قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں عبید سودکا ان
کے لقب ہے یوسف ثانی-

অর্থাৎ গ্রহণযোগ্যতা একেই বলে, মাকবুল (আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য) এমনিই হয়ে থাকে। যাঁর কালো বান্দাদের উপাধিও ইউসুফে সানী বা দ্বিতীয় ইউসুফ আলাইহিস সালাম। এটাকে গদ্যাকারে লিখলে এভাবেই লিখতে হবে-

انکے عبید سودا کا لقب یوسف ثانی ہے-

অর্থাৎ মৌং রশিদ আহমদ গাংগুহী আল্লাহ্র নিকট এমন মকবুল বান্দা যে, তাঁর কালো বান্দাদের উপাধিও দ্বিতীয় ইউসূফ, না জানি তাঁর ফর্সা বান্দাদের উপাধি কি হবে; এখানে عبید শব্দটি এর বহু বচন। এতে প্রমাণিত হলো দেওবন্দীদের মতে আবদুন্নবী শিরক কিন্তু আবদুর রশিদ অর্থাৎ মৌং রশীদ আহমদ গাংগুহীর বান্দা বলা শিরক নয়; বরং জায়েয। এটাই হলো তাদের স্বরূপ। (জা'আল হক উর্দু, পৃষ্ঠা ৭৯ ও ৩৮ ওহাবী চিন্তাধারা (বাংলা)।

দেওবন্দী ওহাবীদের অন্যতম পেশোয়া মৌং রশীদ আহমদ গাংগুহীর বংশ তালিকায় মৌং ইসমাঈল দেহলভীর ফতোয়ানুসারে কয়েকটি শিরকী নাম বিদ্যমান, তার বংশ তালিকা মৌং রশিদ আহমদ ইবনে মৌং হেদায়াত আহমদ ইবনে কাযী পীর বখশ ইবনে কাযী গোলাম হাসান ইবনে কাযী গোলাম আলী। মাতার দিকেও অনুরূপ মৌং রশীদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ করীমুন্নেসা বিনতে ফরীদ বখশ ইবনে গোলাম কাদের ইবনে মুহাম্মদ সালেহ ইবনে গোলাম মুহাম্মদ। (উভয় তালিকায় ছয়টি নামই ইসমাঈল দেহলভীর মতে শিরক)।

(তাযকেরাতুর রশীদ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা১৩; আকাবেরে দেওবন্দ কা তাকফিরী আফসানা, পৃষ্ঠা ১০)।

পাক-ভারত উপ মহাদেশে ওহাবী মতবাদ প্রচারে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, তারা হলেন মৌং কাসেম নানুতভী, প্রতিষ্ঠাতা দেওবন্দ মাদ্রাসা, ইউ, পি; মৌং রশীদ আহমদ, মৌং খলীল আহমদ আম্বিটভী, মৌং আশরাফ আলী থানভী ও মৌং ঈসমাঈল দেহলভী।

ওহাবী মতবাদ প্রচারে রচিত গ্রন্থ সমূহ

১। তাহ্যীরুন্নাস ঃ মৌং কাশেম নানুতভী, প্রতিষ্ঠাতা, দেউবন্দ মাদ্রাসা, ইউ, পি
২। ফতোয়া -এ-রশীদিয়া ঃ মৌং রশীদ আহমদ গাংগুহী
৩। বারাহীনে কাতিয়া ঃ মৌং খলীল আহমদ আম্বেটভী
৪। হিফযুল ঈমান ঃ মৌং আশরাফ আলী থানভী
৫। আল ইফাযাতুল ইয়াওমীয়া ঃ মৌং আশরাফ আলী থানভী
৬। তাকবীয়াতুল ঈমান ঃ মৌং ইসমাঈল দেহলভী
৭। তাযকীরুল ইখওয়ান ঃ মৌং ইসমাঈল দেহলভী
৮। ইযাহুল হক ঃ মৌং ইসমাঈল দেহলভী
৯। রেসালা-এ-একরোযী ঃ মৌং ইসমাঈল দেহলভী।

আক্বাঈদ পর্বে উপরোল্লেখিত কিতাবগুলোর উদ্বৃতির আলোকে দেওবন্দী ওহাবীদের ভ্রান্ত আক্বীদাগুলোর উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব কিতাব লিখার পেছনে আসল উদ্দেশ্য কি। তন্মধ্যে মৌং ইসমাঈল দেহলভীর লিখিত তাকবীয়াতুল ঈমান সম্পর্কে স্বয়ং লিখকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

মৌং ইসমাঈল দেহলভী তাকবীয়াতুল ঈমান লেখার পর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের জমায়েত করলেন। তন্মধ্যে সৈয়দ সাহেব, মৌং আবদুল হাই, শাহ্ ইসহাক, মৌং মুহাম্মদ ইয়াকুব, মৌং ফরিদুদ্দীন মুরাদাবাদী, মোমেন খাঁ, আবদুল্লা খাঁ আলাভী উল্লেখযোগ্য। অতঃপর তাদের সম্মুখে তাক্বীয়াতুল ঈমান উপস্থাপন করে বললেন, আমি এ কিতাব লিখেছি এবং আমি জানি যে, এতে কোন কোন স্থানে সামান্য কঠোর ভাষা আরোপিত হয়েছে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন, ঐ সব বিষয় যেগুলো শিরকে খাফী (অস্পষ্ট শিরক) ঐগুলোকে শিরকে জ্বলী (স্পষ্ট শিরক) বলা হয়েছে। এ সব কারণে আমার ভয় হচ্ছে যে, এর প্রকাশনা দ্বারা অবশ্যই (মুসলমানদের মধ্যে) বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। যদি আমি এখানে (হিন্দুস্থানে) অবস্থান করতাম তাহলেও আলোচ্য বিষয়গুলো আট-দশ বছরে ধীরে ধীরে বর্ণনা করতাম। কিন্তু এখন আমার হজ্জে গমনের ইচ্ছা। এর প্রকাশনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ঝগড়া বিভেদ হয়ে আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে। এ হলো আমার

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধারণা। যদি আপনারা এটা প্রকাশ করার পক্ষে মত দেন তাহলে প্রকাশ করা হবে, অন্যথায় এটা ছিঁড়ে ফেলা হবে। এতে উপস্থিত একজন বললেন, প্রকাশ তো অবশ্যই হওয়া চাই, কিন্তু কিছু সংশোধন করা উচিত। তখন মৌং আবদুল হাই, শাহ্ ইসহাক, আবদুল্লাহ্ খাঁ ও মোমেন খাঁন এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করে বললেন, সংশোধনের প্রয়োজন নেই। অতঃপর পরস্পরের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, "সংশোধনের প্রয়োজন নেই, যেভাবে আছে, সেভাবেই প্রকাশ করা হোক।" অতএব সেভাবেই প্রকাশিত হলো। (হেকায়াতে আউলিয়া, পৃষ্ঠা ৮০ ও ৮১ সংকলনে মৌং আশরাফ আলী থানভী ও মৌং ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়ব, মুহতামিম দেওবন্দী মাদ্রাসা)।

তাকবীয়াতুল ঈমান যে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে লিখা হয়েছে তাতো উপরোক্ত উদ্বৃতির আলোকেই প্রমাণিত। বাস্তবিকই তা হয়েছে। কারণ এ কিতাব দ্বারা মুসলমানদেরকে মুশরিক বানানোর পথ সুগম হয়েছে। এতে কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কেয়াস ও উম্মতের ইমাম মুজতাহিদের মতামতের আলোকে বৈধ ও সাওয়াব জনক অসংখ্য বিষয়কে স্পষ্ট শিরক ও বিদআত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোন বৈধ ও সাওয়াবের কাজকে অবৈধ, শিরক ও বিদআত বললে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা অবশ্যম্ভাবী। এটাই ভয় করছিলেন স্বয়ং লিখক মৌং ইসমাঈল দেহলভী। এ কারণে সে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে কোন প্রকার সংশোধন ছাড়াই উক্ত কিতাব প্রকাশ করেছে যা মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে জঘন্য ভূমিকা পালন করে। তাকবীয়াতুল ঈমানের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় কোরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ প্রমাণিত এমনসব আক্বীদাকে শিরক ফতোয়া দেয়া হয়েছে। ফলে উক্ত কিতাব প্রকাশিত হবার পর পাক-ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক-বিতর্কের অবতারণা হয়। পাক-ভারতে সুন্নী ওলামা কেরাম তাকবীয়াতুল ঈমানের খণ্ডনে কলম ধরেন এবং কোরআন-সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যার আলোকে ওহাবী নেতা মৌং ইসমাইল দেহলভীর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। উল্লেখ্য যে, তাকবীয়াতুল ঈমানকে ওহাবী মতবাদের প্রবক্তা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর কিতাবুত্ তাওহীদ -এর অনুবাদ বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাকবীয়াতুল ঈমানের খণ্ডনে লিখিত কিতাবসমূহের তালিকা-

০১। মুঈদুল ঈমান ঃ হযরত মাওলানা মাখসুসুল্লাহ, মৌং ইসমাঈল দেহলভীর আত্মীয়।

০২। তাহকীকুল ফতোয়া ফী এবতালিত্তাগওয়া ঃ আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী, ১৭৫৭ এর আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত (রহঃ) মৌং ইসমাঈল দেহলভীর সমসাময়িক উভয়ের মধ্যে সম্মুখ তর্কও হয়েছে।

০৩। হুজ্জাতুল আমল ফী এবতালিল হিয়াল ঃ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুসা দেহলভী, মাওলানা মাখসুসুল্লাহ্র ভাই।

০৪। সাইফুল জব্বার ঃ হযরত আল্লামা ফযলুর রসুল ওসমানী বাদায়ুনী; মৌং ইসমাঈল দেহলভীর সমসাময়িক।

০৫। তাকদীসুল ওয়াকীল আন তৌহিনির রশীদ ওয়াল খলীল ঃ হযরত আল্লামা গোলাম দস্তগীর কসুরী। এতে হারামাঈন শরীফাইন (মক্কা ও মদীনা শরীফ) এর ওলামা কেরামের অভিমত ও স্বাক্ষর রয়েছে।

০৬। আল কাউকাবুশ্ শাহাবীয়া ফী কুফরীয়াতে আনিল ওহাবীয়া ঃ ইমাম আহমদ রেযা ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

০৭। সাল্লুস সুয়ুফীল হিন্দীয়া ঃ ইমাম আহমদ রেযা ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

০৮। হুসামূল হারামাইন আলা মানহারিল কুফরে ওয়াল মায়ন ঃ ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

০৯। আসসুয়ুফুল বারেকা আলা রুউসিল ফাসেকা ঃ হযরত আল্লামা আবদুল্লাহ্ খোরাসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১০। তানযীহুর রহমান আন শায়েবাতিল ফিকরে ওয়ান্নোকসান ঃ হযরত আল্লামা আহমদ হাসান কানপুরী, খলীফা হযরত খাজা এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১১। আর রুমহুদায়্যানী আলা রাসুল ওয়াস্ওয়াসিশ্ শায়তানী ঃ হযরত আল্লামা মোস্তফা রেযা খাঁ ইবনে ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১২। শরহুচ্ছুদুর ফী দাফয়ীশ্শুরুর ঃ হযরত আল্লামা মোখলেসুর রহমান ইলামাবাদী, চট্টগ্রাম।

১৩। মীযানে আদালাত ফী এসবাতে শাফায়াত ঃ হযরত আল্লামা মুহাম্মদ সোলতান কাটকী।

১৪। হাদীল মুদিল্লীন ঃ হযরত আল্লামা করিমুল্লাহ্ দেহলভী।

১৫। এযালাতুশ্শাকুক ঃ হযরত আল্লামা হাকিম ফখরুদ্দীন ইলাহবাদী।

১৬। সহীহুল ঈমান ঃ হযরত আল্লামা আহমদ হুসাইন।

১৭। শরহে তোহফায়ে মুহাম্মদীয়া ফী রদ্দে ফিরকা-এ মুরতাদ্দিয়াঃ হযরত আল্লামা সৈয়দ আশরাফ আলী গুলশানাবাদী।

১৮। যুলফাকারে হায়দারীয়া আলা আনাকে ওহাবীয়া ঃ হযরত আল্লামা সৈয়দ হায়দার শাহ্।

১৯। রেসালায়ে তাহকীকে তাওহীদ ও শিরক ঃ হযরত আল্লামা হাফেয মুহাম্মদ হাসান পেশোয়ারী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২০। রেসালায়ে হায়াতুন্নবী ঃ হযরত আল্লামা শেখ মুহাম্মদ আবেদ সিন্দি।
২১। গুলযারে হেদায়াত ঃ হযরত আল্লামা মুফতী সিবগাতুল্লাহ্, মাদ্রাজ।
২২। সালাহুল মো'মেনীন ফী কাতয়ীল খারেজীন ঃ হযরত আল্লামা সৈয়দ লুৎফুল হক বাতালভী।
২৩। তোহফাতুল মোসলেমীন ফী জানাবে সাইয়্যেদিল মুরসালীন ঃ হযরত আল্লামা আবদুল্লাহ্ সাহারানপুরী।
২৪। রসমুল খায়রাত ঃ হযরত আল্লামা খলীলুর রহমান হানাফী মোস্তফাবাদী।
২৫। সাবীলুন্নাজাহ ইলা তাহসীলিল ফালাহঃ হযরত আল্লামা তোরাব আলী লখনভী
২৬। সাফিনাতুন্নাজাত ঃ হযরত আল্লামা মৌং মুহাম্মদ আসলামী, মাদ্রাজ।
২৭। নেযামুল ইসলাম ঃ হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ওজীহ ছাহেব, মুদাররিস মাদ্রাসা-এ-কলকাতা।
২৮। তাম্বিহুদ্দোয়াল্লীন ওয়া হেদায়াতুস সালেহীন ঃ দিল্লী ও হারামাইন শরীফাইনের ওলামাকেরামের ফতোয়ার সমষ্টি।
২৯। এহকাকুল হক ঃ হযরত আল্লামা সৈয়দ বদরুদ্দীন হায়দরাবাদী।
৩০। খায়রুয্যাদ লেইয়াওমিল মাআদঃ হযরত আল্লামা আবুল আলা মুহাম্মদ খায়রুদ্দীন মাদ্রাজী।
৩১। আল ইন্তেবাহ লে-দাফয়ীল এশতেবাহ্ ঃ হযরত আল্লামা মুয়াল্লিম ইব্রাহীম, খতিব বোম্বাই জামে মসজিদ।
৩২। সুবহানুস্সুবুহ আন আইবে কিয্বে মাকবুহ্ ঃ ইমাম আহমদ রেযা বেরেলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৩৩। দাফ্উল বোহ্তান ঃ হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইউনুস।
৩৪। হেদায়াতুল মোসলেমীন ইলা তারিকীল হক্বে ওয়াল ইয়াকীন ঃ হযরত আল্লামা কাযী মুহাম্মদ হুসাইন কুফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৩৫। আফতাবে মুহাম্মদীঃ হযরত আল্লামা ফকীর মুহাম্মদ পাঞ্জাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৩৬। গুফতাও-এ-জুমা ঃ হযরত আল্লামা কাজী ফযল আহমদ সুন্নী, হানাফী নকশবন্দী।
৩৭। মীযানুল হক ঃ হযরত আল্লামা কাযী ফজল আহমদ সুন্নী, হানাফী নকশবন্দী।
৩৮। আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত ঃ হযরত আল্লামা কাযী ফযল আহমদ সুন্নী, হানাফী নকশবন্দী।
৩৯। কুওয়াতুল ঈমান ঃ হযরত আল্লামা কারামত আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৪০। আদ্দুরারুসানীয়া ফীররদ্দে আলাল ওহাবীয়া ঃ হযরত আল্লামা সৈয়দ ইবনে যিনী দাহলান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

পাক-ভারতসহ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের ওলামা কেরাম তাকবীয়াতুল ঈমানের খণ্ডনে কলম ধরেছেন এবং চল্লিশটির মত কিতাব লিখেছেন। উক্ত কিতাব সরলপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা ধ্বংসে কতবেশী কার্যকরী তা সহজে অনুমেয়। ঈমান বিধ্বংসী কিতাবটি সম্পর্কে মৌং রশীদ আহমদ গাংগুহীর মন্তব্য হলো, "তাকবীয়াতুল ঈমান" প্রত্যেকের নিকট রাখা, পড়া ও তার উপর আমল করাই হচ্ছে সত্যিকার ইসলাম এবং সাওয়াবের কাজ। (ফতোয়া রশিদীয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০)। এমনি করেই ওহাবী আলেমগণ মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে আসছে। সহজ সরল মুসলমান ওহাবী-সুন্নী ভেদাভেদকে উড়িয়ে দেয়। তাদের সমীপে একান্ত অনুরোধ, ওহাবী আক্বীদা ও সুন্নী আক্বীদাকে পাশাপাশি বুঝতে চেষ্টা করুন এবং উপস্থাপিত বিষয়গুলো প্রয়োজনে আরো যাচাই করে দেখুন। অতঃপর নিজ ঈমান-আক্বীদা রক্ষায় সচেতন হোন। যদি কোন ওহাবী আলেম 'ওহাবী আক্বীদা পর্বে' উপস্থাপিত আক্বীদাসমূহ মিথ্যা ও অপবাদ বলে উড়িয়ে দিতে চায়, তখন তার সাথে আমাদের পক্ষে চ্যালেঞ্জ করুন এবং উদ্বৃতিতে উল্লেখিত কিতাবসমূহ নিয়ে "মোনাযারার" (সম্মুখ তর্ক) আহবান করুন। তখন যদি সম্মত হয় ভালো; অন্যথায় তাদের ভ্রান্তিতে নিশ্চিত হোন এবং তাদের বাহ্যিক আকর্ষণীয় চাল-চলনের ধোকা থেকে নিজে বাঁচুন, অপরকেও বাঁচাতে এগিয়ে আসুন। ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক ইসলামী আদর্শে জীবন গড়ায় সচেষ্ট হোন।

ওহাবী চিহ্নিত করার সহজ উপায়

১। ওহাবীরা ঘন ঘন মাথা মুণ্ডায়। উল্লেখ্য ওহাবীদেরকে খারেজীদেরই অনুসারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপরোল্লেখিত হাদিস শরীফে এটা তাদের উল্লেখযোগ্য চিহ্ন হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। শেখ নজদীও তার দলে যোগদান কারীকে মাথামুণ্ডাতে নির্দেশ দিত। আরবের যুবাইদ এলাকার প্রখ্যাত মুফতি আল্লামা সৈয়দ আবদুর রহমান বলতেন, ওহাবীদের খণ্ডনে কোন কিতাব লেখার প্রয়োজন নেই। তাদের খণ্ডনে হাদিস শরীফে বর্ণিত"তাদের নিদর্শন ঘন ঘন মাথা মুণ্ডানো।" এ উক্তিটিই যথেষ্ট; কারণ অপর কোন বেদআতী দলের এ ধরণের অভ্যাস নেই। শেখ নজদী এক মহিলাকে তার অনুসরণে বাধ্য করলে ঐ মহিলা বাধ্য হতে সম্মত হয়। অতঃপর শেখ নজদী তাকে মাথা মুণ্ডাতে নির্দেশ দেয়। তখন ঐ মহিলা বলল, আপনি মহিলাকে পর্যন্ত মাথা মুণ্ডাতে নির্দেশ দিচ্ছেন, সুতরাং আপনার উচিত পুরুষদেরকে দাঁড়ি মুণ্ডাতে নির্দেশ দেয়া। কারণ, মহিলাদের বেলায় সৌন্দর্যের অন্যতম উপাদান হলো-চুল, আর পুরুষের সৌন্দর্য হলো দাঁড়ি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তখন শেখ নজদী হতভম্ব হয়ে গেলেন। (ফিতনাতুল ওহাবীয়া, পৃষ্ঠা ৭৭, আদ্‌দুরারুস্‌সানীয়া, পৃষ্ঠা ৫০)।

২। ওহাবীগণ উচ্চস্বরে, সম্মিলিতভাবে দরুদ সালাম পড়ে না। ওয়ায মাহফিলে শুধুমাত্র বক্তা দু'একবার 'দরুদে ইব্রাহিমী' অর্থাৎ নামাযে পঠিত দরুদ শরীফটি পড়ে থাকে। উক্ত দরুদে সালাম না থাকার কারণে নামাযের বাইরে ঐ দরুদ শরীফটি পড়া মাকরূহ। (নব্বী, শরহে মুসলিম এর ভূমিকা)। সুন্নী মুসলমানদের তুলনায় ওহাবীরা দরুদ শরীফ পড়ে না বললেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে তারা মাহফিলে অধিক দরুদ শরীফ পড়াকে সময় নষ্ট হিসাবে মূল্যায়ন করে। অথচ অধিক দরুদ শরীফ পাঠ "কিয়ামত দিবসে হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে নিকটে অবস্থানের একমাত্র উসিলা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।" (মিশকাত শরীফ)।

৩। ওহাবীগণ আযানের পর হাততুলে মোনাজাত করে না। অথচ তাদেরই লিখিত "এমদাদুল ফতোয়া" কিতাবে এ মোনাজাত বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ রয়েছে।

৪। খাবার পর শোকরানা মোনাজাত করে না।

৫। কোরআন শরীফ পাঠান্তে শুধুমাত্র "সাদাকাল্লাহুল আলিউল আযীম" বলে থাকে। "ওয়াসাদাকা রাসুলুহুন্নাবীউল করিম" বলে না। অথচ ওহাবীদের প্রকাশিত কোরআন শরীফের শেষেও "ওয়াসাদাকা রাসুলুহুন্নাবীউল করিম" বর্ণিত আছে।

৬। হাটহাজারী পন্থী ওহাবীগণ-পাঁচওয়াক্ত ফরয নামাযের পরও মোনাজাত করে না। অবশ্য অন্যান্য ওহাবীগণ ফরয নামাযের পর সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করে। হাটহাজারীর মুফতি ফয়যুল্লার ফতোয়া খণ্ডন করে কিতাবও লিখা হয়েছে।

৭। তাদের ওয়ায নসিহতে নবী-অলীর শান-মান ও মর্যাদার কোন আলোচনা স্থান পায় না।

৮। শ্লোগানের, বেলায় কেবলমাত্র "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকে। " নারায়ে রেসালাত-ইয়া রাসুলাল্লাহ" বলে না। কারণ তাদের মতে "ইয়া রাসুলাল্লাহ" বলা-শিরক। (তাক্‌বিয়াতুল ঈমান)।

৯। দাফনের পর "কবরে তালকীন" করে না। অথচ হাদিস শরীফে মৃত বক্তিকে "তালকীন" করার নির্দেশ এসেছে। (ফতোয়া-এ-শামী)।

১০। হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক সম্মান সূচক শব্দ দ্বারা উল্লেখ করে না। প্রায় সময় এভাবেই বলে থাকে, পয়গাম্বর ছাহেব বা আল্লাহর পয়গাম্বর।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান শানে ইতিহাসের জঘন্যতম বেয়াদবী

শেখ নজদীর উপস্থিতিতে মদীনা মুনাওয়ারার রওযা শরীফকে লক্ষ্য করে তার জনৈক অনুসারী বলল-

عصلى هذا خير من محمد لانها ينتفع بها قتل الحيته ونحوها ومحمد قدمات ولم يبق فيه انفع اصلا وانما هوطارش و قدمضى-

অর্থাৎ আমার এ লাঠি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের) চেয়ে উত্তম। কেননা এটা সাপ মারতে বা আরও অনেক কাজে উপকারে আসে। আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিশ্চয়ই মরে গেছেন। তাঁর মধ্যে উপকার করার আদৌ কোন ক্ষমতা নেই। তিনি ছিলেন শুধুমাত্র বার্তাবাহক, আর তিনি তো চলেও গেছেন। (আদ্‌দুরারুস্‌সানীয়া, পৃষ্ঠা ৪২, আশ্‌শেহাবুস্‌সাকিব, পৃষ্ঠা ৪৭; মৌং হোসাইন আহমদ মাদানী দেওবন্দী)।

ইবনে তাইমীয়ার আক্বাঈদ

ইবনে তাইমীয়া ৬৬১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ভ্রান্ত আক্বীদার কারণে ৭০৫ হিজরীতে কারারুদ্ধ হন। অতঃপর তাওবা করলে ৭০৭ হিজরীতে কারামুক্ত হন। পুনরায় ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচারে লিপ্ত হলে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার হন। পুনরায় তাওবা করলে মুক্তি লাভ করেন। এবারও সে ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচারে লিপ্ত হলে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং কারারুদ্ধ অবস্থায় ৭২৮ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। বিশ্ববরেণ্য আলেমগণ এ বিতর্কিত ব্যক্তির ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করেন এবং তাকে ঘৃণা করতেন। অপরদিকে ওহাবী ও মওদুদী মতাবলম্বীগণ তাকে হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও শাইখুল ইসলাম ইত্যাদি সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করে থাকেন। ইবনে তাইমিয়াই প্রথম ব্যক্তি যিনি "মদীনা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে হারাম" ফতোয়া দেন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী ইবনে তাইমিয়ার কিতাব দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের মধ্যে "ওহাবী ফিতনার" জন্ম দেন। নিম্নে তার ভ্রান্ত আক্বীদা সংক্ষেপে পেশ করা হলো-

১। আল্লাহ তা'আলা দেহ বিশিষ্ট। তিনি আরশের উপর উপবিষ্ট এবং তাঁর পার্শ্বে কিছু জায়গা খালি রেখেছেন, যাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বসাবেন। (কাশফুযযুনুন, আত্‌তাওয়াস বিন্নবী, পৃষ্ঠা১১,নিবরাস পাদটীকা পৃষ্ঠা ১১৬)। আল ঈমান ওয়াল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৫০ আল বাসাঈর, ইস্তাম্বুল, তুর্কী)।

২। মদীনা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩। মাসিক ঋতুস্রাব কালে তালাক দিলে তা পতিত হবে না।
৪। ইচ্ছাকৃত ভাবে ছেড়ে দেয়া নামাযের কাযা ওয়াজিব নয়।
৫। মাসিক ঋতুস্রাব অবস্থায় মহিলাদের বাইতুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করা জায়েয।
৬। হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষ। সুতরাং, তার উসিলা নিয়ে দোয়া করা নাজায়েয।
৭। কোরআন শরীফ আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বার মধ্যে সৃষ্ট।
৮। খায়র বা 'ভাল' সৃষ্টি করতে আল্লাহ বাধ্য।
৯। আম্বীয়া কেরাম নিষ্পাপ নয়।
১০। রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 'শাফায়াত' কামনা করা হারাম।
১১। তাওরিত-ইঞ্জিলের ভাষায় কোন প্রকার বিকৃতি ঘটেনি, বিকৃতি ঘটেছে-অর্থের। (আল ইমান ওয়াল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫১ ও আল বাসাঈর, ইস্তাম্বুল তুর্কী)।
১২। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ শুদ্ধ হয়নি। কারণ, তিনি তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন।
১৩। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট সম্পদের মোহ অধিক ছিল। (হাশিয়ায়ে নিবরাস, পৃষ্ঠা ১১৬)।
১৪। এক সাথে তিন তালাক দিলে একটিমাত্র তালাক পতিত হবে। এটাই ইজমা-এ উম্মতের পরিপন্থী।

এ ছাড়া তার আরো ভ্রান্ত আক্বীদা রয়েছে। শেখ নজদীর মৌলিক চার ভ্রান্ত আক্বীদার সবকটি ইবনে তাইমিয়ারই প্রবর্তিত। উল্লেখিত চৌদ্দটি ভ্রান্ত আক্বীদার সাথে ওহাবীদের বেশ মিল রয়েছে। আর মওদুদী মতাবলম্বীরা ইবনে তাইমিয়ার উল্লেখিত ৯ নং আক্বীদা সহ অনেক ক্ষেত্রে একমত। ফলে উভয়দল ইবনে তাইমীয়াকে বেশ মূল্যায়ন করে। বর্তমান সৌদী ওহাবীগণও ইবনে তাইমীয়াকে তাদের মহান ইমাম হিসেবে মূল্যায়ন করে। ইবনে তাইমীয়ার রচনাবলী প্রকাশের পেছনে সৌদী সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে।

তাবলিগী জামাত

তাবলিগী জামাত -এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন মৌং ইলিয়াছ মেওয়াতি কান্দালভী। বাল্যকালে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মৌং রশিদ আহমদ গাংগুহীর নিকট হাজির হন। দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ তার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ছাত্র জীবনেই তিনি গাংগুহীর নিকট মুরীদ হন। মৌং আলী হাসান নদভী 'হযরত মৌং ইলিয়াস

আওর উনকি দাওয়াত' নামক কিতাবের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেন, 'হযরত মৌং ইলিয়াস জনাব গাংগুহীর সোহবত এবং তার মজলিসের সম্পদ রাত দিন লাভ করেন।' মৌং ইলিয়াস দশ বছর হতে বিশ বছর বয়স পর্যন্ত মোট দশ বছর কাল গাংগুহীর সোহবতে থাকেন। মৌং গাংগুহীর মৃত্যুর পর মৌং ইলিয়াস মৌং মাহমুদুল হাসানের নিকট মুরীদ হতে চাইলে তিনি তাকে মৌং খলীল আহমদ আম্বিটভীর নিকট মুরীদ হতে বললেন; অতঃপর তিনি মৌং খলীল আহমদের নিকট মুরীদ হলেন। (তাবলিগ দর্পন, পৃষ্ঠা ৫৯ ও ৬০)।

আলোচ্য উদ্বৃতি দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, প্রচলিত তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌং ইলিয়াস দু'জন প্রখ্যাত দেওবন্দী ওহাবী আলেমের নৈকট্য প্রাপ্ত শিষ্য। অনেক সময় প্রচলিত তাবলিগ জামাতের লোকজন সরলপ্রাণ মুসলমানদের নিকট নিজেদের ওহাবীয়াত গোপন করার উদ্দেশ্যে বলে থাকে, এ তাবলিগ জামাত কারো প্রতিষ্ঠিত নয়, এটা রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী জামাত। কালেমার দাওয়াত দানে লিপ্ত। তাই এখানে প্রচলিত তাবলিগী জামাতের উদ্বৃতি পেশ করা হলো।

'হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কবরকে আল্লাহ্ পাক নুরের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়ে দিন, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা কেরামের সেই পুরান তাবলিগের কাজকে জামাতের আদলে পুনরায় নয়াদিল্লীর বাস্তিয়ে নিজামুদ্দিনে শুরু করেছেন।' (তাবলিগী সফর, পৃষ্ঠা ৫ কৃতঃ মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ)।

এটাও একটা চরম ধোকাবাজি। কারণ, হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা কেরামের 'তাবলিগ' এর সাথে প্রচলিত তাবলিগের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

একঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা কেরামের কালেমার দাওয়াত ছিল কাফের মুশরিকদের নিকট। আর প্রচলিত তাবলিগের দাওয়াত হলো মুসলমানদের নিকট।

দুইঃ প্রথমোক্ত তাবলিগে ছয় উসুল ছিল না। ইলিয়াসী তাবলিগ ছয় উসুল ভিত্তিক।

তিনঃ প্রথমোক্ত তাবলিগে 'গাশ্ত' চিল্লা ইত্যাদি ছিল না। ইলিয়াসী তাবলিগে গাশ্ত ও বিভিন্ন প্রকারের চিল্লা রয়েছে।

চারঃ প্রথমোক্ত তাবলিগে এতো বড় বড় সাওয়াবের প্রতিশ্রুতি ছিল না। যেভাবে ইলিয়াসী তাবলিগে আছে।

পাঁচঃ প্রথমোক্ত তাবলিগের মূল বিষয় ছিল ইসলাম। ইলিয়াসী তাবলিগের আসল

pdf By Syed Mostafa Sakib

উদ্দেশ্য হলো মৌং আশরাফ আলী থানভীর তালীম (দর্শন) প্রচার করা। প্রচলিত তাবলিগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে মৌং ইলিয়াস বলেন, 'হযরত মৌং থানভী বড় কাজ করেছেন। অতএব, আমার ইচ্ছে হলো যে, তালীম হবে তাঁর এবং তাবলিগের পদ্ধতি হবে আমার। এমনিভাবে তার (থানভীর) তালীম ব্যাপকভাবে প্রসারিত হবে।' (মালফুযাতে ইলিয়াস, পৃষ্ঠা ৫৬ ও ৫৭)।

এতে প্রমাণিত হলো যে, যদিও তাবলিগ জামাত প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়, তাদের উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে কালেমা নামায ইত্যাদির তালীম ও প্রশিক্ষণ দেয়া। কিন্তু আসলে তা নয়; মূল উদ্দেশ্য হলো মৌং আশরাফ আলী থানভীর তালীম প্রচার করা। সুতরাং এখানে থানভীর তালীমের আংশিক আলোচনা করা প্রয়োজন। যাতে করে সরল প্রাণ মুসলমান তাবলিগ জামাতের স্বরূপ কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিশে সুরার সদস্য মৌং আহমদ সাইদ আকবরাবাদী তার 'মাসিক বোরহান' পত্রিকায় থানভী সম্পর্কে লিখেন, ব্যক্তিগত বিষয়াবলীতে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দেখেও না দেখার ভান করার চরিত্র মৌলানার (থানভীর) মধ্যে ছিল তার প্রমাণ এ ঘটনা থেকে মিলে। একদা তার মুরীদ মৌলানার (থানভী) নিকট লিখল যে, "আমি রাত্রি বেলায় স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি শুদ্ধভাবে কলেমা-এ-শাহাদাত উচ্চারণ করতে খুব চেষ্টা করছি। কিন্তু প্রত্যেক বারই এভাবে উচ্চারিত হলো- لَا اله الا الله اشرف على رسول الله

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশরাফ আলী রাসুলুল্লাহ্)।

মাওলানা আহমদ সাঈদ এতে মন্তব্য করেন, অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এটা কুফরী কালেমা। শয়তানের ধোকা, নফসের প্রতারণা, তুমি তাড়াতাড়ি তাওবা করো এবং ইস্তেগফার করো। কিন্তু থানভী এ ধরণের কোন উত্তর না দিয়ে শুধু এতটুকু বলে শেষ করলেন যে, 'আমার প্রতি তোমার মুহাব্বত খুব বেশী, এসব তারই ফল'। (মাসিক বোরহান, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২; তাবলিগী জামাত, পৃষ্ঠা ৫৫ ও ৫৬; ইলিয়াসী জামাত, পৃষ্ঠা ৭ ও ৮)।

স্বপ্নাবস্থায় এভাবে ভুল হবার বিষয়টি জাগ্রত হবার পর মনে পড়লে তা দূরিভূত করার উদ্দেশ্যে দরুদ শরীফ পড়ছিলাম। তাও বলতেছিলাম এভাবে-

اللّٰهم صلى على سيدنا ونبينا ومولانا اشرف على

(আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা সাইয়্যেদিনা ওয়া নাবীয়্যেনা ওয়া মৌলানা আশরাফ আলী) এ বিষয়টি উক্ত মুরীদ তাকে পত্র মারফত অবগত করলে থানভী তাওবা ইস্তেগফারের নির্দেশ না দিয়ে বরং উৎসাহিত করলেন এ বলে, 'এ ঘটনায় এ কথার শান্তনা নিহিত যে, তুমি যার প্রতি মনোযোগী (থানভী) তিনি আল্লাহ্র

সাহায্যক্রমে সুন্নাতের অনুসারী'। (আল এমাদ পৃষ্ঠা, ৩৪; তাবলিগী জামাত, পৃষ্ঠা ৫৭; জা'আল হক, পৃষ্ঠা ৪২৩; ইলিয়াসী জামাত, পৃষ্ঠা ৭ ও ৮)।

উপরোক্ত দু'টি উদ্বৃতি থেকে মৌং আশরাফ আলী থানভীর মনোভাব কি, তা সহজে অনুমেয়। উত্তরে তার কি বলা উচিত ছিল, আর বললেন কি!

আক্বীকা, খৎনা, ছেলে-মেয়েদের বিসমিল্লাখানী (সর্ব প্রথম আরবী সবকদান অনুষ্ঠান), মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফেরাত কামনার্থে ফাতেহা, শবে বরাতের হালুয়া, মুহররমের অনুষ্ঠান, অলীদের ফাতেহা, নযর-নেয়ায ইত্যাদি ছেড়ে দাও। নিজেও করোনা, অন্যের ঘরে হলে তাতেও যোগদান করো না। (কাসদুস্সাবীল, পৃষ্ঠা ২৫ ও ২৬; তাবলিগী জামাত, পৃষ্ঠা ৬৩)।

বেহেশতী যেওর একটি কিতাব, (থানভী কর্তৃক রচিত) এটি হয়তো নিজে পড় অথবা শুন এবং এটা অনুযায়ী চলো।

এখন দেখা যাক বেহেস্তী যেওরে কি আছে, আলী বখশ, হুসাইন বখশ, আবদুন্নবী ইত্যাদি নাম রাখা, এভাবে বলা যদি আল্লাহ্ ও রাসুল চান, তাহলে অমুখ কাজ সম্পন্ন হবে, বলা শিরক। (বেহেস্তী যেওর, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৭)।

হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সামান্য ইলমে গায়ব আছে এ ধরণের ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞানতো যায়েদ, আমর, এমনকি প্রত্যেক শিশু, পাগল বরং সকল জীব-জন্তুরও আছে। (হেফজুল ঈমান পৃষ্ঠা ১৬)।

এ হলো মৌং আশরাফ আলী থানভীর তালীমের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, থানভীর যাবতীয় রচনাবলীতে কি কোন ভাল বিষয় নেই? হ্যাঁ অবশ্যই আছে। কিন্তু, দ্বীন, ঈমান কোন পণ্য সামগ্রী নয় যে, ভাল-মন্দ মিলিয়ে নেয়া যায়। ঈমান ধ্বংস হয়ে যাবার জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান শানে একাধিক বে-আদবী করতে হবে এমনটি নয়; বরং একটি মাত্র অবমাননাকর উক্তিই যথেষ্ট। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমে গায়েবকে চতুস্পদ জন্তুর ইলমের সাথে তুলনা করা কি মহান রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে চরম বেয়াদবী নয়? এতো বড় জঘন্য বেয়াদবীর পর তার ভাল দিকগুলোর কোনই গুরুত্ব নেই।

আসল কথা হলো, যখন দেওবন্দী-ওহাবীয়াত মুসলমানদের নিকট বিতর্কিত হয়ে গেল এবং তাদের স্বরূপ সকলের নিকট উন্মোচিত হলো, তখন ওহাবীয়াত প্রচারের এক সুপরিকল্পিত পন্থা উদ্ভাবন করা হলো তাবলিগ জামাত। কালিমা -নামাযের নামে ওহাবী বানানোর এক কার্যকরী উপায়। এটাকে সরলপ্রাণ মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বড় বড় সাওয়াবের প্রতিশ্রুতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাবলিগ জামাতে এক রাকাত নামায পড়লে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাত লক্ষ রাকাতের সাওয়াব, এক চিল্লা দিলে সাত হজ্জের সাওয়াব, সাত পয়সা তাবলিগে গিয়ে খরচ করলে সাত লক্ষ পয়সার সাওয়াব ইত্যাদি। (বদরপুরের বাহাস, পৃষ্ঠা ৮ ও ৯)।

প্রচলিত তাবলিগের তরীকা স্বপ্নে প্রাপ্ত

একদা (ইলিয়াস) বললো, স্বপ্ন নুবুওয়াতের ৪৬ ভাগের একভাগ। কেউ কেউ স্বপ্নযোগে এমন উন্নতি লাভ করেন, যা রিয়াযাত (সাধনা) ও মোশাহেদা দ্বারা লাভ করা যায় না। কারণ, তারা স্বপ্নের মাধ্যমে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন যা নুবুয়্যাতের অংশ। জ্ঞান দ্বারা কেউ উন্নতি লাভ করেনা; মারফত দ্বারা নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। এজন্যই বর্ণিত হয়েছে, বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অধিক জ্ঞান দাও। অতঃপর তিনি বললেন আজকাল স্বপ্নযোগে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করে থাকি। অতএব, তোমরা চেষ্টা কর যাতে আমার ঘুম বেশী হয়। খুশকির কারণে ঘুম কম হচ্ছিল, তখন আমি-হাকিম ও ডাক্তারের পরামর্শ ক্রমে মাথায় তৈল মালিশ করেছি। ফলে ঘুমে উন্নতি হয়েছে (সুনিদ্রা হয়েছে)। তিনি বলেন, এ তাবলিগের পদ্ধতি আমি স্বপ্নযোগে লাভ করেছি। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ-

এর তাফসীর স্বপ্নে এভাবে উদঘাটিত হয়েছে যে, তোমরা নবীদের মত মানুষের জন্য আবির্ভূত হয়েছ। এ অর্থ- শব্দ দ্বারা বিকৃত করার মধ্যে এদিকে ইংগিত রয়েছে যে, এক স্থানে বসে এ কাজ হবে না, বরং দ্বারে দ্বারে বেরুবার প্রয়োজন হবে। (মালফুযাতে ইলিয়াছ, পৃষ্ঠা ৫০; কাশফুশ্ শোবহা আনিল জামাতিত তাবলিগীয়া, পৃষ্ঠা ৫ ইস্তাম্বুল তুর্কী)।

পূর্বোল্লেখিত উদ্বৃতিতে বলা হয়েছে যে, এটা রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা কেরামেরই পুরান তাবলিগ। আর এখানে বলছে, এ তরীকা স্বপ্নে প্রাপ্ত। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রচলিত তাবলিগ জামাত ও তার কর্মপদ্ধতি হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা কেরামের নয় বরং ইলিয়াসের স্বপ্নে প্রাপ্ত। এখানে এটিও প্রতীয়মান হয়, তার নিকট বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনের একমাত্র উপায় স্বপ্ন। যার কারণে তিনি ঘুম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চিকিৎসা গ্রহণের পরও অনুসারীদেরকে ঘুম বৃদ্ধির আরো উন্নত উপায় আছে কি না খুঁজে বের করার লক্ষ্যে বলেছেন, "তোমরাও চেষ্টা কর যাতে আমার ঘুম বেশী হয়।"(বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে দিবা-রাত্রিতে কতক্ষণ তিনি ঘুমাতে চান বোধগম্য হচ্ছে না)। এ কেমন বুযর্গী! আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের নিকট ঘুমেও ওহী আসত। কিন্তু কোন নবী ঘুম বৃদ্ধির জন্য এতো তৎপর হননি।

অপরদিকে আলোচ্য আয়াতের এ ধরণের ব্যাখ্যা এযাবৎ কোন তাফসীরকারকও করেননি। কৃত্রিম উপায়ে ঘুম বৃদ্ধি করে অর্জিত তরীকা কৃত্রিম না হয়ে আর কি হবে।

আম্বিয়া কেরামের শানে জঘন্য আক্রমণ

নবী আলাইহিমুস সালামদের দ্বারা আল্লাহ যে কাজ সমাধা করেন নাই, তাবলিগীদের দ্বারা তদপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করতে পারেন। (মাকাতিবে ইলিয়াস, পৃষ্ঠা ১০৭; তাবলিগ দর্পন, পৃষ্ঠা ৬৩)।

হক্কানী ওলামা কেরামের নিকট তাবলিগের দাওয়াত দেবে না

হক্কানী ওলামা কেরামের নিকট তাবলিগের দাওয়াত দেবে না, এ হলো তাবলিগ জামাতের মুবাল্লিগদের উদ্দেশ্যে মৌং ইলিয়াসের নসিহত। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, তোমরা তাবলিগের আসল গুরুত্ব ভালভাবে বুঝিয়ে তাদেরকে নিশ্চিত করতে পারবেনা যে, তাদের অপরাপর দ্বীনি কর্মকাণ্ডের তুলনায় এ কাজ অধিক উপকারী। ফলে তাঁরা তোমাদের কথা মানবেন না। আর যখন তাঁরা একবার না করে দেবেন কখনো হ্যাঁ করানো সম্ভব হবে না। অতঃপর এর আরো একটি খারাপ ফলাফলও দাঁড়াতে পারে যে, তাঁদের ভক্ত-অনুরক্তগণ তোমাদের কথা শুনবে না। আর এও সম্ভব যে, স্বয়ং তোমাদের মধ্যে দুদোল্যমান অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং তাঁদের খেদমতে শুধুমাত্র ফায়েদা অর্জনের উদ্দেশ্যে যাবে। কিন্তু তাঁদের চতুর্পার্শ্বে অধিক মেহনতের মাধ্যমে তাবলিগের কাজ করতে হবে। (মালফুযাত, পৃষ্ঠা ৩৪ ও ৩৫)।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ গভীর মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করুন! তাবলিগের স্বরূপ উন্মোচনে সচেষ্ট হোন! এ কেমন তাবলিগ যার দাওয়াত হক্কানী ওলামা কেরামের নিকট দিতে জোরালোভাবে নিষেধ করা হচ্ছে। তাবলিগের মূখ্য উদ্দেশ্য যদি প্রকৃত ইসলামের প্রচার প্রসার হয়, তাহলে এটা এমন কি জটিল কঠিন বিষয়ে পরিণত হল যে, হক্কানী ওলামা কেরাম এর গুরুত্ব বুঝে উঠতে পারবেন না। আর তাবলিগের উপকারিতা টুকু হক্কানী আলেমদেরকে বুঝাতে অক্ষম এমন সব অথর্ব ব্যক্তিই বা কেন মুবাল্লিগের দায়িত্ব পালন করবে ? তাবলিগের আসল উদ্দেশ্য যদি ইসলাম হয়, তাহলে হক্কানী ওলামায়ে কেরামইতো সবার চেয়ে বেশী বুঝবেন। তাবলিগে নিশ্চয়ই মারাত্মক কোন অপশক্তি নিহিত আছে। না হয় কেন হক্কানী ওলামা কেরাম একবার সাড়া না দিলে এটা হ্যাঁ করা মুশকিল হয়ে পড়বে। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, হক্কানী আলেমগণ প্রচলিত ইলিয়াসী তাবলিগের বিরুদ্ধে; সুতরাং এটা বর্জনীয়। বস্তুতঃ হক্কানী আলেমের নিকট তাবলিগের দাওয়াত দিতে নিষেধ করার মূল কারণ হলো, থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়বে। আসল চেহারা প্রকাশ পেয়ে যাবে। অন্তর্নিহিত রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাবলীগ জামাতের দিকে ওলামা কেরামের আগ্রহ নেই

একদা মৌং ইলিয়াস বললেন, আলেমগণ এদিকে আসছেন না; আমি কি করব ? হায় আল্লাহ্ আমি কি করব ? উপস্থিত লোকজন আরয করলেন, সবাই এসে যাবে, আপনি দোয়া করুন। তখন তিনি বললেন, আমি তো দোয়াও করতে অক্ষম। তোমরাই দোয়া কর। (মালফুযাত, পৃষ্ঠা ৫৮ ও ৫৯)।

সত্যিই তাবলিগ জামাতে আলেমের বড়ই অভাব। তিনি যে অনুশোচনা করেছেন, তা বিপক্ষের আলেমদের উদ্দেশ্য নয়; বরং ওহাবী আলেমদের উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের খ্যাতিমান ওহাবী আলেমদের কেউ কোন সময় তাবলিগের কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন বলে জানা নেই। আবার তারা বিরোধিতাও করেন না দলীয় স্বার্থে।

মৌং ইলিয়াস-এর কাম্য একটি নতুন দল সৃষ্টি করা

একদা মৌং ইলিয়াস (মুবাল্লিগদের উদ্দেশ্যে) বললেন, আমি চাই তোমরা কিছু দিন আমার নিকট অবস্থান করো। তাহলে তোমরা আমার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হবে। এটা দূর থেকে বুঝতে পারবে না। এটা আমি জানি যে, তোমরা তাবলিগে অংশগ্রহণ করছ। জলসাসমূহে তাকরীরও করছ তোমাদের বক্তব্যে উপকার হচ্ছে কিন্তু এটা ঐ তাবলিগ নয় যা আমার কাম্য। (মালফুযাত, পৃষ্ঠা ৪১)।

প্রশ্ন হচ্ছে প্রচলিত তাবলিগ কি তার কাম্য তাবলিগ না অন্য কিছু। এতদ বিষয়ে তিনি ঘুমের ঘোরে স্পষ্ট ভাবে বলে দেয়ার অনুমতি পেয়েছেন কি না তাও জানা নেই। তাবলিগ তার কাংখিত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে কি না তাও বুঝা যাচ্ছে না। একদা মৌং ইলিয়াস তার জনৈক শিষ্য জাহিরুল হাসানকে লক্ষ্য করে বললেন-

میاه ظهیر الحسن میرا مدعا کوئی نهیں پاتا- لوگ سمجتے هیں
یه تحریك صلوة هے- میں قسم سے کهتا هوں که یه هرگز تحریك
صلوة نهیں ایك دن بڑی حسرت سے فرمایه کا مجهے ایك نیا قوم
بنانا هے-

মিয়া জহিরুল হাসান আমার উদ্দেশ্য কেউ বুঝে না। মানুষ মনে করে যে, এটা (তাবলিগ জামাত) নামাযের আন্দোলন। আমি কসম করে বলছি যে, এটা নামাযের আন্দোলন নয়। একদিন আফসোস করে বললেন, আমার একটি নতুন দল সৃষ্টি করতে হবে। (তাবলিগ দর্পন, পৃষ্ঠা৬৫-৬৬)।

আলোচ্য উদৃতি দ্বারা মৌং ইলিয়াসের আসল উদ্দেশ্য দিবালোকের মত পরিস্কার হয়ে উঠেছে। কালেমা, নামায এবং তালীম বাহানা মাত্র। আসল উদ্দেশ্য একটি নতুন দল সৃষ্টি করা। মৌং ইসমাইল দেহলভীর দৃষ্টিতে হানাফী, শাফেয়ী,

কাদেরী, চিশতী ইত্যাদি দলগঠন যদি বেদআত হয়। মৌং ইলিয়াসের নতুন দল সৃষ্টি করা বেদাত হবে না? (তাকবিয়াতুল ঈমান,পৃষ্ঠা ৮৫)।

ওহাবীদের নিকট মৌং ইলিয়াসের মর্যাদা

১৩৬৩ হিজরী রজব মাসে প্রচলিত ছয় উসুল ভিত্তিক তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌং রশীদ আহমদ গাংগুহীর স্নেহ ধন্য শিষ্য মৌং ইলিয়াস মৃত্যুবরণ করেন। যখন ময়দানে তার কফিন রাখা হল তখন মাওলানা যাকারিয়া ও মাওলানা ইউসুফ সমবেত লোকজনদের ময়দানের নিম্নভাগে সমবেত হতে নির্দেশ দিলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে-

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

[অর্থাৎ নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসুল। তাঁর আগে অনেক রাসুল চলেগেছেন।] আল কোরআনের এ আয়াত পড়ে বক্তব্য রাখলেন। সমবেদনা প্রকাশ ও নছিহতের জন্য এইক্ষণে এর চেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় বস্তু কি হতে পারে ? (দ্বীনী দাওয়াত পৃষ্ঠা ১৮৬ মৌং আবুল হাসান আলনদভী; তাবলিগী জামাত, পৃষ্ঠা ৪৭ তাবলিগ দর্পন, পৃষ্ঠা ৬২)।

উল্লেখ্য যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর শোকে মূহ্যমান সাহাবা কেরামকে শান্তনাদানের উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত পূর্বক বক্তব্য রেখেছিলেন। পবিত্র কোরআনে মৃত্যু সম্পর্কিত একাধিক আয়াত বিদ্যমান যথা - كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ইত্যাদি। এগুলোর আলোকে বক্তব্য না রেখে পূর্বোল্লেখিত আয়াতকে শিরোনাম করে বক্তব্য প্রদান কি এদিকে ইংগিত বহন করে না যে, ওহাবীদের নিকট মৌং ইলিয়াসের মর্যাদা একজন রাসুলের চেয়ে কম ছিলনা। এটা তাড়াহুড়ার ভিত্তিতেও ছিল না। বরং পরিকল্পিত ভাবে ছিল। কারণ এর পূর্বে মানযুর নো'মানী প্রথমোক্ত আয়াতের আলোকে বক্তব্য রেখেছেন। (দ্বীনী দাওয়াত, পৃষ্ঠা ১৮১, তাবলিগ জামাত,পৃষ্ঠা ৪৭)।

মৌং ইলিয়াসের প্রতি বৃটিশ সরকারের আর্থিক সাহায্য

জমিয়তে ওলামা দেওবন্দ -এর মহাসচিব মৌং হেফযুর রহমান নিজে স্বীকার করেছেন যে, মৌং ইলিয়াস (রঃ) এর তাবলিগী আন্দোলন প্রথম দিকে হুকুমতের পক্ষথেকে হাজী রশীদ আহমদ মারফত কিছু টাকা পেত। পরে বন্ধ হয়ে গেছে। (মোকালামাতুস্ সাদ্রাইন, পৃষ্ঠা ৮; দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত; তাবলিগী জামাত, পৃষ্ঠা ৯৯, ইলিয়াসী জামাত, পৃষ্ঠা ১৩)।

বস্তুতঃ তাবলিগ জামাতকে কোন সময় চাঁদা সংগ্রহ করতে দেখা যায়নি। কিন্তু তাদের এ বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডের পেছনে যে বিরাট ব্যয় সে অর্থের উৎস আজও

pdf By Syed Mostafa Sakib

রহস্যাবৃত। কেউ যদি বলে যে, জামাতের লোকদের সাহায্যে পরিচালিত হয় তা পুরোপুরি বিশ্বাস যোগ্য নয়, কারণ খারেজী মাদ্রাসা গুলোও তাদের ধনী শ্রেণীর লোকদের আর্থিক সাহায্যেই পরিচালিত হয়। এতদ সত্ত্বেও সর্বপ্রকার চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু তাবলিগের বেলায় এধরণের কোন চাঁদা সংগ্রহের কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে আলোচ্য উদ্বৃতি থেকে তাদের আর্থিক সংস্থানের বিষয়টি কিছুটা ধারণা করা যায়।

তাবলিগ জামাতে কোন ধরণের লোকদের আধিক্য

এক শ্রেণীর অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী, সম্পদশালী, আধুনিক শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদের উপস্থিতিই তাবলিগ জামাতে বেশী। আলেমদের সংখ্যা খুবই নগণ্য, এজন্য স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা মৌং ইলিয়াসও আফসোস করেছেন।

তাবলিগ জামাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো সত্যান্বেষী পাঠকদের সমীপে। এসব তথ্যাবলী যাচাই পূর্বক এ দল সম্পর্কে নিজে সচেতন হোন অপরকেও সচেতন করুন। আমরা "তাবলিগে দ্বীন" বা ইসলামের প্রচারের বিরোধী নই। দ্বীন তো বিশ্বব্যাপী প্রচার প্রসার লাভ করেছে আউলিয়া কেরামের তাবলিগের মাধ্যমে। আমরা কি কারণে মৌং ইলিয়াসের প্রতিষ্ঠিত ছয় উসুল ভিত্তিক তাবলিগের বিরোধীতা করি তা উপরোক্ত আলোচনায় ফুটে উঠেছে। এ দল সম্পূর্ণভাবে ওহাবী আক্বীদায় বিশ্বাসী তাতে সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই। সুতরাং ঐ সব ভ্রান্ত আক্বীদার পূনঃ আলোচনা নিস্প্রয়োজন। এখানে শুধু তাবলিগীদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভ্রান্ত আক্বীদা তাদের কিতাবের উদ্বৃতি সহকারে পেশ করা হলো।

তাবলিগী আক্বীদা

মুসলমান দু'প্রকার হতে পারে। তৃতীয় কোন প্রকার নেই। (১) যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হয় এবং (২) যারা আল্লাহর রাস্তায় গমনকারীদের সাহায্য করে। (মালফুযাত, পৃষ্ঠা ৪৩)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

সপ্ত বিষয়ে আন্তরীক বিশ্বাস স্থাপনকারী নিঃসন্দেহে মুমিন মুসলমান। তাবলিগীদের এ বিভক্তিকরণ কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী। এতে বুঝা যায় যে, যারা প্রত্যক্ষভাবে তাবলিগে অংশ গ্রহণ করে আর যারা অংশ গ্রহণকারীদের সাহায্য করে তারাই মুসলমান। যারা নিজে তাবলিগ করেনা এবং তাবলিগকে সাহায্যও করেনা তারা দু'প্রকারের কোন প্রকারে অন্তর্ভূক্ত না হওয়ায় মুসলমান নয়। কারণ তাবলিগীদের মতে মুসলমানের তৃতীয় কোন প্রকার নাই। নিজেরা

ব্যতীত অন্যদের মুসলমান মনে না করা খারেজী ওহাবীদের অন্যতম ভ্রান্ত আক্বীদা।

তাবলিগী আক্বীদা

তাবলিগের সফর কোন কোন দিক থেকে জেহাদের সফরের চেয়েও অনেক উত্তম। (মালফুযাত, পৃষ্ঠা৭৬)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে সফরকে কোন কোন দিক থেকে জেহাদের সফর থেকে উত্তম বলা ইসলামের ঘৃণ্য বিকৃতি। এধরণের ব্যাখ্যা হারাম।

তাবলিগী আক্বীদা

মাদ্রাসায় শিক্ষাদান ও খানাকায় তাসাউফের শিক্ষাদান এর তুলনায় তাবলিগের কাজ অনেক উত্তম। (মালফুযাত, পৃষ্ঠা৭৬)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

মাদ্রাসা হলো মুসলমান আলেম তৈরীর কারখানা আর প্রকৃত পীর মাশায়েখের খানাকাহ ইলমে মারফত অর্জনের কেন্দ্র। ইলিয়াসের উক্ত মন্তব্য ইসলামের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ।

তাবলিগী আক্বীদা

একদা মৌং ইলিয়াস বললেন, দ্বীনের দাওয়াতের গুরুত্ব আমার নিকট বর্তমানে এতো জরুরী যে, কোন ব্যক্তি যদি নামাযরত অবস্থায় দেখে যে, একজন নতুন মানুষ আসছে এবং ফিরে যাচ্ছে। পুনরায় তাকে পাবার সম্ভাবনা নেই। তখন আমার মতে মধ্যখানে নামায ভেঙ্গে ঐ ব্যক্তির সাথে দ্বীনি কথা বার্তা সেরে নেয়া উচিত। ঐ ব্যক্তির সাথে কথা সেরে অথবা তাকে অপেক্ষা করতে বলে নিজের নামায পুনঃ পড়া উচিত। (মালফুযাত, পৃষ্ঠা ১৭১)।

আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

কারো সাথে দ্বীনের কথা বলার উদ্দেশ্যে নামায ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি শরীয়তে নেই। অথচ তাবলিগীরা নামাযরত অবস্থায় শুধু এ খেয়ালে থাকে যে, কোন নতুন মানুষ এসে ফিরে যাচ্ছে কি না। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এমনি ভাবে এবাদত করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। অতঃপর তুমি যদি তাঁকে দেখতে না পাও, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। (মেশকাত শরীফ)। অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এটা মৌং ইলিয়াসের মনগড়া ভ্রান্ত মতবাদ। এতে তিনি নামাযের চেয়ে তাবলিগের গুরুত্ব অধিক, এটাই বুঝাতে চেয়েছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাবলিগী জামাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন তাবলিগী জামাত, কৃতঃ আল্লামা আরশাদ আলক্বাদেরী, ইলিয়াসী জামাত; কৃতঃ আল্লামা মুফতি রেফাকাত হোসাইন, তাবলীগ দর্পন কৃতঃ হাফেজ মাওলানা মুঈনুল ইসলাম, তাবলীগ জামাত কা ফারেব ইত্যাদি।

তাবলিগী জামাত সম্পর্কে মওদুদী

একসময় তাবলিগ জামাতের পক্ষথেকে মওদুদীর নিকট এ প্রস্তাব পেশ করা হয় যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে (জামাতে ইসলামীর) কাজ করার জন্য মৌং ইলিয়াসের তাবলিগ পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য। এ প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মৌং মওদুদী বললেন; আমি তাদের তাবলিগ পদ্ধতি সম্পর্কে যতটুকু অবগতি অর্জন করেছি, এতে আমি আস্থাশীল নই। (রৌদাদ-তৃতীয় এজতেমা, পৃষ্ঠা ৭১, প্রস্তাব নং ১৭, তাম্বীহাত, পৃষ্ঠা ১৬, তাবলিগী জামাত, পৃষ্ঠা ১১৭)

দাওয়াতে ইসলামী

অনেককে আপত্তির সুরে বলতে শুনা যেত, উল্লেখিত কারণে তাবলিগী জামাত বর্জনীয়। বেশ ভালো, তাহলে আমাদেরকে এমন একটি ব্যবস্থা দেখিয়ে দিন যাতে আমরা সাধারণ মুসলমানগণ মাসআলা শিখতে পারি। সুন্নী অংগনে একসময় এর শূন্যতা ছিল। আজ সে শূন্যতা কাটিয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও সুন্নীয়াতের উল্লেখযোগ্য খেদমতে আঞ্জাম দিচ্ছে দাওয়াতে ইসলামী। ব্যবহারিক সুন্নাতে যাদের আপাদমস্তক সজ্জিত। অন্তরে ইশকে রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বাইরে সুন্নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথার্থ অনুসরণ। মাথায় শোভাপায় সুবুজ পাগড়ী, মুখে প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতী দাঁড়ি। সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে ওহাবীয়াতের নতুন সংস্করণ, মৌং ইলিয়াসের স্বপ্ন প্রাপ্ত ছয় উসুল ভিত্তিক তাবলিগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে দাওয়াতে ইসলামীর তৎপরতা জোরদার করার কাজে এগিয়ে আসা প্রত্যেক সুন্নী মুসলমানদের কর্তব্য।

বাতিল ফিরকা সমূহ সম্পর্কে শরীয়তের ফয়সালা

একমাত্র নাজাত প্রাপ্ত দল "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত"। বাতিল ফিরকা সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসে হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন - "তিয়াত্তর ফিরকার মধ্যে একটি মাত্র দল ছাড়া বাকী সব দলই জাহান্নামী।" (মিশকাত শরীফ)।

আলোচ্য হাদিসের আলোকে ফকীহগণ বলেন, বাতিল ফিরকা সমূহের মধ্যে যাদের ভ্রান্ত আক্বীদা কুফরীর পর্যায়ে পৌছেছে, তারা সর্ব সম্মতিক্রমে কাফের,

স্থায়ীভাবে জাহান্নামী। আর যেসব ফিরকার ভ্রান্ত আক্বীদা যা মানুষকে নতুন মনগড়া আক্বীদা ও আমলের দিকে ধাবিত করে, এদেরকে কাফির সাব্যস্ত করা যাবে কি না এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তন্মধ্যে অনেকে বলেন, সকল বাতিল ফিরকা কাফের। আর অনেকে বলেন যে, যেসব বাতিল ফিরকার বেদ্আত ও ভ্রান্ত আক্বীদা কুফরীর পর্যায়ে পৌছেনি, তারা-ফাসেক, গুনাহগার, গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট। (হাশীয়াতুদ্দুররে-আল্লামা সৈয়দ আহমদ আহতাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ফিতনাতুল ওহাবীয়া)।

অতএব, কোন বাতিল ফিরকা কাফির না হলেও গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট এতে কোন সন্দেহ নেই। তারা ভ্রান্ত মতবাদের দরুন জাহান্নামী। সুতরাং, কোন বাতিল ফিরকার ভ্রান্ত আক্বীদা অবগত হওয়া সত্বেও শুধুমাত্র বাহ্যিক ইসলামী চাল-চলনে আকৃষ্ট হয়ে, তাদের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা কোন সচেতন মুসলমানের কাজ হতে পারে না। উল্লেখ্য যে, এসব ভ্রান্ত দলের অনুসারীগণ ভ্রান্তির মাত্রানুসারে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। অপরদিকে গুনাহগার অথচ ঈমানদার এ ধরণের মুসলমানগণও পাপের ফলে জাহান্নামে শাস্তি পাবে, আর ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। উভয়ের মধ্যে শাস্তির প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকবে। ভ্রান্তদলের অনুসারীদের শাস্তি তুলনামূলক ভাবে অনেক কঠোর ও অধিক যন্ত্রনাদায়ক হবে।

উপসংহার

ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসে ইসলামের ছদ্মবেশে ইসলাম ও মুসলমানদের ঈমান, আক্বীদা, আমল, আখলাক-চরিত্র, তাহ্যীব-তামাদ্দুন, শিক্ষা-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে কতো বিপর্যয় ঘটানো হয়েছে, তার হিসেব কজনই বা রাখে। বাস্তব সত্য হলো মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ছদ্মবেশেই সৃষ্ট দলাদলির ফলে মুসলমানদের ঐক্যের অপূরনীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। আজও মুসলমানদের মূল দূর্বলতা এটাকে ঘিরে। মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিয়ে, বাংলাদেশের কথা চিন্তা করলেই তা নিশ্চিতরূপে সত্য প্রমাণিত হয়। আজ বাংলাদেশের মুসলমানগণ-সুন্নী-ওহাবী-তাবলিগী, আহলে হাদিস ও মওদুদী ইত্যাদি দলে বিভক্ত। সুন্নী জামা'আত আল্লাহর অপার অনুগ্রহ, হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহেরবাণী ও আউলিয়া কেরামের শুভ দৃষ্টির ফলে অদ্যাবধি ইসলামের আক্বীদা আমলের ধারাবাহিকতাকে বুকে ধারণ করে বাতিল ফিরকার মোকাবিলায় আছে। অপরদিকে বাতিল ফিরকাগুলো সুন্নীয়াতের বিরুদ্ধে বহুমুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সুন্নী জামা'আতকে হেয়প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে নানাভাবে সুন্নীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার অব্যাহত রেখেছে। তন্মধ্যে জঘন্য ষড়যন্ত্র হলো, এসব দল নিজেদের অসংখ্য ভ্রান্ত আক্বীদা সত্বেও নিজেদেরকে সুন্নী

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলে দাবী করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। নিজেদের ভ্রান্তি ও গোমরাহীর লক্ষে "আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের" পরিচয় সম্বলিত পুস্তিকাও প্রকাশ করেছে। এমতাবস্থায় তাদের স্বরূপ উন্মোচন করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এখানে আমি কোরআন, সুন্নাহ ও নির্ভরযোগ্য কিতাবের আলোকে "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত" এর পরিচয়, আক্বাঈদ, পাশাপাশি, বাতিল ফিরকাগুলোর ভ্রান্ত আক্বীদা ঐসব দলের কিতাবাদি থেকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। যাতে পাঠক সমাজ সহজে ঐসব দলের মোটামুটি পরিচয় লাভে সক্ষম হয় এবং তাদের সুন্নী দাবী করার অসারতা বুঝে উঠতে পারে। শুধুমাত্র তাদের বাহ্যিক চাল-চলন, বক্তৃতা-বিবৃতি এবং সর্বোপরি ইসলামী অনুশাসন কায়েমের লক্ষ্যে আকর্ষণীয় বক্তব্য শুনে নিজেকে এসব দলে জড়িয়ে ফেলেছেন। তারা যেন ঈমান-আক্বীদার সর্বাধিক গুরুত্ব অনুধাবন করে ঐসব দলের মৌলিক দূর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে নিজ অবস্থানের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সাথে সাথে ঐসব ভাইদের উদ্দেশ্যেও যাঁরা সুন্নী-ওহাবী বা সুন্নী-মওদুদী মতভেদকে খুঁটিনাটি বিষয় বলে মন্তব্য করে এগুলোর গভীরে যেতে বাধা সৃষ্টি করে এবং এ মতভেদের জন্য ঢালাওভাবে সুন্নী ওলামা কেরামকে দায়ী করে থাকে।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন, রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অদৃশ্য জ্ঞান যায়েদ, আমর, শিশু, পাগল, চতুষ্পদজন্তু ও সকল জীব-জন্তুর জ্ঞানের মত, তিনি দেয়ালের পেছনের বিষয়ও জানেনা, তিনি বড় ভাইয়ের মত, তিনি মানবীয় দূর্বলতা থেকে মুক্ত নন, তিনি নবুওয়্যাতের তেইশ বছরে অনেক ভুলত্রুটি করেছেন ইত্যাদি বিষয় গুলো কি খুঁটি নাটি ? এসব বিশ্বাস কি কোরআন সুন্নাহ সম্মত ? এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করলে কি ঈমান নষ্ট হবে না? এসব তো তাদের লিখিত এবং এসব কারণে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি নিশ্চিত। তদুপরি এসব বিষয় লিখাও হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। সুতরাং তাদের লিখিত আপত্তিকর বিষয়ের ফলে সৃষ্ট দলাদলির জন্য সুন্নী আলেমগণ কেন দায়ী হবেন ?

অতএব, আসুন! উপরোক্ত আপত্তিকর বিষয় গুলোকে বর্জন পূর্বক ইসলামের একমাত্র সঠিক রূপরেখা "আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত" এর আক্বীদাকে শক্তহাতে ধারণ করে ইসলামের শাশ্বত আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হই। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহায় হোন। আমিন, বেহুরমাতি সাইয়্যেদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আসহাবিহী ওয়া আউলিয়া-এ- মিল্লাতিহী ওয়া ওলামা-এ-উম্মাতিহী আজমাঈন।

তথ্যপুঞ্জী

০১। কোরআন শরীফ।
০২। কানযুল ঈমানঃ ইমাম আহমদ রেযা খাঁ বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।
০৩। তাফসীর-এ-খাযাইনুল ইরফানঃ সদরুল আফাযিল আল্লামা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।
০৪। বোখারী শরীফঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।
০৫। মুসলীম শরীফঃ ইমাম মুসলীম ইবনে হাজ্জাজ কুশাইরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।
০৬। নাসায়ী শরীফঃ ইমাম আহমদ ইবনে শোয়াইব আন্নাসায়ী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।
০৭। আবু দাউদ শরীফঃ ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআছ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।
০৮। তিরমিযী শরীফ ঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।
০৯। ইবনে মাজাহ শরীফঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজা কাযবিনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।
১০। মিশকাত শরীফঃ ইমাম অলী উদ্দীন খতীব তিবরিযী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।
১১। নূরুল আনওয়ারঃ আল্লামা শেখ আহমদ মোল্লা যিওয়ান (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।
১২। কিতাবুল মিলাল ওয়ান্নাহাল ১ম খণ্ডঃ ইমাম আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করিম আশ্‌শাহরাস্তানী, ওফাত ৫৪৭ হিজরী, দারুন্নাদওয়াজিল জাদীদা, বৈরুত, লেবানন।
১৩। নূরুল ইযাহঃ মুহাম্মদ সাঈদ এণ্ড সন্স তাজেরানে কুতুব, কোরআন মহল, মৌং মোছাফের খানা, করাচী, পাকিস্তান।
১৪। সিরাতে মুস্তাক্বীমঃ মৌং ইসমাইল দেহলভী, এদারাতুর রশিদিয়া, দেওবন্দ ইউ পি।
১৫। নিবরাস ঃ আল্লামা মুহাদ্দিস আবদুল আজীজ পরহারভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, শাহ্ আবদুল হক একাডেমী, দারুল উলুম মুজহেরিয়া এমদাদিয়া বন্দিয়াল শরীফ।
১৬। তারীখে মাযহাবে শিয়া (উর্দু)ঃ মৌং আবদুস শুকুর লখনভী, দারুল এশায়াত, করাচী।
১৭। ইরানী ইনকিলাব (উর্দু)ঃ মৌং মুহাম্মদ মানযুর নো'মানী।
১৮। মাসিক বাইয়্যেনাত (উর্দু)ঃ তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশকঃ মুহাম্মদ ফিরোজ, এজুকেশনাল প্রেস, করাচী।
১৯। ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব (উর্দু)ঃ মৌং বদর আলকাদেরী, আল মাজমাউল ইসলামী, মুবারকপুর, আযমগড়, ইউ, পি, প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৯৪।
২০। ইমাম আহমদ রেযা আওর রদ্দে শিয়া (উর্দু)ঃ মৌং আবদুল হাকিম শরফ কাদেরী, প্রকাশকঃ বযমে কাসেমী বরকাতী, ১২৩ ছাপলা ইষ্ট্রিট, কাহাবাদার, করাচী। প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬।
২১। শিয়া-সুন্নী ইখতেলাফ (উর্দু)ঃ মৌং ওবাইদুল হক জালালাবাদী, সাবেক প্রধান মুদাররিস, সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা, ঢাকা। প্রকাশকঃ মজলিছে এলমী- জামেয়া ইসলামীয়া মাদানীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ ১৯৮৪।.
২২। শিয়া ধর্ম (বাংলা)ঃ শায়খুল হাদিস আল্লামা ফজলুল করিম নকশবন্দী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস, জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
২৩। ফতোয়া -এ-আযীযীয়া (ফার্সী) ঃ হযরত আল্লামা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।
২৪। শীঈয়াত ও মোতা (উর্দু)ঃ মৌং রফিক আহমদ, প্রাকশকঃ আশরাফীয়া লাইব্রেরী, জামেয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামীয়া রোড, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২৫। মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাসঃ আরাফাত পাবলিকেশন, ১১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০ পুনঃ মুদ্রণ ১৯৯৫।
২৬। আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত (উর্দু)ঃ আল্লামা কাযী ফজল আহমদ সুন্নী, হানাফী, নকশবন্দী, মুজাদ্দেদী, প্রকাশনায়ঃ কুতুব খানা এ সিমনাবী, আন্দরকোট, মিরাট, ভারত।
২৭। তাকবিয়াতুল ঈমানঃ মৌং ইসমাঈল দেহলভী। মাকতাবা-এ-থানভী, দেউবন্দ, ইউ, পি, সংস্করণ ১লা এপ্রিল ১৯৮৪।
২৮। আহকামুদ্দাওয়াতিল মুবাওয়াজাঃ মুফতী ফয়যুল্লাহ সাহেব, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, প্রকাশনায়ঃ আঞ্জুমানে এহইয়ায়ে সুন্নাত, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৯। রেসালায়ে হাতেফঃ ক্বারী মৌং রশীদ আহমদ সাহেব চাটগামী, কুতুবখানা রশিদীয়া, ঈসাপুর রোড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
৩০। দেওবন্দী আক্বাঈদঃ প্রকাশনায়ঃ নাযেমে জামাতে আহলে সুন্নাত, রশীদ নগর, নায়াল ছাহেব রোড, নাকপুর ১৮।
৩১। জামালে হকঃ আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ নঈমী আশরাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, প্রকাশনায়ঃ মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁ নঈমী কুতুবখানা, গুজরাট, পাকিস্তান।
৩২। তারীখে ওহাবীয়াঃ মৌং আবুল হাসান মুহাম্মদ রমযান কাদেরী, শিরকাতে কাদেরীয়া, শানজুরো, সিন্ধু প্রদেশ, পাকিস্তান।
৩৩। আদ্‌দুরারুস্‌ছানীয়াঃ শাইখুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আহমদ ইবনে যি'নী দাহলান মক্কী শাফেয়ী, ইস্তাম্বুল, তুর্কী, সংস্করণ ১৯৭৮।
৩৪। ফিতনাতুল ওহাবীয়াঃ শাইখুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আহমদ ইবনে যি'নী দাহলান মক্কী শাফেয়ী, ইস্তাম্বুল, তুর্কী, সংস্করণ ১৯৭৮।
৩৫। কিতাবুত তাওহীদ ঃ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী, মীর মুহাম্মদ কুতুব খানা মারকাযে ইলম ও আদব, আরামবাগ, করাচী।
৩৬। আততাযীরু মিনাল বেদআ (বাংলা) ঃশেখ আবদুল আযীয বিন বা'য, প্রধান কর্মকর্তা ইসলামী গবেষণা ও প্রচারণা পরিষদ, সৌদী আরব। প্রকাশনায়ঃ জামেয়া সালাফিয়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ।
৩৭। আত্ তাওয়াস্সুল বিন্নবী ওয়া জাহালাতুল ওহাবীয়্যীনঃ আল্লামা আবু হামেদ ইবনে মারযুক, ইস্তাম্বুল, তুর্কী, সংস্করণ ১৯৭৬।
৩৮। তারীখে নজদ ও হেজাযঃ আল্লামা মুফতী আবদুল কাইয়ুম কাদেরী, তাজেদারে হেরম পাবলিকেশিং কোং, হাওড়া, ভারত। প্রথম সংস্করণ ১৩৯৮ হিজরী।
৩৯। বারাহীনে ক্বাতেয়াঃ মৌং খলীল আহমদ আম্বিটভী, মাতবা-এ-বেলালী, সাডোরা, ভারত।
৪০। আশ্‌শেহাবুস্‌সাকিবঃ মৌং হোসাইন আহমদ মাদানী দেওবন্দী সাহেব, কুতুবখানা এযাযীয়া, দেওবন্দ, ছাহারামপুর।
৪১। আল ঈমান ওয়াল ইসলামঃ হযরতুল আল্লামা যিয়াউদ্দীন বাগদাদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইস্তাম্বুল, তুর্কী।
৪২। ওহাবী চিন্তাধারাঃ আশরাফ জাহাঙ্গীর একাডেমী, চট্টগ্রাম।
৪৩। আকাবেরে দেওবন্দকা তাকফিরী আফসানাঃ মৌং হাসান আলী রেজভী কাদেরী, মাক্তাবা-এ-ফারীদীয়া, জিন্নাহ রোড, সাহিইউয়াল।
৪৪। হেকায়াতে আউলিয়া ঃ মৌং আশরাফ আলী থানভী ও মৌং ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়ব, মুহতামিম দেওবন্দ মাদ্রাসা।

৪৫। তাবলিগ দর্পনঃ হাফেজ মুঈনুল ইসলাম, প্রক্তন কর্মকর্তা, ইসলামীক ফাউণ্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮০।
৪৬। তাবলিগী জামাতঃ আল্লামা আরশাদ আলকাদেরী, মাকতাবা-এ-জামে নুর, জামশিদপুর, বিহার, ভারত।
৪৭। মালফুযাতে ইলিয়াসঃ মৌং মানযুর নো'মানী, আল ফোরকান বুক ডিপো , ৩১ নয়াগাঁও মাগরাবী, লখনো, ভারত। সংস্করণ ১৯৭৮।
৪৮। বেহেস্তী যেওয়ারঃ মৌং আশরাফ আলী থানভী, নিউ তাজ অফিস, দিল্লী, ভারত।
৪৯। বদরপুরের বাহাসঃ প্রকাশকঃ মোঃ মনিরুল হক, চেয়ারম্যান ৮নং মাইবাখার ইউনিয়ন পরিষদ, থানা- চান্দিনা, কুমিল্লা। ১৪/৭/১৯৭৭।
৫০। ইসলামী জামাতঃ হযরত আল্লামা মুফতি রেফাকাত হোসাইন সাহেব (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), জুনাইদ বুক ডিপো, পার্ক মঞ্জিল, ওয়াজিদারা, বানিসর, উড়িষা, ভারত।
৫১। কাশফুশশোবহা আনিল জামাআত্তিত তাবলিগীয়াঃ ইশিক ভাকফী, ইস্তাম্বুল, তুর্কী। ১৯৮০।
৫২। তারীখে ইসলাম খেলাফতে রাশেদা ও বনু উমাইয়াঃ আল্লামা মুফতি আমিমুল ইহসান (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), কোরআন মনযিল, বাবুবাজার, ঢাকা।
৫৩। তালবীসে-এ-ইবলিসঃ ইমাম ইবনে যৌযী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), মাকতাবা -এ-থানভী, দেওবন্দ, ইউ, পি।
৫৪। মিরকাত শরহে মিশকাত ১ম খণ্ডঃ মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), মৌলভী মুহাম্মদ ইবনে গোলাম রসুল সুরতী সন্স, ১৩২/১৩৪ নং জামানী মহল্লা বোম্বাই।
৫৫। বাহরুর রায়েক ৮ম খণ্ডঃ আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী আত্‌তৌরী , দারুল কুতুবিল আরাবিয়াতিল কুবরা, মিশর।
৫৬। মিরআত শরহে মিশকাত ১ম খণ্ডঃ হাকিমুল উম্মত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁ নঈমী আশরাফী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) নঈমী কুতুব খানা, গুজরাট, পাকিস্তান।
৫৭। জামাতে ইসলামী কা শীষমহলঃ আল্লামা মোস্তাক আহমদ নেযামী, মাকতাবাএ পাছবাঁ, ইলাহাবাদ, ভারত।
৫৮। মাওঃ মওদুদী কে ছাত মেরী রেফাকাত কী ছারগুযিস্ত আওর আব মেরা মাওকাফ মৌঃ মুহাম্মদ মানযুর নো'মানী, আল ফোরকান বুকডিপো, ৩১ নয়াগাঁও মাগরবী, নযীরাবাদ, লখনো।
৫৯। ইসলামের হাকীকতঃ মৌং মওদুদী, ইসলামীক পাবলিকেশন্স লিঃ ১৬ বায়তুল মোকাররম (দোতলা) ঢাকা।১০ম প্রকাশ- ১৯৭৬।
৬০। মিষ্টার মওদুদীর নতুন ইসলামঃ মাওলানা হাবীবুর রহমান মুসা, লৌহজং বিক্রমপুর, প্রকাশকাল ১৯৮৫।
৬১। মওদুদী ছাহেব আকাবেরে উম্মত কী নযর মেঃ মাওঃ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব, কুতুব খানা এশাআতুল উলুম, ছাহারানপুর, ভারত।
৬২। জামাতে ইসলামীঃ আল্লামা আরশাদ আলকাদেরী, মাকতাবুতুল হাবীব, জামেয়া হাবীবীয়া, ইলাহাবাদ, ভারত।
৬৩। লণ্ডনের ভাষণঃ মৌং মওদুদী, জুলকারনাইন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৭৬।
৬৪। আসসুবহুল জাদীদঃ ত্রৈমাসিক আরবী পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, রবীউসসানী-রজব, ১৪০৪ হিজরী, পটিয়া জমিরিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।
৬৫। আত্‌তাওহীদ ঃ মাসিক পত্রিকা, বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৮, রবিউসসানী ১৪১৮ হিজরী, জামেয়া ইসলামীয়া পটিয়া , চট্টগ্রাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

জাগরণ প্রকাশনীর নিম্নলিখিত প্রকাশনা সংগ্রহ করুন
পড়ুন ও অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

১। সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠায় নারীর দায়িত্ব - মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার
২। ইসলামী সংগীত ও সুন্নী জাগরণ - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৩। নবীর পথে জীবন গড়ি - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৪। প্রাণস্পন্দন (জনপ্রিয় হামদ, নাত ও ইসলামী গানের সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৫। অনুপম জীবন গঠনে ছোটদের করণীয় - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৬। সুন্নীয়তের পথে - - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৭। কর্মীরা কেন নিষ্ক্রিয় হয়? - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৮। মদিনার স্পৃহা (নাত সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৯। মদিনার গুঞ্জন (ইসলামী গজল সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১০। সোনার খনি - (ইসলামী গজল সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১১। ছোটদের তৈয়্যব শাহ (রাঃ) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১২। সুন্নীদের বন্ধু কারা? - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১৩। মদিনার কলতান (জনপ্রিয় ইসলামী গান ও নাত সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১৪। লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল কদর (সংকলিত) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১৫। মুনাজাতের দলিল (অনুদিত) - ইমাম শেরেবাংলা (রহঃ)
১৬। উদ্দীপন - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১৭। ইসলামী গজল সম্ভার - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

প্রকাশিতব্য

১৮। যিক্‌রে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাংলা উচ্চারণে জনপ্রিয় উর্দুনাত সংকলন
১৯। ছোটদের ইমাম শেরেবাংলা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
২০। ছোটদের আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
২১। ছোটদের ইমাম হাশেমী (মা.জি.আ.) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
২২। কর্মীদের দৈনন্দিন কার্যক্রম - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

প্রকাশনায় ঃ
জাগরণ প্রকাশনী চট্টগ্রাম
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬